সুসমাচার সমূহের পরিচিতি
এবং
মথির পরীক্ষা নিরীক্ষা

যীশুর উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র গল্পগুচ্ছ

সুসমাচার সমূহের পরিচিতি
এবং
মথির পরীক্ষা নিরীক্ষা

পাঠ্য পুস্তিকা ১০

বেদ পাঠশালা
৬৭ বেরাক্কা রোড, কিল্‌পক
চেন্নাই - ৬০০ ০১০

অধ্যায় ১

"বাইবেলের সেরা কয়েকটি পুস্তক সমূহ"

নূতন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তক প্রায়াশই "যীশুর জীবনচরিত" রূপে উল্লিখিত হয়েছে, কারণ এগুলো এমন উৎস, যেখান থেকে চিরজীবী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবনচরিত সম্বন্ধীয় তথ্য আমরা জানতে পারি। পক্ষান্তরে, যেমন আজকের দিনে জীবনচরিত সম্পর্কে আমার চিন্তা করাঅনুসারে এই চারটি পুস্তক নমুনাস্বরূপ জীবনচরিত নয়, কারণ যীশুর জন্ম ও তাঁর জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসর সম্পর্কে দুটি পুস্তকে কোন কিছু উল্লিখিত হয় নি।

মার্ক লিখিত সুসমাচারে সহজভাবে বলা হয়েছে, "তিনি এলেন," এবং পরে ত্রিশ বৎসর বয়সী যীশুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় ও তাঁর জীবনের শেষ তিন বছর আমরা অনুসরণ করি। একই সত্য আমাদের সামনে থাকে, যখন আমরা যোহন লিখিত সুসমাচার পড়ি। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে মথি অতি সংক্ষেপে জানিয়েছেন, এবং যীশুর জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসর তিনি এড়িয়ে গেলেন। শুধুমাত্র সুসমাচার লেখক লূক যীশুর জন্ম-বিবরণ উল্লেখ করলেন। লূক নীরবতা ভঙ্গ করলেন, এবং একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদের জানালেন, যা যীশুর জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ঘটেছিল। এই গ্রন্থকারদের অগ্রগণ্য বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি, যীশুর আগমন, কেন তিনি এই পৃথিবীতে এলেন সেই সম্পর্কে।

সংক্ষিপ্ত সুসমাচার

আপনি চারটি সুসমাচার পাঠ করার সময়ে আপনার প্রথম লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, মথি, মার্ক ও লূক লিখিত সুসমাচারের বিষয়বস্তুতে মিল রয়েছে, যখন যোহন লিখিত সুসমাচারের নববই শতাংশ বিষয়বস্তু কেবল যোহন লিখিত সুসমাচারে পাওয়া যায়। যেহেতু তিনটি সুসমাচারের বিষয়বস্তু সমার্থক, সুতরাং প্রথম তিনটি সুসমাচারকে "সংক্ষিপ্ত সুসমাচার" বলা হয়।

যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য মার্ক সুস্পষ্টভাবে ও সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন জানতে চাইলে সাংবাদিকতা বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মথি ও লূক লিখিত সুসমাচার পাঠ করার পরে মার্ক লিখিত সুসমাচার পড়তে হবে। তাদের নিরীক্ষণের বুনিয়াদ ও সমস্ত সুসমাচারের পটভূমিকা অধ্যয়ন থেকে বিদ্বান জনেরা অনুমান করেন যে মার্ক প্রথমে লিখলেন, এবং প্রত্যক্ষদর্শী রূপে পিতর উপস্থিত ছিলেন। এই বিদ্বান্‌দের বিবেচনা অনুযায়ী মথি ও লূক তাঁদের লেখনীর পক্ষে বুনিয়াদ হিসেবে মার্ক লিখিত সুসমাচার ব্যবহার করলেন। প্রথম ও তৃতীয় সুসমাচারের গ্রন্থকারগণ স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করলেন, যীশুর জীবনী সম্পর্কে ধারাবাহিকতা ছিল, যা মার্ক লিপিবদ্ধ করেন নি। সুসমাচার লিখবার সময় তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হলেন, কারণ তাঁরা ঐ সকল ধারাবাহিকতা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলেন।

যেহেতু যোহন লিখিত সুসমাচারের বিষয়বস্তুর নববই শতাংশ মথি, মার্ক ও লূক লিখিত সুসমাচারে পাওয়া যায় না, সুতরাং যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও পরিচর্যা সম্পর্কে এক ধারাবাহিক বিবরণ প্রেরিত যোহন স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে চাইলেন, যা প্রথম তিনটি সুসমাচারে উল্লিখিত হয়নি। যেহেতু যোহন লিখিত সুসমাচার অনেক কারণে আশ্চর্যজনক, সুতরাং সংক্ষিপ্ত সমস্ত সুসমাচার ও

যোহন লিখিত সুসমাচার নিয়ে আমরা পৃথক্‌ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো।

যীশুর জীবন মানব-ইতিহাসে এক তারিখ-রেখা। বিশ্বের অধিকাংশ যীশুর জীবিতকালের পূর্বে ও তাঁর জীবন যাপনের বৎসরসমূহ অনুসারে ইতিহাসকে বিভক্ত করে। পৃথিবীর যে কোন প্রধান সংবাদপত্র অথবা পত্রিকা তুলে ধরুন, ওতে আজকের তারিখ দেখতে পাবেন। যীশু খ্রীষ্টের জীবনকাল কত বৎসর, এই তারিখ সে সম্পর্কে স্বীকৃতি দেয়। যখন আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হবে, এবং এই চারটি জীবন-কথা আমরা সংক্ষিপ্ত করে নিতে পারবো, একটি মানব জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জানতে পারবো, যিনি কেবল তেত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাণবন্ত প্রভাব রাখে।

শাস্ত্রীয় এক চাবি

ক্রুশারোপণ ও পুনরুত্থানের পরে যীশু প্রেরিতদের সঙ্গে কথোপকথন করলেন। আমাদের চোখে পড়ে, শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি তাঁদের কিছু বললেন। যা ঈশ্বরের বাক্য বুঝবার পক্ষে তাঁদের চোখ পুরোপুরি খুলে দিলো। যদিও তিন বৎসর যাবৎ তাঁরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন, তবুও এই প্রেরিতেরা স্পষ্টরূপে শাস্ত্র বুঝতে পারেন নি।

শাস্ত্র সম্বন্ধে যীশু তাঁদের কী বলেছিলেন, যা ঈশ্বরের বাক্য বুঝবার পক্ষে তাঁদের বুদ্ধিদ্বার খুলে দিয়েছিল? লেখা আছে ঃ "তিনি মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা লেখা আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন" (লূক ২৪:২৫-২৭, ৪৪, ৪৫)। যখন খ্রীষ্ট সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বচন তাঁদের কর্ণগোচর হলো, জীবনে প্রথমবার এ সকল শুনে প্রেরিতদের পক্ষে শাস্ত্র বোধগম্য হলো। (তিনি পুরাতন নিয়ম থেকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন, যখন প্রেরিতদের বললেন যে শাস্ত্রে তাঁর সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে)।

এছাড়া, অধ্যাপক ও ফরীশীদের প্রতিও যীশু বলেছিলেন ঃ "তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে; আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়;আর তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতে ইচ্ছা কর না" (যোহন ৫:৩৯, ৪০)।

অসওয়াল্ড্ চেম্বারস নামে অসাধারণ এক ব্রিটিশ ঈশ্বরভক্ত লেখক এই দুটি পদে বিশ্বাস রাখলেন যে পদগুলো সমগ্র বাইবেলের চাবিকাঠি। আসলে আমরা কখনও বাইবেল বুঝতে পারবো না, যদি না আমাদের উপলব্ধি থাকে যে পুরাতন ও নূতন নিয়মে যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ আছে। বাইবেল কোন সভ্যতার ইতিহাস নয়। গোড়াপত্তনের বিজ্ঞান-পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে বাইবেলে ব্যাখ্যা মেলে না। বাইবেল হচ্ছে পরিত্রাণ ও মুক্তি সম্পর্কিত এক পাঠ্য পুস্তক। আমাদের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা রূপে যীশু খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করা ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আমাদের জানানো বাইবেলের উদ্দেশ্যে, যার মধ্যে আমাদের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতার আগমন সংবাদ রয়েছে।

যদি যীশুর কথা শোনার জন্য ধর্মীয় নেতাদের আত্মিক নয়ন থাকতো, তাহলে যীশুর কাছ থেকে তাঁরা সেই চাবি পেতেন, যা দিয়ে তাঁদের বুদ্ধিদ্বার খুলে যেতো, এবং তাঁরা পুরাতন নিয়ম সংপর্কিত শাস্ত্রীয় বচন বুঝতে পারতেন। তাঁদের উন্মোচিত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এক অলৌকিক দৃশ্য

দৃষ্টিগোচরিত হবে, যখন তাঁদের সামনে দণ্ডায়মান মশীহকে তাঁরা দেখতে পেতেন।

এই সহজ সত্য, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে সমুদয় বাইবেলের সংবাদ আজকের দিনে পুরাতন ও নূতন উভয় নিয়ম বুঝবার পক্ষে আমাদের আত্মিক চোখ খুলে দিতে পারে। *এই চারটি সুসমাচার বাইবেলের অতি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক, কারণ সমগ্র বাইবেল যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বর্ণনা দেয়, এবং এই চারটি সুসমাচার তাঁর অনুপ্রাণিত জীবন।*

সুসমাচার গুলির মর্মকথা কেমন!

সত্যের মহত্তম প্রকাশ জানিয়ে আমাদের বিশ্বাস শুরু হওয়া উচিত, এই পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যা ঈশ্বর দত্ত, যার মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষা রয়েছে। একটি সুসমাচার আমাদের জানায় ঃ "ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একমাত্র পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই (তাঁহাকে) প্রকাশ করিয়াছেন" (যোহন ১:১৮)। গ্রীক শব্দ অনুযায়ী অনূদিত "তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন" শব্দটি "ভাষ্যমূলক," যার মানে "সত্য বের করা"। শাস্ত্রের একটি পদের ভাষান্তর করা মানে সেই পদের সকল সত্য প্রকাশ করা, যা ঐ পদে রয়েছে।

আমাদের বলা হয়েছে, ঈশ্বরের নিবিড় ঐক্য থেকে যীশু খ্রীষ্ট বেরিয়ে এলেন, যাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্ভাব্য সকল সত্য জানা যায়। এর অর্থ হলো, যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন সত্যের মহত্তম প্রকাশ, যিনি ঈশ্বর দ্বারা পৃথিবীতে প্রদত্ত হলেন। তিনি যা ছিলেন, যা করলেন এবং যা বলবেন, সব কিছুর মাধ্যমে ঈশ্বর "প্রকাশিত" হলেন। প্রত্যেক সুসমাচার বাইবেলের অতি আবশ্যকীয় পুস্তক, কারণ যীশু সম্বন্ধে এগুলি আমাদের জানায়, যিনি ঈশ্বরকে পুরোপুরি প্রকাশ করলেন।

যোহন লিখিত সুসমাচারে আর একটি পদ রয়েছে, সেই পদ থেকে চারটি সুসমাচারের বক্তব্য আমরা জানতে পারি। যোহন লিখলেন ঃ "আদিতে বাক্য (যীশু) ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন" (১:১)। একই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা পড়ি ঃ "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন ও আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন" (১৪ পদ)।

এই মহৎ পদের বর্ণনা দেওয়ার জন্য আপনার কল্পনা কাজে লাগাতে আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই। আপনি কল্পনা করুন, পিপীলিকাদের সম্পর্কে আপনার সমস্যা রয়েছে। যখন আপনি টেবিলে কোন মিষ্টান্ন রাখেন, রাত্রে ঘরে এসে অসংখ্য পিপীলিকার দ্বারা আচ্ছাদিত টেবিল আপনার নজরে পড়ে। মনে করুন, পিপীলিকা-সমস্যা সমাধান করতে আপনি মনস্থ করলেন। আপনি আবিষ্কার করলেন, আপনার ঘরের পেছন দিকে এক বিরাট উইঢিবি থেকে পিপীলিকার দল আসছে। পিপীলিকাদের নিঃশেষিত করতে আপনি পেট্রল জাতীয় তরল পদার্থ ঢাললেন ও আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। ধোঁয়া উঠতে লাগলো ও পিপীলিকার দল বেঁধে উইঢিপির মধ্যে প্রবেশ করলো। যেমনি আগুন নিভে গেল, পিপীলিকারা পুনরায় অচিরে বেরিয়ে এলো এবং আবার আপনার ঘরে প্রবেশ করলো।

আপনার পিপীলিকা-সমস্যা আপনি কীভাবে সমাধান করবেন? অবশ্য আপনার সমস্যা নয় যে আপনি পিপীলিকাদের ঘৃণা করেন। আপনার সমস্যা হলো আপনার টেবিলের সর্বত্র পিপীলিকার ভীড়, যেখানে আপনি আহার করেন। যদি পিপীলিকাদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ

করতে পারতেন, তাহলে তাদের বলতেন, "দেখ, আমি তোমাদের ঘৃণা করি না। আসলে আমার টেবিলে আমি তোমাদের চাই না। তোমাদের উই ঢিবির কাছাকাছি জায়গায় যথেষ্ট খাবার আমি রেখে দিতে চাইছি, যদি তোমরা সহজ ভাবে আমার ঘরের বাইরে থাকো।" আপনার বৃহত্তম সমস্যা হলো, পিপীলিকাদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন না। আপনি মানুষ, ওরা পিপীলিকা, এবং পিপীলিকাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে মানুষ সমর্থ নয়।

এবারে আপনার কল্পনার পরিধি বৃদ্ধি করুন। যদি আপনি পিপীলিকাদের যথেষ্ট ভালবাসতেন, এবং পিপীলিকাদের জন্য যে কোন কাজ করতে আপনার ক্ষমতা থাকতো, আপনি একটা পিপীলিকা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, এবং সেই উইঢিবিতে নেমে যেতেন ও বলতেন ঃ "ওগো পিপীলিকারা, হয়তো আমার চেহারা একটা পিপীলিকার মত, কিন্তু আমি পিপীলিকা নই। আমি সেই লোক, যে ওপরে সেই বড় বাড়িতে থাকে, এবং তোমাদের জন্য আমার কথা আছে। তোমাদের জন্য আমি ত্যাগ স্বীকার করতে চাই, যদি আমরা এক শর্ত মানতে পারি। তোমাদের উইঢিবির কাছাকাছি জায়গায় আমি তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ফেলে রাখবো, যদি তোমরা সহজভাবে আমার ঘরের বাইরে থাকতে সম্মত হও।"

আমি জানি, এ এক উপহাস যুক্ত বর্ণনা। কিন্তু আপনি লক্ষ্য রাখছেন আমি কোন বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইছি? একটি শব্দ এক চিন্তার বাহন। ঈশ্বর তাঁর সত্য তত্ত্ব আমাদের জানাতে চাইলেন, এবং আমাদের সঙ্গে পরিত্রাণের বিধান তিনি স্থাপন করতে চাইলেন। আমাদের প্রেমিক স্বর্গীয় পিতা আমাদের যথেষ্ট ভালবাসলেন, যেন মহৎ আত্মত্যাগ করতে পারেন, এবং আমাদের উদ্দেশ্যে সত্য জানাতে তিনি স্বর্গ ত্যাগ করলেন। কিন্তু তিনি ঈশ্বর ছিলেন, এবং আমরা মানুষ ছিলাম। এক ব্যক্তিত্বে সেই ধারণা পোষণ করা এক মহৎ ধারণা জানাবার সেরা উপায়। এই কারণে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে "বাক্য" আখ্যা দিলেন, এবং পরে আমাদের জানালেন যে বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন ও আমাদের মধ্যে তেত্রিশ বৎসর যাপন করলেন।

পিপীলিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে একটি মানুষের পিপীলিকা হওয়া নিশ্চিতভাবে অবনত দশা স্বীকার করার বিষয় ও পিপীলিকাদের উপকারার্থে আত্মত্যাগ নিজের অস্তিত্ব অস্বীকার করার বিষয়। পক্ষান্তরে, যখন বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় ঈশ্বর মনুষ্য রূপ ধারণ করলেন, যেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ও পাপ রাশি থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন, সেটা মহত্তম বিনম্রতার পরিচয়, যা এই পৃথিবী কোনদিন চাক্ষুষ করেনি।

যীশু আসছেন! যীশু এলেন!

বাইবেল বর্ণিত মৌলিক সমস্যা হলো মানুষ নিজেকে ঈশ্বর থেকে সরিয়ে রেখেছে এবং এই বিচ্ছিন্নতার পূনর্গঠন হওয়া আবশ্যক। পুরাতন নিয়মের বাণী এই সমস্যা সমাধানে সংক্ষেপে বলেছে ঃ "যীশু আসছেন!" নূতন নিয়মের বাণী দুটি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা এই সমস্যার সমাধান জানিয়েছে, যথা ঃ "যীশু এলেন!"

সমগ্র পুরাতন নিয়ম থেকে আমরা শুনতে পাই, ভাববাদীগণ ও অন্যান্যরা বলেছেন ঃ "আমি জানি, ঘটনাটি ঘটতে চলেছে। আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি, যেহেতু তাঁর বাক্য আমাদের জানায়, আমাদের পৃথিবীতে ঈশ্বর মশীহকে পাঠাবেন।" ইয়োবের মত মানুষ ভাববাণী দিলেন ঃ "আমি

জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত ;তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন"। অন্য দিকে ইয়োবের ক্রন্দনও আমরা শুনতে পাই, "আহা! যদি তাঁহার উদ্দেশ পাইতে পারি" (ইয়োব ১৯:২৫; ২৩:৩)।

এই সুসমাচার গুলিতে শিমোন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রীয়ের জোরালো ঘোষণা আমাদের কানে আসে ঃ "আমরা মশীহের দেখা পাইয়াছি" (যোহন ১:৪১)। যখন শমরীয় এক মহিলা বলেছিল, একদিন মশীহ আসবেন, যীশু সুস্পষ্টভাবে তাকে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "আমিই তিনি।" তিনি দাবি জানালেন, তিনি সত্যি মশীহ, যিনি পুরাতন নিয়মে ভাববাদীগণ দ্বারা প্রতিজ্ঞাত (যোহন ৪:২৫, ২৬)।

নূতন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তককে সুসমাচার বলা হয়, কারণ "সুসমাচার" শব্দের মানে "সুসংবাদ"। যখন প্রেরিতগণ এই সুসমাচারের শুভ বার্তাকে সংক্ষিপ্ত করে প্রয়োগ করলেন, তাঁরা আমাদের জানালেন, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর পুনর্মিলিত হলেন, কারণ যীশু এলেন। যীশু খ্রীষ্টের এই চারটি অনুপ্রাণিত জীবন চরিতের চ্যালেঞ্জকে তাঁরা এই ভাবে সংক্ষেপে জানালেন ঃ "খ্রীষ্টের পক্ষেই আমরা রাজদূতের কর্ম করিতেছি; ঈশ্বর যেন আমাদের দ্বারা নিবেদন করিতেছেন, আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও" (২ করিন্থীয় ৫:২০)।

একসাথে নূতন নিয়ম সযত্নে পরিদর্শন করাঅনুসারে আমার প্রার্থনা, যদি আপনি ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনের অভিজ্ঞতা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন। যখন আপনার পুনর্মিলন ঘটে, এবং যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে এক সম্পর্ক আপনি ফিরে পান, তখন আপনি নিজেকে ক্ষমা করেন ও অন্যদের সঙ্গে আপনি পুনর্মিলিত হন। এটাই নূতন নিয়মের বাণীর নির্য্যাস।

নূতন নিয়ম পাঠ করার সময় আপনি সেই বাণীতে মনোনিবেশ করুন। বাণীটি হল ঃ ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি, নিজের সঙ্গে শান্তি ও অন্যদের সঙ্গে শান্তি, কারণ আপনি বিশ্বাস করেন, যীশু খ্রীষ্ট প্রতিজ্ঞাত মশীহ আমাদের বিশ্বে এলেন।

অধ্যায় ২

"মিশন (বিশেষ কার্য) সম্বন্ধে যীশুর কয়েকটি উক্তি"

যখন আমরা যত্ন সহকারে সুসমাচার পড়ি, আমরা আবিষ্কার করি যে যীশু একটি মিশন নিয়ে এলেন, এবং তাঁর মিশন কি ছিল, তিনি তা জানতেন। আমার সঙ্গে সুসমাচার পড়বার সময় যীশুর আগমন সম্বন্ধে যীশুর কথা শুনুন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কথায় শুনতে পাবেন, কাকে তিনি "অত্যুৎকৃষ্ট বদ্ধ সংস্কার" বলেছেন। যেহেতু তিনি সুস্পষ্টভাবে তাঁর জীবন ও মিশনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন, সুতরাং তাঁর পরিচয়, এবং এই পৃথিবীতে তাঁর আগমনের কারণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ, যোহন লিখিত সুসমাচারে মিশন সম্বন্ধে যীশুর উক্তি ও মিশনের উদ্দেশ্য এইভাবে যীশু বর্ণনা দিলেন, যথা ঃ "যতক্ষণ দিনমান ততক্ষণ, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,

তাঁহার কার্য আমাদিগকে করিতে হইবে; রাত্রি আসিতেছে, তখন কেহ কার্য্য করিতে পারে না" (৯:৪)। যীশু তাঁর প্রেরিতদের প্রতিও বলেছিলেন ঃ "আহারের জন্য আমার এমন খাদ্য আছে, যাহা তোমরা জান না ..... আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করি ও তাঁহার কার্য্য সাধন করি" (৪:৩২, ৩৪)।

যীশু যখন তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যার তিন বৎসর সমাপনের প্রান্তে পৌঁছালেন, তিনি গেৎশিমানী উদ্যানে গেলেন ও প্রার্থনা করলেন ঃ "তুমি আমাকে যে কার্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি" (১৭:৪)। ক্রুশে তাঁর শেষ জোরালো বাণী ছিল ঃ "সমাপ্ত হইল" (১৯:৩০)।

জীবনের উদ্দেশ্য

যীশু এক আদর্শ জীবন যাপন করলেন, যা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য আমাদের দেখালো। ঈশ্বর-নিবেদিত পিতা মাতার সন্তানদের প্রতি এক সুপরিচিত ধর্ম বিশ্বাস শেখানো হয় ঃ "ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা ও চিরকাল তাঁকে উপভোগ করা মানুষের প্রধান পরিসমাপ্তি।" ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু এর মানে কী, এবং কিভাবে আমরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করবো?

যীশু এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যখন অনিবার্যভাবে তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ "পিতঃ, এই সময় হইতে আমাকে রক্ষা কর? কিন্তু ইহারই নিমিত্ত আমি এই সময় পর্যন্ত আসিয়াছি" (যোহন ১২:২৩-২৮)। তিন বাস্তবতার প্রমাণ দিলেন, অর্থাৎ উপযুক্ত জীবন যাপন দ্বারা তিনি মূল্য দিলেন, যা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করলো; তাই জীবনের প্রান্তে এসে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ "তুমি আমাকে যে কার্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি ..... 'সমাপ্ত হইল'; পরে মস্তক নত করিয়া আত্ম সমর্পণ করিলেন" (১৭:৪; ১৯:৩০)।

৫০ দশকে জিম ইলিয়ট নামে এক যুবক ও চারজন অন্য মিশনারী, যাঁরা ইকুয়েজর তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা শহীদ হলেন, যখন জঙ্গী ভারতীয়রা তরবারী চালিয়ে তাঁদের আঘাত করলো ও তাঁদের খণ্ড খণ্ড দেহ জঙ্গলের স্রোতে নিক্ষেপ করলো। যখন সামরিক লোকেরা দেহগুলি খুঁজে পেতে সেখানে গেল, তারা ইলিয়টের দেহ দেখতে পেল, এবং তাঁর ডাইরিও তাদের নজরে পড়লো। জলসিক্ত সেই ডাইরিতে লেখা ছিল ঃ "যখন আপনার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সময় আসে, আপনাকে মরতেই হয় দেখবেন, আপনার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আপনাকে মরতেই হয়।"

আমাদের এক সাথে নূতন নিয়ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাঅনুসারে, আমার উদ্দেশ্য সর্বদা সুস্পষ্ট থাকবে, যখন ব্যক্তিগণ প্রয়োগ-সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রশ্ন আমি আপনার সামনে রাখবো, যেমন ঃ "এখানে কী বলা হয়েছে? এর মানে কী? আপনার কাছে এর তাৎপর্য কী? আপনার সম্পর্কিত পরিমণ্ডলে লোকেদের জন্য এর মানে কী? আপনার শিক্ষার্থীদের কাছে এর মানে কী, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এটি কী অর্থ বহন করে?"

যীশু তাঁর সারা জীবনে সেই সকল কর্মে নিমগ্ন ছিলেন, যেগুলি সম্পাদিত দেখতে পিতার আকাঙ্খা ছিল। প্রতিদিন তিনি বলেছিলেন, "দিনমান থাকাকালীন আমার প্রেরণ কর্তা পিতার কাজ

আমাকে শেষ করতেই হবে, কারণ রাত্রি আসছে, যখন আমি আর কাজ করতে পারবো না।" যখন যীশু তাঁর জীবনের প্রান্তে এসে পৌঁছলেন, তাঁর কোন কাজ অসমাপ্ত রইল না। কেবল মরণ বরণ করা তাঁর অবশিষ্ট কাজ ছিল।

যেহেতু আপনি এই ভূমিকা ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োগ করবেন আমি কয়েকটি প্রশ্ন আপনাকে শুধাতে চাই ঃ

যীশু তাঁর জীবন যাপন দ্বারা যেভাবে কাজ শেষ করলেন, তার ফলশ্রুতিরূপে আপনার জীবনে কী শুরু হয়েছে? ঈশ্বর যে কাজ শেষ করতে আপনাকে সৃষ্টি ও উদ্ধার করেছেন, আপনি কি সেই কাজ খুঁজে পেয়েছেন? আপনি কি কাজ শেষ করছেন, অথবা প্রতিদিন সেই কাজ রূপায়িত করছেন? যখন আপনার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সময় আসবে অর্থাৎ আপনাকে মরতেই হবে, আপনি কী বলতে পারবেন, "পিতা, জগতে আমি তোমাকে মহিমান্বিত করছি। আমার প্রতি তোমার দেওয়া কাজ আমি শেষ করেছি?" আপনি কি বলতে পারবেন, "এখন কেবল আমাকে মরতে হবে? পিতা, তোমার হাতে আমি আমার আত্মা সমর্পন করি?" অথবা অসমাপ্ত কাজের এক অনুভূতি আপনার থাকবে, যা এ জীবনে আপনার পরিত্রাণের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য গুলিতে আপনি প্রতিফলিত করবেন?

খ্রীষ্টের জীবন

সুসমাচার গুলি থেকে যীশু খ্রীষ্টের জীবন অধ্যয়ন কালে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা এক সুন্দর পদক্ষেপ ঃ যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পিতা কোন্ কোন্ কাজ সমাপন দেখতে চাইলেন, যেগুলি যীশুর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল? যীশু তাঁর যাতনার অন্তে যখন ক্রুশ থেকে তারস্বরে জয় উল্লাস প্রকাশ করলেন ঃ "সমাপ্ত হইল!" তিনি স্পষ্ট ভাবে তাঁর মিশন রূপায়িত করলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে তিনি কোন্ কাজ শেষ করলেন?

চারটি সুসমাচারে ঊননববইটি অধ্যায় রয়েছে। চারটি অধ্যায়ে তাঁর জন্ম ও তাঁর জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসরের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর জীবনের শেষ তিন বৎসরের বিবরণ পঁচাশিটি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। সাতাশটি অধ্যায়ে তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহের ঘটনাবলী রয়েছে। তাঁর শিক্ষা দান, আরোগ্য প্রদান ও তাঁর শিষ্যদের নিয়োগ-সম্পর্কিত পরিচর্যা আটান্নটি অধ্যায়ে আমরা পাই। যোহন লিখিত সুসমাচারে অধ্যায়গুলির মোটামুটি অর্ধেকাংশে তাঁর জীবনের প্রথম তেত্রিশ বৎসরের ঘটনা রয়েছে, যখন অন্য অর্ধেকাংশে তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহের ঘটনা প্রবাহ লিপিবদ্ধ আছে।

এই সুসমাচার গুলির গ্রন্থকারদের কাছে তাঁর জীবনের শেষ তিন বৎসর তাঁর জন্ম ও তাঁর জীবনের প্রথম তিন বৎসর অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহ তাঁর জন্ম ও তাঁর জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসরের চেয়ে প্রায় সাত গুণ বেশী অনিবার্য বিষয়। আটান্নটি অধ্যায়ে, যেখানে তাঁর শিক্ষাদান, আরোগ্য প্রদান ও শিষ্যদের নিযুক্তি উল্লিখিত হয়েছে, তাঁর জীবন ও পরিচর্যার এই সকল আয়তন সম্পর্কে এই গ্রন্থকারগণ মূল্যবোধ দেখিয়েছেন।

যেহেতু নূতন নিয়ম সম্পর্কে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ, সুসমাচারের নিবিড় অধ্যয়ন নয়,

কিন্তু এটি এক পরিচিত ও অতিরিক্ত দর্শন, যা এই সুসমাচারগুলি কাজে লাগানোর উপায় দেখাতে ও বড় আকারের দৃশ্য প্রদর্শন করতে চেষ্টা করে, সুতরাং আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে জোরালো আবেদন রাখতে আমি প্রয়াস চালাব, যেখানে সুসমাচারগুলির গ্রন্থকারগণ বিষয়টি রাখলেন, এবং এই পবিত্র জীবন চরিত গুলির কর্ম পরিধিতে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

যীশুর অগ্রগণ্য মিশন

এই পুস্তক গুলি সম্পর্কে আমাদের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা আমাদের দেখাবে এগুলি "সুসমাচার" কারণ, এগুলি "সুসংবাদ" জানায় যে যীশু এলেন এবং যখন তিনি এলেন, তিনি ঈশ্বরের মেষ শাবক ছিলেন, যিনি জগতের পাপ ভার তুলে নিতে এসেছিলেন, (যোহন ১:২৯)। যদি বিষয়টা সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকি যে আমরা পাপি, তাহলে জানতে পারব কেন এ গ্রন্থকারগণ চিন্তা করলেন। "শুভ সংবাদ" রয়েছে!

সুতরাং এই পুস্তকগুলির অনেক অধ্যায়ে যীশুর জীবনের শেষ সপ্তাহের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ সেই এক সপ্তাহে ঈশ্বরের মেষ শাবক রূপে তিনি তাঁর করণীয় সুসম্পন্ন করলেন, যেন আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পাই। সুসমাচার গুলির জোরালো ভাব আমাদের দেখায়, আমাদের পাপের কারণে যিরূশালেমে তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু ও মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান তাঁর প্রাথমিক মিশন ছিল; অতএব, এটাই ছিল তাঁর প্রথম অগ্রগণ্য কর্ম।

সুসমাচার গুলির ১/৩ অংশ পিতা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যীশুর প্রাথমিক মিশন রূপায়ন সম্পর্কিত তালিকা, যখন ঈশ্বর জগৎকে এত ভালবাসলেন যে আমাদের পরিত্রাণ সাধনার্থে ক্রুশে মরতে তিনি তাঁর পুত্রকে পাঠালেন (যোহন ৩:১৫-১৯)। যীশুর এই উদ্ধারকারী কর্মের গুরুত্বে প্রেরিতগণ জোর দিলেন (১ পিতর ১:১৮, ১৯; ২:২৪; ২ করিন্থীয় ৫:১৯, ২১, ৬:১, ২)।

যীশুর আরো দুটি মিশনের উদ্দেশ্য

পড়তে গিয়ে দেখি যীশু যখন আশ্চর্যভাবে তাঁর মিশন উক্তিগুলিকে মিশন-উদ্দেশ্যে পরিণত করলেন, সেখানে তাঁর জীবন ও পরিচর্যার আরো দুটি আয়তন চোখে পড়ে যে আয়তন সুসমাচার গুলিতে জোরালো ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই দুটি মিশন-উদ্দেশ্যের একটি আমরা আবিষ্কার করি, যখন তাঁর জীবন ও পরিচর্যার অলৌকিক আয়তন সম্পর্কে আমরা অবিরত পড়ি, যে বিষয় নিয়ে চারটি সুসমাচারের লেখকগণ সুনিশ্চিত আবেদন জানিয়েছেন। যীশু অসংখ্য অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করেন, এবং অধিকাংশ অলৌকিক কর্মে তিনি আরোগ্যতা প্রদান করলেন।

যদি এই সকল তথ্য-প্রমাণ আমরা জানতে পারতাম, এবং এগুলি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা থাকতো না, তাহলে এই সমস্ত সুসমাচার পড়বার সময় আমরা ভাবতে পারি যে এগুলির পক্ষে সুন্দর শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে, যেমন ঃ "যীশুর অলৌকিক কর্ম," অথবা "যীশুর আরোগ্য সাধন"। চারটি সুসমাচারের ১/৩ অংশ নিয়ে যীশুর বিভিন্ন অলৌকিক কর্ম বর্ণিত হয়েছে। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রথম প্রজন্মে প্রেরিতদের পরিচর্যাধীনে এই জোরালো ভাব বজায় থেকেছে।

যীশুর অলৌকিক কর্ম ও আরোগ্য সাধন সম্পর্কে আপনি যখন গল্পের পর গল্প পড়েন, এবং আপনার নজরে পড়ে যে মণ্ডলীর প্রথম প্রজন্মে প্রেরিতগণ অলৌকিক কর্ম ও পীড়িতদের সুস্থ করেন, আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, "আজকের দিনে পুনরুত্থিত, জীবিত খ্রীষ্টের পরিচর্যার এই আয়তনের তাৎপর্য কী?" যদি একই খ্রীষ্ট, যিনি দুই হাজার বছর আগে এখানে বসবাস করতেন, তিনি আপনার ও আমার মধ্যে বাস করেন, আপনি কি ভাবতে পারেন, আজকের দিনে তিনি অলৌকিক কর্ম করতে পারেন, এবং আপনাকে ও আমাকে নিরাময় করবেন?

আপনার অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষণের বুনিয়াদে আজকের দিনে যীশু কি অলৌকিক কর্ম করেন, পীড়িতদের সুস্থ করেন, মৃতকে উত্থাপিত করেন, পৃথিবীতে মানব রূপে থাকাকালীন তিনি যা করেছিলেন? তিনি কি সর্বদা সুস্থ করতে চান? যীশুকি প্রত্যেক জনকে সুস্থ করেছিলেন? মানুষের দৈহিক অথবা আত্মিক সুস্থতায় যীশু কি অধিক আগ্রহী ছিলেন, এবং আছেন? আপনার কী মনে হয়? দৈহিক সুস্থতা প্রসঙ্গে ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আত্মিক সুস্থতার ধারাবাহিকতায় নিশ্চিত থাকুন, যা তাদের পরিত্রাণ প্রাপ্তির অভিজ্ঞতায় ঘটেছিল, আজ যারা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে ও তাঁর শিষ্য হয়।

যীশুর বাণী

যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও অনেক আশ্চর্য কাজের সঙ্গে যীশুর আর একটি মিশনের উদ্দেশ্য চারটি সুসমাচারে জোরালো ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। নিরীক্ষণ বজায় রেখে সুসমাচার গুলির এই পরিচিতিমূলক অতিরিক্ত দর্শন আমি থামিয়ে দিতে চাই, যেন নূতন নিয়মের চারটি পুস্তকের বিষয়বস্তুর নিদেনপক্ষে ১/৩ অংশে যীশুর কথিত বাক্য লিপিবদ্ধ থাকে।

যীশু দাবি করলেন, তিনি পথ, সত্য ও জীবন, এবং অন্য কোন উপায়ে আমরা পিতার কাছে যেতে পারি না (যোহন ১৪:৬)। যখন তিনি বলেন, পিতার কাছে যাওয়ার পক্ষে তিনিই পথ, ক্রুশে তাঁর কৃতকর্ম তিনি উল্লেখ করেন, যে একমাত্র উপায়ে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ পুনর্গঠন, এবং আমাদের স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে পুনঃস্থাপন করতে পারি।

যখন তিনি আমাদের বলেন, তিনিই জীবন, তিনি তাঁর অলৌকিক কর্ম উল্লেখ করেন, যার মধ্যে থাকে আমাদের জন্য অনন্ত জীবন, এবং ঐ সকল নরনারীর জীবন পরিবর্তন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে, আবেগময়তায় ও দৈহিক ভাবে সুস্থতা পায়।

যখন তিনি দাবি করেন, তিনিই সত্য, নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর শিক্ষাদান ও প্রচার পরিচর্যা উল্লেখ করেন।

ঈশ্বরের পুত্র রূপে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গীয় আয়তনে তাঁর পরিচর্যা থেকে শুক্রবার অপরাহ্নে স্বর্গ ত্যাগ এবং কয়েক দিনের মধ্যে পৃথিবীর পরিত্রাণ কর্ম সম্পন্ন করতে পারতেন। তিনি এই পৃথিবীতে তেত্রিশ বৎসর ব্যয় করলেন কেন? ক্রুশে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে সম্পাদিত সকল কর্মের পরে তাঁর পিতার পক্ষে অবশ্যই অন্যান্য কাজ তাঁর সম্পন্ন করার ছিল।

যখন যীশু আমাদের বললেন, তিনিই ছিলেন সত্য, এবং যখন যোহন বাক্য রূপে যীশুর বর্ণনা দিলেন, যা দেহে রূপায়িত হলো (যোহন ১:১৪)। যীশুর এক পরিচর্যায় আমাদের নজর যায়,

যা একটি অপরাহ্নে সম্পন্ন করা গেল না। ঈশ্বর ইতিমধ্যে লিখিত বাক্য আমাদের দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের আয়োজনে ও পরিকল্পনায় লিখিত বাক্য ছাড়া যীশু আমাদের অধিক তথ্য জানালেন। যীশু প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে যোহন বর্ণনা দিলেন ঃ "কারণ ব্যবস্থা মোশি দ্বারা দত্ত হইয়াছিল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে" (যোহন ১:১৭)। ঈশ্বর ইতিমধ্যে মোশি ও পুরাতন নিয়মের মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশে সত্য প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের প্রতি ঈশ্বর সত্য এবং অনুগ্রহ অথবা "আত্মিক আনন্দ" দিয়েছেন, যেন আমরা সেই সত্যে জীবন যাপন করি। যীশু আমাদের প্রতি শুধুমাত্র সত্য প্রদান করেন নি, কিন্তু তিনি নিজস্ব সত্য আমাদের দিয়েছেন। তিনি কেবল জীবন যাপন করার উপায় আমাদের বলেন নি, তিনি সেই জীবন যাপন করলেন - তিনি সেই জীবন ছিলেন। যীশু যেমন ছিলেন, কাজে কর্মে তিনি তার প্রমাণ দিলেন, এবং তিনি যে সকল কথা বলেছিলেন, সত্যময় ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে সে সকল আমাদের জানাতে চাইলেন। এই কারণে যোহন লিখিত সুসমাচারে জীবন্ত বাক্য রূপে যীশু বর্ণিত হয়েছেন (যোহন ১:১, ১৪)।

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে মহত্তম সংবাদ যা ঈশ্বর বরাবর এই পৃথিবীর উদ্দেশে বলেছেন, তা ছিল যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয়। সেই সংবাদের অংশ, যা তিনি বললেন বা শেখালেন, সেটি চারটি সুসমাচারের বিষয় বস্তুর ১/৩ অংশ। যীশুর এই বাণী অনেক আকৃতিতে আসে। যীশুর কয়েকটি প্রধান বক্তৃতা রয়েছে, যেমন ঃ পর্বতে দত্ত উপদেশ, ওপরের কুটীরে উপদেশ এবং জৈতুন পর্বতে উপদেশ (মথি ৫, ৬, ৭; যোহন ১৩-১৬; মথি ২৪, ২৫)।

বিশেষভাবে মথি ও লূক লিখিত সুসমাচারে অন্যান্য অনেক উপদেশ রয়েছে, অপ্রধান ভাববাদিদের মত যেগুলি বাক্যসংক্ষেপ হেতু প্রধান বিভিন্ন উপদেশের কাছে নিম্ন মানের নয়। এই উপদেশগুলির অনেক উপদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও রূপক উপমার আকারে আসে, এবং যীশুর অধিকাংশ বাণী সংলাপের আকারে আসে। এই সংলাপগুলি অনেক সময় যীশুর সমসাময়িক কালের ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্যালাপ, এবং বারংবার যীশু অগ্রণী ভূমিকা রাখলেন, যখন তিনি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। (কেবল মথি লিখিত সুসমাচারে তিনি তিরাশিটি প্রশ্ন শুধালেন)।

তিনি স্পষ্টভাবে প্রেরিতদের প্রশিক্ষণ দিলেন, যেন তাঁরা তাঁকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। জৈতুন পর্বতে তাঁর উপদেশ (মথি ২৪, ২৫), এবং তাঁর দীর্ঘতম লিপিবদ্ধ উপদেশ, ওপরের কুটীরে তাঁর দত্ত উপদেশ (যোহন ১৩-১৬) প্রেরিতদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলীর উত্তর, যা যীশু উচ্চারণ করলেন। অনেক সংলাপে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্যালাপ হয়েছে। যীশুর অনেক সাক্ষাৎকারে আপনিও অনুরূপ কথোপকথন খুঁজে পাবেন। তাঁর অতি গভীর ঘোষণামূলক উক্তিগুলির কয়েকটি উক্তিতে মানুষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি তাদের রকমারি প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

যখন আপনি সুসমাচার গুলি পড়েন, যে কোন সময় যীশু যা বলেছেন, হতে পারে তা বড় আকারের উপদেশ, কোন ছোট গল্প, এক প্রার্থনা, সাক্ষাৎকারে কোন প্রশ্নের উত্তর, অথবা উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময়, মনে রাখবেন, তিনি ঈশ্বরের অনন্ত বাক্য, যিনি দেহ ধারণ করলেন ও আমাদের মাঝে প্রবাস করলেন। কথা বলার সময় তিনি ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ (প্রমাণ) করলেন। তিনি ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, যা এই পৃথিবীতে সর্বদা গৃহীত হলো (যোহন ১:১৮)।

যীশুর শেখানো সকল সত্যের সম্পূর্ণতায় এক চমৎকার পদক্ষেপ রাখা যীশুর জিজ্ঞাস্য এই প্রশ্নের সকল শিক্ষা দেখানো হয়, যথা ঃ "যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবোধ কেমন ছিল? তাঁর সকল শিক্ষা অবলম্বনে, সেগুলির আকৃতি যেমনই হোক্, যেখানে তিনি বিষয়বস্তু ঘোষণা করলেন, অথবা সেগুলি প্রকাশ করলেন, প্রত্যেকটিতে যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবোধ কেমন ছিল?

সুসমাচার গুলি পড়বার সময় আপনি যীশু খ্রীষ্টের প্রাথমিক মিশন লক্ষ্য করুন, যা তাঁর ক্রুশে সম্পন্ন হলো, যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সময় ঈশ্বরের সঙ্গে মানবজাতির পুনর্মিলনের উপায় আমরা জানতে পারি। যীশুর অলৌকিক কর্ম গুলির প্রতিও মনোনিবেশ করুন, বিশেষত পুনর্জন্ম ও আরোগ্য সাধন গুলিতে মনস্ক থাকুন, যেগুলি জীবন রূপে যীশু উপস্থাপন করলেন। যীশুর শিক্ষাদান পরিচর্যাতেও নজর দিন, যখন ঈশ্বরের বাক্য দেহে রূপান্তরিত হলো, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যের পরিপূর্ণতা নিয়ে আমাদের মাঝে প্রবাস করলেন। যীশুকে পথ, সত্য ও জীবন রূপে জানতে চাইলে সুসমাচার গুলি পড়ুন।

মথি লিখিত সুসমাচার সম্বন্ধীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা

অধ্যায় ৩

"যীশুর পরিচালন-দক্ষতা"

চারটি সুসমাচারে যীশু কেবল একটি মিশন নিয়ে মানুষ রূপে প্রদর্শিত হন নি। ঐ মিশন কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে পরিচালন-দক্ষতাস্বরূপ এক মানুষ রূপে তিনি প্রদর্শিত হলেন। মথি লিখিত সুসমাচারে এটি বিশেষভাবে সত্যরূপে রূপায়িত।

যদি আপনি জানতে পারেন, আপনি কেবল তিন বৎসর বাঁচবেন, এবং আপনার সংবাদ নিয়ে আপনি সারা বিশ্বে পৌঁছতে চাইলেন, তাহলে আপনি কী করতেন? তিন বৎসর বেঁচে থাকা সম্বন্ধে যীশু জানতেন, এবং তিনি সারা বিশ্বে তাঁর সুসমাচার নিয়ে যেতে চাইলেন। এটি জেনে তিনি কী করলেন? মথি লিখিত সুসমাচার পড়বার সময় সেই প্রশ্ন শুধালে ও উত্তর দিলে যীশুর মিশন উদ্দেশ্যগুলি সাধন করার পক্ষে যীশুর কৌশল আমরা জানতে পারবো।

এক ফলোৎপাদক অধিকর্তা হওয়ার উপায় জানতে যদি আপনি শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেন, অথবা সেমিনারিতে পড়াশুনা করেন, আপনাকে বলা হবে ঃ আপনি অবশ্যই বিশ্লেষণ করুন, সংগঠন করুন, প্রতিনিধিরূপে কাজ করুন, তদারক করুন এবং পরে প্রাণপণ চেষ্টা করুন।

আমরা যত বার মথি লিখিত সুসমাচার পড়ি, জানতে পারি, বিপুল জনতার দিকে যীশু দৃষ্টিপাত করলেন, এবং তাদের জন্য তিনি করুণাবিষ্ট হলেন, সারা বিশ্বের জন্য তাঁর সমবেদনার দৃশ্য আমাদের নজরে আসে, এবং পরিত্রাণ মূলক সংবাদ সারা বিশ্বে পৌঁছে দিতে তাঁর কৌশল আমরা জানতে পারি। যখন যীশু সমবেদনা সহকারে ঐ গণনাতীত লোকদের দিকে তাকালেন, তিনি কুশলী কাজ করলেন। মথি লিখিত সুসমাচারে প্রথম বার লিপিবদ্ধ হয়, অনুমান অনুযায়ী গালীল সাগর

তীরে তিনি সর্ব প্রকার রোগীকে সুস্থ করেন। তিনি ঐ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন বিশ্লেষণ করলেন, পরে সংগঠিত করলেন, যাকে আমি "প্রথম খ্রীষ্টীয়ান সমাবেশ বলেছি, যেখানে পর্বতের ওপরে তিনি উপদেশ দিলেন (মথি ৪:২৩ - ৫:২)।

পরবর্তী সময়ে অসংখ্য লোকদের প্রতি তিনি দরদী হলেন, কয়েক জনকে পাঠালেন, যাঁরা "প্রেরিত" পাঠানো হওয়ার জন্য পর্বতের শিখরে তাঁর শিক্ষা শুনলেন। এই শব্দের মানে যেন আমাদের আধুনিক শব্দ "মিশনারির" মত। এক শিষ্য ও এক প্রেরিতের মধ্যে ফারাক রয়েছে। যীশুর অনেক শিষ্য বা অনুসারী ছিল, কিন্তু তাঁর কেবল বারো জন প্রেরিত ছিল।

এখন আমরা বলতে পারি, তিনি বিশ্লেষণ করলেন, সংগঠন করলেন, কয়েক জনকে প্রতিনিধিরূপে পাঠালেন, সারা বিশ্বে পৌঁছবার জন্য যাঁরা তাঁর কৌশল রূপায়িত করবেন। যখন মথি লিখিত সুসমাচারের মাধ্যমে আমরা তাঁর কৌশল-সূত্র ধরে চলি, দুটি ঘটনা আমাদের নজরে পড়ে, যেগুলি প্রায় অভিন্ন। তিনি পুনরায় সমবেদনা সহকারে লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। এবারে তাদের অন্যান্য সমস্যা সমেত তারা ক্ষুধিত ছিল। প্রেরিতেরা তাঁর কাছে এলেন, এবং তাঁকে বললেন, যেন তিনি লোকদের যেতে বলেন ও তারা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তিনি তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানালেন ঃ "তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে?" তিনি তাঁদের বললেন, লোকদের চলে যেতে হবে না, কারণ তাঁর প্রতিনিধি রূপে এবং তাঁর হয়ে তাঁরা ঐ লোকদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। এই জনপ্রিয় কাহিনী, অর্থাৎ যীশুর কৃত এই অলৌকিক ঘটনা চারটি সুসমাচারে লিপিবদ্ধ আছে, যা আসলে যীশুর মিশনারি দর্শনের এক দৃষ্টান্ত (১৪:১৪-৩৬; ১৫:৩২-৩৯)।

যদি আমরা উপলব্ধি করি যে বিস্তর লোক বিশ্বের প্রতীক, যারা বিশ্বের প্রয়োজন দেখায়, আমরা দেখতে পাই, তাঁর ও তাঁর আয়োজনের মাঝখানে তিনি কুশলে প্রেরিতদের রাখলেন, যেন ঐ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটে যায়। বিশ্বের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যীশুর কৌশলের এক রূপক আমরা পড়ছি। লোকদের জন্য ঈশ্বরের অলৌকিক আয়োজন যীশুর কাছ থেকে লোকদের কাছে সরাসরি পৌঁছলো না। ঈশ্বরীয় খাদ্য-সম্ভার যীশুর কাছ থেকে প্রেরিত গণের হস্ত গুলির মাধ্যমে লোকদের কাছে পৌঁছলো! আজও তাঁর পরিকল্পনা তদ্রূপ। পুনরুত্থিত, জীবিত খ্রীষ্ট তাঁর পছন্দসই শিষ্যদের ব্যবহার করেন, যাঁরা তাঁর সত্য ও সুসমাচার তাদের কাছে পৌঁছে দেন, যাদের পরিত্রাণ প্রয়োজন।

এই অলৌকিক কর্মের অনুপ্রাণিত বিবরণ সুস্পষ্টভাবে এক কাহিনী যেখানে লোকেরা, বিভিন্ন স্থান ও বস্তুগুলির গভীরতর মানে রয়েছে। মথি লিখিত সুসমাচারের শেষাংশে এই অলৌকিক কর্ম দ্বারা যীশুর প্রতিনিধিত্ব করার কৌশল দেখা যায়, যেখানে মথি লিখিত সুসমাচারে লিপিবদ্ধ যীশু প্রদত্ত উপায়কে আমরা বলি মহৎ আদেশ (মথি ২৮:১৬-২০)। যখন যীশু প্রায় স্বর্গে উত্থিত হচ্ছিলেন ও এই পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তিনি এই লোকদের আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সারা বিশ্বে যান।

আমরা বলতে পারি, তাঁর স্বর্গারোহণের পরে যীশু ফলোৎপাদক কার্য নির্বাহে শেষ দুটি পদক্ষেপ রাখলেন - মণ্ডলীর ইতিহাসের দুই হাজার বছরের অধিক সময়ের মাধ্যমে তিনি তাঁর শিষ্যদের পরিদর্শন করলেন, যাঁরা তাঁর পক্ষে সারা বিশ্বে যাবেন। বিষয়টির সমাপ্তি টানা যুক্তিযুক্ত,

যেহেতু তাঁদের পরিশ্রমের প্রতি তিনি প্রচুর উৎসাহ দেখালেন। তাঁদের ইতিহাসের প্রথম তিনশো বৎসরে মহা তাড়না চলাকালীন এটি বিশেষভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমরা অনুমান করতে পারি যে তাঁর প্রচেষ্টা অবিরত বজায় আছে, যেহেতু মণ্ডলীর ইতিহাসে সেই তাড়না দুই হাজার বছরের অধিক সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এবং আজও আমাদের বিশ্বের অনেক জায়গায় তাড়না চালানো হচ্ছে। আমরা এটাও অনুমান করতে পারি যে তাঁর যাতনা রয়েছে, যেহেতু মণ্ডলীর ইতিহাসের কয়েকটি ভয়ংকর অধ্যায় লেখা হয়েছে।

আপনার মণ্ডলীকে বুঝে নেওয়ার পক্ষে এটি আমাদের সাহায্য দেয়। মণ্ডলীর ইতিহাসের বিশুদ্ধ অনিবার্য বিষয় আমাদের চোখে ধরা পড়ে, যখন আমরা দেখি, মথি লিখিত সুসমাচারে যীশু তাঁর কৌশল সম্পন্ন করলেন। মণ্ডলী এক মিশনারি প্রতিষ্ঠান! বাহন হওয়ার জন্য মণ্ডলী খ্রীষ্ট দ্বারা পরিকল্পিত ও ক্ষমতা প্রাপ্ত, যার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও সত্য ঘোষিত হয়। এই উদ্দেশ্যে সাধনে এক অবলম্বন রূপে মণ্ডলীর সকল পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও কাজকর্ম যেন দেখা যায়।

এই সত্য সম্বন্ধে মহৎ দৃঢ় বচন হলো প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণ পুস্তক। এক হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করতে যীশু তাঁর মণ্ডলীকে কর্মভার দিলেন; এই আদেশের পরে মথি লিখিত সুসমাচার শেষ হলো। তাঁরা গিয়ে শিষ্য গড়বেন, ঐ শিষ্যদের বাপ্তিস্ম দেবেন এবং যীশু তাঁদের যে সমস্ত বিষয় শিখালেন, সেগুলি নতুন শিষ্যদের শেখাবেন। প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণ পুস্তকে তাঁদের সে সকল কর্মই উল্লিখিত হয়েছে। এই কর্ম সম্পন্ন করতে পঞ্চাশত্তমীর দিনে তাঁরা ঈশ্বরের পরাক্রম স্বরূপ পবিত্র আত্মার আনন্দে বিভোর হলেন, এবং এই মহৎ আদেশ রূপায়ণ দ্বারা মণ্ডলীর জন্ম হলো।

তাঁরা পৃথিবীর সর্বত্র কী ভাবে গেলেন, শিষ্য গঠন করলেন, সেই শিষ্যদের বাপ্তিস্ম দিলেন এবং প্রভুর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা তাদের শেখালেন, সে সকল বিবরণ প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণ ও মণ্ডলীর ইতিহাস থেকে কর্ম সম্পাদনে যীশুর পরিচালন-দক্ষতা আমরা জানতে পারি। আজকের দিনে আমরা, যারা যীশুর মণ্ডলী গড়ার কাজ করছি, এখনও আমাদের প্রতি তাঁর আহ্বান রয়েছে, যেন আমরা যাই, শিষ্য বানাই, বাপ্তিস্ম দিই ও যীশুর শেখানো সকল শিক্ষা তাদের শেখাই।

অধ্যায় ৪

"খ্রীষ্টের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী"

বাইবেলে কোন চরিত্র নেই, যা যোহন বাপ্তাইজকের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই যোহনের চেয়ে কম উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে যীশু বলেছেন ঃ "স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান্ কেহই উৎপন্ন হয় নাই" (মথি ১১:১১; লূক ৭:২৮)।

চারটি সুসমাচারে যোহন বাপ্তাইজকের জীবন অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর

জীবনের তাৎপর্য কী? প্রথমে, তিনি কেবল মহত্তম ভাববাদী ছিলেন না। তিনি সর্বশেষ ভাববাদী ছিলেন। ভাববাদীগণ শুভ বার্তা প্রচার করলেন যে মশীহ আসছেন। আসলে এই ভাববাদী গালীলের পথে হাঁটতে হাঁটতে একটি মানুষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, এবং তাঁর শিষ্যদের বললেন ঃ "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান" (যোহন ১:২৯)। যোহন বাপ্তাইজক মশীহ সম্বন্ধীয় ভাববাদীগণের মধ্যে শেষ ভাববাদী ছিলেন, যিনি আক্ষরিকভাবে মশীহের সঙ্গে ঈশ্বরের লোকদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যীশুর বাপ্তিস্ম

যীশু খ্রীষ্টের জীবনে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে; মথি, মার্ক ও লূক লিখিত সুসমাচারের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে যেগুলির বর্ণনা রয়েছে। এক দিন যোহন বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, যখন লাইনে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তির প্রতি তাঁর দৃষ্টি গেল, মানুষটি তাঁর মত এক যুবক। যীশুকে দেখতে পেয়ে যোহন বললেন ঃ "আপনার দ্বারা আমার বাপ্তিস্ম হওয়া উচিত"। কিন্তু যীশু অনিবার্যরূপে বললেন ঃ "না যোহন, সকল ধার্মিকতা আমাদের সফল করতেই হবে"। সুতরাং যোহন যীশুকে বাপ্তিস্ম দিলেন। যীশুর বাপ্তিস্মের সময় আত্মা এক কপোতের আকারে এসে যীশুর মাথার ওপরে বসলেন, এবং ঈশ্বর পিতা বললেন ঃ "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত" (মথি ৩:১৭)। এই ঘটনার লিখিত বিবরণকে বলা হয় তালিকা, অথবা যোহন বাপ্তাইজকের সাক্ষ্য (মথি ৩:১৭)।

তাঁর বাপ্তিস্ম আজকের দিনে আমাদের বাপ্তিস্মের মত একই প্রকার ছিল না। যীশুর বাপ্তিস্ম খ্রীষ্টের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর অন্যতম ঘটনা। এ ছিল এক অভিষেক, যখন তাঁর তিন বছরের প্রকাশ্য পরিচর্যা শুরু হলো। যখন কোন ব্যক্তি এক দেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন, তাঁকে অভিষেক দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠা দিবসে নতুন রাষ্ট্রপতি এক উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। অভিষেক সহকারে যীশু তাঁর পরিচর্যা শুরু করলেন। পক্ষান্তরে, এই ক্ষেত্রে বক্তা ছিলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, এবং উদ্বোধনী ভাষণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল। সহজভাবে তিনি বললেন ঃ "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত" (৩:১৭)।

যীশুর প্রলোভন

মথি চার অধ্যায়ে যীশুর বাপ্তিস্মের পরে অন্য এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। আত্মা তাঁকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন, যেখানে ৪০ দিন উপবাসের পর তিনি শয়তানের মুখোমুখি হলেন, এবং তিন বার প্রলুব্ধ হলেন। প্রথমে "পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলো রুটি হইয়া যায়। কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে, 'মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে'।" সংক্ষিপ্ত সুসমাচার গুলিতে যীশুর প্রথম তিনটি কথায় বলা হয়েছে ঃ "লেখা আছে" (মথি ৪:৪)।

দ্বিতীয় পরীক্ষা বা প্রলোভন রাখা হলো, যখন দিয়াবল যীশুকে প্রলুব্ধ করলো, শলোমনের মন্দিরের শিখরে যীশুকে দাঁড় করালো, এবং তাঁকে বললো ঃ "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে ঝাঁপ দিয়া পড়, কেননা লেখা আছে, 'তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে" (৬ পদ)।

এখানে আমরা দেখি, শয়তান শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে। সে ভালভাবে বাইবেল জানে, এবং শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা সে বিশ্বাসীদের মনে আঘাত দিতে ভালবাসে, যেন বিশ্বাসীরা বিনষ্ট হয়, অথবা বাক্য শুনে ভয় পায়।

যীশু অবিলম্বে দাবি জানালেন যে মানব বেহ বিশিষ্ট তিনিই ঈশ্বর। যীশুর এই দাবি কীভাবে সকলে বিশ্বাস করলো? শয়তান পরামর্শ দিলো, সেই দাবি প্রমাণ করতে যীশু তাঁর অলৌকিক পরাক্রম প্রয়োগ করলেন। কিন্তু যীশু শয়তানকে জবাব দিলেন ঃ "আবার লেখা আছে, তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না" (৭ পদ)।

তৃতীয় প্রলোভনে শয়তান "জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ দেখাইল, আর তাঁহাকে (যীশুকে) কহিল, তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, 'তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে'" (৮-১০ পদ)।

প্রান্তরে যীশুর প্রলোভনের তাৎপর্য কী? সর্ব প্রথমে আমার বিশ্বাস, যদি এই মুখোমুখি কথোপকথন এড়াতে শয়তানের কোন উপায় থাকতো, সে এই সাক্ষাৎকার এড়িয়ে যেতো। আমাদের বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন যে ঈশ্বরের আত্মা যীশু খ্রীষ্টকে পরিচালিত করছিলেন, যেন তিনি প্রকাশ্যে পরিচর্যার শুরুতে শয়তানের মোকাবিলা করেন। আদর্শের দিক দিয়ে বলা যায়, যীশু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের পক্ষে হিসাব মিলাচ্ছিলেন, এদন উদ্যানে শয়তান দ্বারা যিনি বিধবস্ত হলেন। যীশুর প্রতি প্রথম প্রলোভন অনিবার্যভাবে আদম ও হবার সম্মুখীন হওয়া একই প্রলোভন।

আমাদের নজরে আসে, এদন উদ্যানে সংঘটিত এই প্রলোভনের পুনরাবৃত্তির জবাবে যীশু শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিলেন ঃ "লেখা আছে, মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে" (মথি ৪:৪)। উদ্যানে শয়তান জানতে চাইলো ঃ "ঈশ্বর বলেছেন?" আদম ও হবা অনিবার্যভাবে জবাব দিলেন ঃ "হ্যাঁ, ঈশ্বর বলেছেন"। কথামালা সাজিয়ে শয়তান উত্তর দিলো ঃ "আসলে ঈশ্বর যা বলেছেন, তা সত্যি নয়"। ঈশ্বর আদৌ বলেছেন কি না, এই সার্বিক বিষয় উত্থাপন করার পর ঈশ্বরের কথিত বাক্য সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হলো, হুমকি দেওয়া হলো এবং অমান্য করা হলো।

এই শব্দ ঝংকার কি জনপ্রিয়? ঈশ্বরের লোকদের দীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে এই মন্দ ব্যক্তির রকমারি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কোন বিরাম নেই। আজকের দিনে আমাদের প্রলুব্ধ হওয়ার উপায় সম্পর্কে এই প্রলোভনগুলি বর্ণনামূলক। এটাও পাপের এক সংজ্ঞা। পাপ এমন এক বিষয়, যা আমরা করি বা করি না, যে বিষয় সম্বন্ধে আমরা জানি, ঈশ্বর বলেছেন।

এই প্রথম প্রলোভনের প্রতি যীশুর উত্তর সম্পর্কে অনিবার্য সত্য হলো, যদি আমরা বাঁচতে চাই, ঈশ্বরের বাক্য বাঁচবার পথ আমাদের দেখাবে। আমরা বাইবেল যত বেশি বুঝতে পারবো, জীবন ততোধিক আমাদের বোধগম্য হবে। আমরা যত বেশি জীবন বুঝতে পারবো, আমাদের দ্বারা বাইবেল ততোধিক বোধগম্য ও প্রশংসিত হবে। বাইবেল ও জীবন পরস্পরের প্রতি আলো ছড়ায়। বাইবেলের উদ্দেশ্য হলো, যেন বাঁচবার উপায় আমরা জানতে পারি।

এদন উদ্যানে প্রলোভনের অনিবার্য বিষয় ছিল, প্রথমে তোমরা দেহের প্রয়োজনগুলি মেটাও, এবং ঈশ্বরের আকাঙ্খা অনুযায়ী তোমাদের করণীয় দ্বিতীয়স্থানে রাখো। অন্য কথায়, তোমাদের দেহের প্রয়োজনগুলি মিটে যাওয়ার আলোকে ঈশ্বরের বাক্য তর্জমা করো। ঈশ্বর চাইলেন, তোমাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে দেহের বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পর্কে তর্জমা করো। এক অর্থে, প্রলোভন ছিল ঃ "প্রথমে তোমাদের প্রয়োজন, দ্বিতীয়ত ঈশ্বরের বাক্য"।

যখন প্রস্তরকে রুটীতে পরিণত করতে যীশুকে প্রলুব্ধ করা হলো, প্রলোভন বাক্যে যীশুকে বলা হলো ঃ "তুমি চল্লিশ দিন উপবাস করেছ। প্রথমে দেহের প্রয়োজন মেটাতে তোমার অলৌকিক পরাক্রম প্রয়োগ করো, এবং বাক্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে পরে চিন্তা করবে। যীশু উত্তর দিলেন, প্রথমে বাক্য, পরে অন্যান্য প্রয়োজন।

বাইবেলের বাণী দুটি শব্দে প্রায়শই সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। এই দুটি শব্দ হলো ঃ "প্রথমে ঈশ্বর!" এই তিনটি প্রলোভনের প্রতি যীশুর জবাবগুলি ঐ দুটি শব্দে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। মনে রাখবেন, প্রলোভন পাপ নয়। প্রলোভনে আমাদের সাড়া দান দ্বারা আমরা বিজয়ী হই, অথবা পাপ করি। আজকের দিনে প্রলোভনের প্রতি আমাদের সাড়া দানে "প্রথমে ঈশ্বর" এই দুটি শব্দ প্রয়োগ করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রলোভনে শয়তান শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করলো ও পরামর্শ দিলো যে শলোমনের মন্দিরের চূড়া থেকে মাটিতে ঝাঁপ দিয়ে যীশু তুমি ঈশ্বরের পুত্রের প্রমাণ দাও। এখানে শয়তান চিন্তা আনলো, যীশু তাঁর পতন থেকে অলৌকিক ভাবে রক্ষা পেলে তিনি প্রমাণিত হবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

যীশু পুনরায় শাস্ত্রথেকে জবাব দিলেন, শয়তানকে দেখিয়ে দিলেন, ঈশ্বর আমাদের বলেছেন, আমরা যেন ঈশ্বরকে পরীক্ষা না করি। একটি চমৎকার উপায় আছে, গিদিয়োনের মত আমরা যদি ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার জন্য মেষলোম বাইরে রাখি ও ঈশ্বরকে বলি, যদি কেবল মেষলোমে শিশির পড়ে ও মাটি শুকনো থাকে, তাহলে জানবো, তুমি আমাদের নিস্তারকর্তা (বিচারকর্তৃগণ ৬:৩৭, ৩৮)। যখন আমরা "বিশ্বাসের বিশ্ববিদ্যালয়ে" নাম লেখাই, ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার অধিকার আমাদের থাকে না। যে কোন সময় আমাদের পরীক্ষা করার অধিকার তাঁর আছে, কিন্তু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার অধিকার আমাদের নেই।

তৃতীয় বার শয়তান পরীক্ষার ছলে যীশুকে বললো, পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমি তোমাকে দেব, যদি তুমি আমাকে প্রণাম করো। আমাদের প্রভু পুনরায় সমান্তরালভাবে শাস্ত্র থেকে জবাব দিলেন, প্রথম প্রলোভনে তিনি যেমন জবাব দিয়েছিলেন, তিনি বললেন ঃ "লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে" (মথি ৪:১০)। এখানে ঐ দুটি শব্দ পুনরায় অনিবার্য বিষয় ঃ "প্রথমে ঈশ্বর"! এখানে "কেবল তাঁহারই" এই দুটি শব্দ সম্পূরক রূপে তিনি সংযোজিত করলেন।

আপনার জন্য ও আমার জন্য এই তিনটি প্রলোভনের ব্যক্তিগত প্রয়োগ সুস্পষ্ট। প্রথম প্রয়োগ হলো ঃ "প্রথমে ঈশ্বর!" প্রথমে ঈশ্বরের বাক্য, পরে আমাদের প্রয়োজন। ঈশ্বরকে প্রণাম করুন ও তাঁরই আরাধনা করুন। এই ধরনের সময় আসে, যখন ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার দ্বারা অযথা বিশ্বাস

দেখতে আমরা প্রলুব্ধ হই, আমরা ভুলে যাই, ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।

তৃতীয় বার যীশু শয়তানকে অপদস্ত করার পরে লেখা আছে, "শয়তান যীশুকে ছাড়িয়া গেল," অথবা অল্প সময়ের জন্য সে অন্যত্র গেল। এই শব্দগুলির মানে এক পরাক্রমী, অবিরাম ও নির্দয় শয়তানী হানা আমাদের ত্রাণ কর্তার প্রতি ছিল, যখন তিনি তাঁর জীবনের শেষ তিন বৎসর কাটালেন। এটি বিশেষ ভাবে সত্যি, যখন তিনি শেষ সপ্তাহে পৌঁছলেন, দিন কাটালেন, মরলেন ও আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে পুনরায় মৃত্যুকে জয় করে উঠলেন।

অনেকে জানতে চায়, শয়তানের প্রলোভন গুলির একটিতে কী যীশু প্রলুব্ধ হলেন? যখন যীশু প্রান্তরে প্রলোভনের সম্মুখীন হলেন, পিতা ঈশ্বর কি স্বর্গের অলিন্দ থেকে দেখছিলেন, শ্বাস রুদ্ধ করে জানতে চাইলেন ঃ "আমার বিস্ময় জাগে, যীশু কি প্রলোভন এড়াতে পারবে?" আপনি কি মনে করেন বিষয়টা এই প্রকার ছিল? আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, ঈশ্বর জানতেন, তাঁর পুত্র আমাদের মত হবে না, এবং ঐ প্রলোভন গুলিতে জড়িয়ে যাবে না। যখন যীশু প্রান্তরে প্রলুব্ধ হলেন, তাঁর পতিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সুতরাং তিনি প্রলুব্ধ হলেন কেন? আমাদের জন্য ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রদর্শন অত্যন্ত অনিবার্য ছিল, যেখানে আমাদের পরিত্রাতার জীবন ও পরিচর্যার গোড়াতে আমরা দেখতে পেলাম, তিনি পতিত হন নি। বাইবেলের শেষ পদগুলির একটিতে যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়েছে ঃ "যিনি তোমাদিগকে উছোট খাওয়া হইতে রক্ষা করিতে, এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দোষ অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করিতে পারেন....." (যিহূদা ২৪)। যখন খ্রীষ্ট প্রলুব্ধ হলেন, এবং আমাদের জীবনে ব্যর্থ হন নি, তাহলে কি তিনি আমাদের পতন রোধ করতে পারেন? অবশ্যই তিনি তা পারেন। যদি তাঁর প্রতি আমরা আস্থা রাখি ও তাঁর সঙ্গে চলি, তাহলে পতন থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রলোভন গুলির মোকাবিলা করলেন, এবং আপনাকে ও আমাকে দেখালেন কি ভাবে মন্দ জনের প্রলোভনগুলিতে আমরা সাড়া দিতে পারি। আমাদের প্রত্যেক জনের উদ্দেশ্যে শয়তান নির্দয়ভাবে বলতে চেষ্টা করছে ঃ "প্রথমে দেহের প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করো, আধ্যাত্মিক বিষয় পরে চিন্তা করবে। ঈশ্বর বাদ দিয়ে তোমার জীবনে যে কোন বিষয় রাখো।"

বিষয়টির মহত্তম শত্রু অনেক সময় ভাল বিষয়কে সবার সেরা বলে। এইভাবে ঈশ্বরের সেরা আশীর্বাদ শয়তান আমাদের কাছথেকে হরণ করে। ভাল কাজ করতে সে আমাদের প্রলোভন দেখায়, যেন আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সুরক্ষিত সেরা আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হই। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন, এবং তিনি জানেন, যখন আমরা ঈশ্বরকে প্রথমে রাখি, আমাদের পক্ষে তিনি সেরা উপহার সাধন করেন। তিনি, যেন আমরা তাঁকে প্রথমে স্থান দিই, এবং শয়তানের প্রলোভনগুলিকে পরাস্ত করি।

অধ্যায় ৫

"যীশুর মহত্তম বক্তৃতা"

যীশু অসংখ্য মহৎ বক্তৃতা দিলেন। কয়েকটি চিন্তাধারায়, পর্বতে দত্ত তাঁর উপদেশ মহত্তম উপদেশ বিবেচিত হলো। পর্বতে দত্ত উপদেশটি গোটা বাইবেলের নীতিগত শিক্ষার সারসংক্ষেপ। এটি আবার যীশুর নীতিমূলক ও পারস্পরিক সম্পর্কের সারসংক্ষেপ। যখন আমরা প্রসঙ্গ বিবেচনা করি, যেখানে এই শিক্ষা দেওয়া হলো, আমরা উপলব্ধি করি যে আজকের দিনে বিভিন্ন উপদেশ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-ভাবনার মত এটি এক প্রতীক বিশেষ উপদেশ নয়।

উপদেশের প্রসঙ্গ

যীশুর এই মহৎ উপদেশের সারাংশ বিবেচনা করার আগে উপদেশের প্রসঙ্গ বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাইবেল অধ্যয়নের পক্ষে একটি নিয়ম হলো, প্রসঙ্গ সম্পর্কে শাস্ত্রের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ধ্যানস্থ হতে আমাদের সর্বদা প্রয়াসী হওয়া উচিত। "প্রসঙ্গ" শব্দের মানে "পাঠ্যাংশের সঙ্গে"। সর্বদা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন আমরা কী অধ্যয়ন করছি, ঘটনার আগেকার বিষয়, অথবা কোন পরিস্থিতিতে এই শিক্ষা প্রদত্ত হলো, এবং শিক্ষা দানের পরে কী ঘটলো, অথবা এই মুহূর্তে শাস্ত্রের কোন্ পরিচ্ছেদ আমরা অধ্যয়ন করছি। আমাদের অধ্যয়নের পরিচ্ছেদ তর্জমা করতে প্রসঙ্গ থেকে আমরা সাহায্য পাব।

মথি চার অধ্যায়ের শেষাংশে এই মহৎ শিক্ষার পক্ষে প্রসঙ্গ সম্পর্কে মথির বর্ণনা আমাদের চোখে পড়ে। আমরা পড়ি, যীশু পীড়িতদের সুস্থ করছিলেন, যারা সুস্থ হওয়ার জন্য দূর দূরান্ত থেকে, অনেক নগর, এবং বিভিন্ন দেশ থেকে সফর করে তাঁর কাছে এসেছিল (মথি ৪:২৩-৫:১)।

যখন যীশু অগণিত মানুষ সুস্থ করছিলেন, যারা গালীল সাগরের ঢালু জায়গায় সমবেত হয়েছিল, তিনি কয়েকজন শিষ্যকে আমন্ত্রণ দিলেন, যেন তাঁরা পর্বতমালার উচ্চতর স্থানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যে স্থান গালীল সাগর থেকে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে নিজেকে মেলে ধরেছে (মার্ক ৩:১৩)। এই বিস্তৃত আঙ্গিনায় লোকেরা দুটি দলে বিভক্ত ছিল। পর্বতের পাদদেশে প্রতীক্ষারত লোকদের সমস্যা ছিল। উচ্চতর ভূমিতে যাঁরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা নিদেনপক্ষে সমাধানকারী এবং উত্তর প্রদানকারী হওয়ার আকাঙ্খী ছিলেন। মথি লিখিত সুসমাচারের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে এই আসরে যীশু প্রদত্ত মহৎ বক্তৃতা লিপিবদ্ধ আছে।

এই মহৎ শিক্ষাদানের প্রসঙ্গকে আমি বলি "প্রথম খ্রীষ্টীয় অবসর যাপন।" যখন যীশু এই সমাবেশ সংগঠিত করলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ জানালেন ঃ "তোমরা কি সমস্যার অংশ, অথবা তোমরা সমাধানের অংশ হতে চাও?" এই সমাবেশে যীশু শিষ্যদের নিযুক্ত করলেন, যেন সমস্যায় জর্জরিত লোকদের পক্ষে তাঁরা তাঁর সমাধানকারীর অথবা উত্তর প্রদানকারীর অংশ হতে পারেন।

যীশু অসংখ্য রোগীদের পরিচর্যা করছিলেন, এবং তিনি জানতেন, এক দেহ নিয়ে, নিছক

এক মানুষ হিসেবে তিনি স্বয়ং কখনও সব ধরনের সমস্যা সমাধান করতে পারতেন না, যদিও তিনি মানব-দেহে ঈশ্বর ছিলেন, ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। সুতরাং তিনি বিশ্লেষণ করলেন। পরে প্রথম খ্রীষ্টীয় অবসর যাপন তিনি সংগঠিত করলেন। মার্কের বক্তব্য অনুসারে উচ্চতর ভূমিতে আয়োজিত এই সমাবেশ শুধুমাত্র আমন্ত্রিত জনদের উপস্থিতি ছিল (মার্ক ৩:১৩)।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষাংশে আমরা পড়ি যে এক ভীতিমূলক আমন্ত্রণ জানিয়ে যীশু সেই সম্মেলন শেষ করলেন। আমি নিশ্চিত, যখন তিনি সেই আমন্ত্রণ দিলেন, তিনি কেবল বারো জনের সাড়া পেলেন। এই তথ্যের বুনিয়াদে আমার নিশ্চয়তা জাগে যে এই ঘটনার অব্যবহিত পরে যীশু পর্বত থেকে নামলেন ও বারোজন প্রেরিতকে কর্মভার দিলেন। আমার বিশ্বাস, প্রথম খ্রীষ্টীয় অবসর যাপনের সময় যীশু তাঁর বারোজন প্রেরিতকে কর্মে নিযুক্ত করলেন।

উপদেশের সারমর্ম

কয়েকটি চমৎকার মনোভাব ('পরম সুখ') জানিয়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, যেগুলির দ্বারা পর্বতের পাদদেশে প্রতীক্ষারত মানুষদের সমস্যা সমাধানে তাঁরা তাঁদের ভূমিকা পালন করতে পারবেন (৫:৩-১২)। এই আটটি মনোভাব অথবা গুণ যীশুর এক শিষ্যের মনস্কতা জানায়। যীশুর শিক্ষা অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আমাদের অবলোকন আলোয় পরিপূর্ণ জীবন ও অমানিশাপূর্ণ জীবনের মাঝে পার্থক্য দেখায় (মথি ৬:২২, ২৩)।

পরম সুখ ঃ কয়েকটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ

এই আটটি দৃষ্টিনন্দন পরম সুখ উপদেশের সারমর্ম, এবং এই শিক্ষার অবশিষ্টাংশ উপদেশ অনুযায়ী তাঁর প্রয়োগ। সেরা শিক্ষকগণ ও প্রচারকগণ তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী সত্য-তত্ত্ব শিক্ষা দিতে তাঁদের শিক্ষাদান ও প্রচারের সময়ের শতকরা ক্ষুদ্র অংশ ব্যয় করেন, এবং সেই সত্যের বর্ণনা ও প্রয়োগ করতে বিপুল হারে তাঁদের সময় ব্যয় করেন। এই উপদেশে আমাদের জন্য যীশু এই পদ্ধতির নমুনা দেখালেন, যখন সত্য উপস্থাপন করতে শতকরা ক্ষুদ্র হারে তিনি তাঁর সময় ব্যয় করলেন, যেখানে তিনি শিক্ষা দিলেন বা পরম সুখ উপস্থাপন করলেন, এবং ঐ পরম সুখগুলির বর্ণনা দিতে তিনি তাঁর বিপুল সময় ব্যয় করলেন।

এই উপদেশের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে, যদি কেউ খ্রীষ্টের অনুগামী অর্থাৎ এক খ্রীষ্টীয়ান হয়, সে সংকটে জড়িয়ে পড়ে। খ্রীষ্টীয়ান হলে তার চরিত্রে চমৎকার পরম সুখগুলি দেখা যায়। চারটি রূপক উপমা পরম সুখগুলির অনুবর্তী হয়, যথা ঃ লবণ, দীপ্তি, নগর ও প্রদীপ। যখন খ্রীষ্টীয়ান সর্বসাধারণের সংস্কৃতিতে জড়িত থাকে, তখন এই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণিত হয়। অনিবার্য বিষয় হলো, "আপনি কি সমস্যার অংশীদার, অথবা যীশুর সঙ্গে এক সমাধানকারী? আপনি তাঁর উত্তরগুলির একটি, অথবা আপনি এখনও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন?

চতুর্থ ও পঞ্চম পরম সুখের মাঝে এক কাল্পনিক "আধ্যাত্মিক বিভক্তকারী পথ" রয়েছে। শাস্ত্রের সর্বত্র এক নমুনা নির্গত হয়, যখন ঈশ্বর তাঁর কর্মের পক্ষে নেতাদের নিযুক্ত করেন। ঐ নেতাদের মধ্যে আমরা "আগত অভিজ্ঞতা" ও "বহির্গত অভিজ্ঞতা" দেখতে পাই। ঈশ্বরের পক্ষে ফলবন্ত গমনের আগে তাঁরা ঈশ্বরের কাছে অর্থপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আসেন। ঈশ্বরের পক্ষে কর্মী

হওয়ার আগে তাঁরা ঈশ্বরের আরাধনাকারী হন। প্রথম চারটি পরমসুখ বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপন করে, যেগুলি ঈশ্বরের কাছে এসে শেখা হয়, এবং দ্বিতীয় চারটি পরমসুখ বৈশিষ্ট্যগুলি জানায়, ঈশ্বরের পক্ষে যাওয়ার জন্য যেগুলি আমাদের শিখতেই হয়।

নিঃসঙ্গ জীবনে প্রতিভা বিকশিত হতে পারে, কিন্তু মানবিকতার আলোকধারায় অথবা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকাকালীন চরিত্র উন্নত হয়। প্রথম চারটি পরমসুখ পর্বত-শিখরে বিকশিত হলো, অথবা পরবর্তীকালে যীশুর বর্ণনা অনুযায়ী ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের "ঘনিষ্ঠ" অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত হলো (মথি ৬:৬)। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রথম চারটি পরমসুখে আমরা সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি, কিন্তু দ্বিতীয় চারটি পরমসুখ মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রেখে অবশ্যই শিখতে ও উন্নত করতে হবে।

পরমসুখ গুলি আবার দ্বিগুণ পরম সুখের চারটি অংশে বিভক্ত হয়, যথা ঃ আত্মায় দীনহীন, যারা শোক করে; মৃদুশীল, যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত; দয়াশীল, যারা নির্মলান্তঃকরণ; শান্তি স্থাপনকারী, যারা যাতনাগ্রস্ত। প্রত্যেক জোড়া পরমসুখে এক আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, যীশুর সমাধানের অংশ ও তাঁর উত্তরগুলির একটি উত্তর হওয়ার আগে যীশুর প্রত্যেক শিষ্যকে এই অন্তর্দৃষ্টি শিখতেই হবে।

প্রথম দুটি পরমসুখ যে কোন শিষ্যকে বলতে শেখায় ঃ "এই কাজ আমি করতে পারি না, কিন্তু তিনি করতে পারেন," অথবা "তাঁকে বাদ দিয়ে আমি কোন কিছু করতে পারি না।" দ্বিতীয় জোড়া পরমসুখ শিষ্যের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি আনে, যথা ঃ "এটি আমার ইচ্ছার বিষয় নয়, কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিষয়।" তৃতীয় জোড়া পরমসুখ এই আধ্যাত্মিক রহস্য প্রকাশ করে, যথা ঃ "এতে আমার বিষয় বা আমার পরিচয় নয়, কিন্তু তাঁর বিষয় ও তাঁর পরিচয় থাকে।" চতুর্থ জোড়া পরমসুখ এই পরমসুখ গুলির পরিণতি সাক্ষ্য দেয় ও স্বীকার করে ঃ "এতে আমার কৃত কর্ম নয়, কিন্তু তাঁর কৃত কর্ম ছিল।"

পরিশেষে, পরম সুখগুলি পর্বতে আরোহণের মত। পর্বতের খানিকটা পথে প্রথমটি আমাদের নিয়ে যায়, দ্বিতীয়টি কিঞ্চিৎ দূরে আমাদের তুলে ধরে, মৃদুশীলতায় পথের ৩/৪ ভাগ ঊর্ধে আমরা চলে যাই, এবং ধার্মিকতার জন্য আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পর্বতের শিখরে আমাদের নিয়ে যায়। এই "আরোহণ" পরম সুখগুলি আগামী পরম সুখ।

প্রত্যেক অবসর যাপনে অন্তিম লগ্ন আসে, এবং যোগদানকারী সকলকে পর্বতশৃঙ্গ থেকে নেমে যেতে হয়। পথে গমনের পরম সুখগুলি পর্বতের ওপরে পুনরায় আমাদের নিয়ে যায়। যখন কোন এক শিষ্য ঈশ্বরের ধার্মিকতায় পূর্ণ হয়, তার চেহারা কেমন হয়? এই আকৃতির শিষ্যেরা কি বিধিসম্মত আত্ম-ধার্মিক ফরীশীদের মত? না, আমরা পড়ি, তারা দয়াশীল এবং নির্মলান্তঃকরণ বিশিষ্ট দয়াশীল। যারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে দয়াশীল হয়, তারা পর্বত থেকে নেমে অসংখ্য আর্ত মানুষের রকমারি সমস্যায় ঈশ্বরীয় সমাধানের অংশ হয়। যখন শিষ্যেরা শান্তি-স্থাপনকর্তা হয়, যাঁরা যাতনাগ্রস্থ হয়েছিলেন, আমরা জানি, পর্বত থেকে নেমে তাঁরা পুনরায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন।

বিভিন্ন পরমসুখ ঃ কয়েকটি ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ

"ধন্য, যাহারা আত্মাতে দীনহীন।"

আত্মায় দীনহীন হওয়া আমাদের প্রতি সঠিক মনোভাব। এই মনোভাব এক উপলব্ধি, অর্থাৎ আমাদের দ্বারা আমরা কখনও ঈশ্বরীয় সমাধান হতে পারবো না। রাজার অধীনে আমাদের থাকতেই হবে, যিনি একমাত্র সমাধান। এটাই প্রথম মনোভাব, যা আমাদের থাকা চাই, যদি মানুষের প্রয়োজনে আমরা ঈশ্বরের সমাধান হতে চাই, এবং যীশু তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে এই সমাধান চান। আত্মায় দীনহীন রূপে অনুগ্রহের পর্যায় একটি শব্দে বর্ণিত হলো ঃ "নম্রতা"।

"ধন্য যাহারা শোক করে"

দ্বিতীয় চমৎকার মনোভাব হলো, "ধন্য, যাহারা শোক করে" (৫:৪)। দ্বিতীয় পরম সুখের প্রাথমিক তর্জমা ও প্রয়োগ হলো, পর্বতের তলদেশে বাসকারী অসংখ্য মানুষের সকল সমস্যায় আমরা কখনও যীশুর সমাধান ও উত্তরের অংশ হতে পারবো না, যদি আমরা কখনও কষ্ট না পাই। এই পরম সুখের আর একটি সম্ভাব্য তর্জমা ও প্রয়োগ হলো, আমরা শোকার্ত হই, যখন আত্মায় দীনহীনতা সম্বন্ধে শিখি, অথবা তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা কোন কিছু করতে পারি না।

"ধন্য যাহারা মৃদুশীল"

সম্ভবত বাইবেলে উল্লিখিত 'মৃদুশীলতা', অত্যন্ত ভুল অর্থ করা এক ধারণা। এর মানে দুর্বলতা নয়, কিন্তু নম্রতা। এক বন্য, শক্তিশালী, কিন্তু অদম্য ঘোড়া সম্বন্ধে ভাবুন, - এক শক্তিশালী পশু, যার মুখে কোনদিন লাগাম পরানো হয় নি, মস্তক সাজানো হয় নি, অথবা পিঠে ভার চাপানো হয় নি। এই পশুর সকল শক্তি অনিয়ন্ত্রিত থাকে। যখন এই পশু অবশেষে লাগামের বশীভূত হয়, এবং মাথার সাজসজ্জা ও পিঠের বোঝা বহন করার শৃঙ্খলা গ্রহণ করে, তখন বাইবেল-সংগত শব্দ "মৃদুশীলতার" মানের পক্ষে সেই পশু এক রূপক উপমা হয়।

যীশু দাবি করলেন, তিনি মৃদুশীল ছিলেন (মথি ১১:২৮ - ৩০)। যখন তিনি এই দাবি জানালেন, তিনি একই বিষয় বলেছিলেন, যখন তিনি অন্য দাবি জানালেন। পিতা সম্পর্কিত কথায় তিনি বললেন ঃ "কেননা আমি সর্বদা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করি" (যোহন ৮:২৯)। যীশু যোঁয়ালি বহন করলেন, অথবা তাঁর পিতার ইচ্ছার নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে নিলেন। এই বশ্যতায় তিনি মৃদুশীল হলেন। এই পরম সুখে যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন, এই পৃথিবীতে আমরা তখনই তাঁর সমাধান ও উত্তরের অংশ হতে পারবো, যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের "আকাঙ্খা" সমর্পণ করবো, এবং আমাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্খাগুলির ঊর্ধে আমাদের জীবন ও পরিচর্যার পক্ষে তাঁর ইচ্ছার নিয়মানুবর্তিতা গ্রহণ করবো।

"ধন্য, যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত"

এই পরম সুখের মানে এই নয় যে আমরা ধার্মিকতা ছাড়া আনন্দ লাভের আশায় ক্ষুধিত ও তৃষিত হবো না। সত্য সম্পর্কে এই উপদেশে জোরালো ভাব লক্ষ্য করুন, অর্থাৎ তাঁর শিষ্যদের

ধার্মিক হতেই হবে। এই পরম সুখের সঙ্গে তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ্যে এক আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন, ধার্মিকতার জন্য যারা, যাতনাগ্রস্ত হয়;এক জন শিষ্যের প্রথম অগ্রগণ্যতায় অবশ্যই ধার্মিকতা থাকবে, এবং তাঁর শিষ্যদের ধার্মিকতা অধ্যাপক ও ফরীশীদের ধার্মিকতা অতিক্রম করবে (৫:১০, ২০; ৬:৩৩)।

"ধন্য যাহারা দয়াশীল"

"দয়াশীল" শব্দের মানে "নিঃশর্ত প্রেম"। ঈশ্বরের উজাড় করা ভালবাসায় পরিপূর্ণ লোকেরা ধন্য বিষয়টা এই পরম সুখের এক সুন্দর ভাষান্তর হবে। যদি আপনি পর্বত-শৃঙ্গ থেকে নেমে সমস্যা-জর্জরিত লোক জনদের পক্ষে সমাধানের অংশ হতে চান, তাহলে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেমে পরিপূর্ণ হতেই হবে। ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ হওয়া বিষয়টা ঈশ্বরের প্রেমে পরিপূর্ণ হওয়ার সমার্থক।

"ধন্য, যাহারা নির্মলান্তঃকরণ"

এই পরম সুখে "নির্মল" শব্দটি আসলে এক গ্রীক শব্দ। এই গ্রীক শব্দ "catheterized" এর পক্ষে আমরা "নির্মল" শব্দ পেয়েছি। মনোভাবটির অনিবার্য বিষয় হলো, যখন ঈশ্বরের নিঃশর্ত প্রেমে কোন শিষ্য প্রেম করে, তার হৃদয় থেকে যে কোন স্বার্থসিদ্ধির বাসনা নিরসন হবে।

"ধন্য, যাহারা মিলন করিয়া দেয়"

এক শান্তিস্থাপক এক পুনর্মিলনকারী। পর্বতের তলদেশ মৌলিক সমস্যা হলো বিচ্ছিন্নতা। মানুষের অনেক সমস্যা রয়েছে, যেগুলি ঈশ্বর ও তাদের পরিমণ্ডলে বাস কারী প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাদের মূল বিচ্ছিন্নতা দ্বারা উদ্ভূত হয়। এই কারণে সেই সমাবেশে যীশু তাঁর শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন তাঁরা পুনর্মিলনকারীর প্রতিনিধিত্ব করে। পৌলের বক্তব্য অনুসারে যীশুর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে সমর্পিত মিশনের উদ্দেশ্য হলো সংবাদ ও পুনর্মিলনের পরিচর্যা। আমাদের যেতে হবে ও অনিবার্যভাবে লোকদের বলতে হবে ঃ "ঈশ্বর যেন আমাদের দ্বারা নিবেদন করিতেছেন, আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও" (২ করিন্থীয় ৫:২০)।

"ধন্য, যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে"

আপনি চিন্তা করবেন, যদি আমাদের আজকের দুনিয়াতে এই ধরনের চমৎকার পরম সুখী মানুষজন থাকতো, তাহলে এই পৃথিবীর লোকদের দ্বারা তারা প্রশংসিত বতো। পক্ষান্তরে, আটটি পরম সুখ আমাদের জানায় যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁদের চমৎকার মনোভাব থাকার দরুন যাতনাগ্রস্ত হয়।

এই মনোভাববিশিষ্ট শিষ্যেরা যথোচিত আদর্শ সহকারে মানুষের মুখোমুখি হয়। যখন লোকেরা এই আদর্শ মোকাবিলা জানতে পারে, তারা অসংগত মনোভাবগুলি স্বীকার করে ও ধন্য হওয়ার মনোভাবগুলির জানার উপায় শিখে নেয়, অথবা চমৎকার মনোভাব নিয়ে শিষ্যদের প্রতি হামলা করে। দুই হাজারের বেশি সময় যাবৎ তারা দ্বিতীয় সুযোগের অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে।

পুনর্মিলনের দূত সেখানে যায়, যেখানে বিবাদ থাকে, এবং সেই স্থান অনেক সময় মারাত্মক

বিপদের স্থান হয়। যীশুর প্রকৃত শিষ্যেরা সর্বদা এবং আজও পুনর্মিলনের পরিচর্যার জন্য জীবন দিচ্ছে। নিবেদিত শিষ্যেরা তাদের ঘরে, মণ্ডলীতে, প্রতিবেশীদের কাছে, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে এবং তাদের কর্মস্থলে শান্তিস্থাপন-পরিচর্যা সম্পন্ন করে।

অধ্যায় ৬

"উপদেশের প্রয়োগ"

চারটি গভীর রূপকযুক্ত খ্রীষ্ট-সদৃশ চরিত্রের জীবন যীশুতে দেখা গেল, অর্থাৎ তিনি দেখলেন কী ঘটে, যখন বিধর্মী সংস্কৃতিতে এই চরিত্রের প্রভাব পড়ে। তিনি তাঁর শিষ্যদের শেখালেন, তোমরা পৃথিবীর লবণ, জগতের দীপ্তি, পর্বতের ওপরে স্থিত এক নগর, যা লুকিয়ে রাখা যায় না, এবং দীপাধারে রাখা প্রদীপ (মথি ৫:১৩-১৬)। এই চারটি রূপক উপমা দিয়ে উপদেশের প্রয়োগ শুরু হয়। একের পর এক এই রূপকগুলি বিবেচনা করা যাক্ ঃ

"তোমরা পৃথিবীর লবণ"

এই রূপকের এক সুস্পষ্ট তর্জমা ও প্রয়োগ সেই তথ্যে সম্পর্কিত, কেননা ঐ দিনগুলিতে মাংস সংরক্ষিত রাখতে লবণ একমাত্র উপায় ছিল। যীশু বলেছিলেন, খারাপ মাংসের মত বিশ্ব পচে যাচ্ছে ও তাঁর শিষ্যেরা ছিলেন "লবণ", যে লবণ নৈতিক ও আত্মিক পচন থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবে। মূল ভাষায় বলা হয়, "তোমরা, কেবল তোমরা পৃথিবীর লবণ"।

এই রূপকের আর একটি সম্ভাব্য তর্জমা হলো, কোন জীবিত প্রাণী লবণ ছাড়া বাঁচতে পারে না। এই তর্জমা অনুসারে যীশু অনিবার্যভাবে তাঁর শিষ্যদের বলছিলেন ঃ "পর্বতের তলদেশের লোকদের জীবন নেই। কিন্তু যদি তোমরা এই আটটি মনোভাব নিয়ে জীবন যাপন করো, তাহলে তোমরা বাহন হবে, যার মাধ্যমে ঐ লোকেরা জীবন খুঁজে পাবে"।

"তোমরা জগতের দীপ্তি"

যখন যীশু গণনাতীত লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, যে কোন বিষয় অপেক্ষা অধিক সমবেদনায় তাঁর চিত্ত বিচলিত হলো, কেননা ঐ লোকেরা পালক বিহীন মেষপালের মত ছিল। তারা তাদের দক্ষিণ হস্ত থেকে বাম হস্তের কর্ম জানতো না। যেহেতু তোমরা যা জানো, তা তারা জানে না, তাই তোমরা তাদের দীপ্তি হবে, যা তাদের প্রয়োজন। পুনরায়, মূল ভাষায় বলা হয় ঃ "তোমরা, কেবল তোমরা জগতের দীপ্তি"।

"দীপাধারে একটি প্রদীপ"

এই রূপকে যীশু অনিবার্যভাবে বলছিলেন ঃ "আমার সমাধান গুলির একটিতে তোমার রূপায়িত হওয়ার আগে তুমি নিবে যাওয়া প্রদীপের মত ছিলে, কিন্তু এখন আমার শিষ্যদের মধ্যে

অন্যতম শিষ্য হয়ে তুমি নবজন্ম জেনেছ, তোমার প্রদীপ জ্বলেছে। যখনই আমি একটি প্রদীপ জ্বালাই, একটি দীপাধার আমি খুঁজে বেড়াই, যেন সুকৌশলে সেই প্রদীপ রাখতে পারি"। যীশু বলছেন ঃ "দীপাধারে তুমি একটি প্রদীপ"।

"পর্বতের ওপরে স্থিত এক নগর"

চতুর্থ রূপক হলো পর্বতের ওপরে স্থিত এক নগর, যা লুকিয়ে রাখা যায় না। যদি আমাদের জীবনে আটটি পরম সুখ থাকে, তাহলে খ্রীষ্টের পক্ষে আমাদের সাক্ষ্য গোপন থাকবে না। যীশু খ্রীষ্টের এক গোপন শিষ্য হিসেবে কোন কিছু নেই।

"বেড়ার খুঁটির ওপরে এক কচ্ছপ"

আপনি কি কখনও বেড়ার খুঁটির ওপরে এক কচ্ছপ দেখেছেন? যখনই বেড়ার খুঁটির ওপরে এক কচ্ছপের দিকে আপনার নজর যাবে, সেই কচ্ছপ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত জানবেন, কেউ তাকে সেখানে রেখেছে, কারণ কচ্ছপ কখনও বেড়ার খুঁটির ওপরে উঠতে পারে না। যীশুর দ্বারা সুকৌশলে স্থাপিত প্রত্যেক শিষ্য অনুভব করুক যে সে বেড়ার খুঁটির ওপরে স্থাপিত এক কচ্ছপের মত। আমরা আমাদের চারপাশে চোখ রাখবো, উপলব্ধি করবো, পৃথিবীর কোথায় সুকৌশলে আমাদের রাখা হয়েছে, দীপাধারে প্রদীপ এবং পর্বতের ওপরে নগর রূপকগুলি চিন্তা করবো ও বলবো, "আজ আমি যেখানে আছি, সেখানে জীবিত, পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট আমাকে রেখেছেন, যেন অভাবগ্রস্ত পৃথিবীর সমস্যা গুলিতে আমি সমাধানের অংশ হতে পারি"।

অধ্যায় ৭

প্রয়োগ অব্যাহত

এই কথোপকথনের অত্যন্ত জটিল অংশে যীশু তাঁর উপদেশের প্রয়োগ অব্যাহত রাখলেন (৫:১৭-৪৮)। দুটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি দিয়ে তিনি তাঁর প্রয়োগের এই অংশ শুরু করলেন ঃ প্রথমত তিনি ব্যবস্থা বিলোপ করতে আসেন নি, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থা পূর্ণ করতে এসেছেন। তাঁর দ্বিতীয় উক্তির অনিবার্য উপাদান হলো, যদি অধ্যাপক ও ফরীশীদের ধার্মিকতা অপেক্ষা তাঁর শিষ্যদের ধার্মিকতা অধিক না হয়, তাহলে তাঁর শিক্ষা তাঁরা আসলে বুঝতে পারেন নি (১৭-২০ পদ)।

লক্ষ্য করুন, পঞ্চম অধ্যায়ের এই দীর্ঘ পরিচ্ছেদে যীশু ছয় বার বলেছেন ঃ "উক্ত হইয়াছিল ..... কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি" (মথি ৫:২১-৪৮)। অধিকাংশ সময় যীশু উদ্ধৃতি দিলেন, "তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল," তিনি মোশির বক্তব্য নয়, কিন্তু অধ্যাপক ফরীশীদের কথা বলেছিলেন। তিনি উদ্ধৃতি দিলেন যেগুলো তাঁরা শেখালেন, সেগুলো আসলে মোশির শিক্ষা ছিল না, অথবা ঈশ্বরের বাক্য ছিল না। যখন তিনি মোশির শিক্ষা থেকে কোন বিষয় উল্লেখ করলেন, মোশির তর্জমা নিয়ে তাদের প্রয়োগ পদ্ধতির সঙ্গে তিনি অসম্মত রইলেন।

এই শিক্ষার নির্যাস হলো ঃ "যীশু বললেন, আমি যা কিছু শেখাই, ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে সে বিষয়ের সংগতি রয়েছে। পক্ষান্তরে, অধ্যাপক ও ফরীশীদের শিক্ষা ও পরম্পরার সঙ্গে আমার শিক্ষার মিল নেই"। যীশু তাঁর মহত্তম বক্তৃতার এই অংশে ধর্মীয় নেতাদের শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। তাঁদের শিক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে যীশুর চ্যালেঞ্জ বহাল রইল, যত দিন না তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে তাঁর সঙ্গে তাঁদের সহাবস্থান সম্ভব হলো না, এবং তাঁরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করলেন।

শাস্ত্রীয় বচনের উদ্দেশ্য

যীশু এবং ধর্মীয় নেতাগণ যেভাবে শাস্ত্রীয় বচন তর্জমা ও প্রয়োগ করলেন, তার মাঝে মৌলিক পার্থক্য ছিল, অর্থাৎ লোকদের জীবনের উদ্দেশে ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রয়োগ করার আগে ঈশ্বরের প্রেমের "স্বচ্ছতার" মাধ্যমে যীশু ঈশ্বরের ব্যবস্থা। অন্য দিকে, অধ্যাপক ও ফরীশীরা যখন ঈশ্বরের ব্যবস্থা শিক্ষা দিলেন, তাঁরা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি, কিংবা মনে রাখেন নি, অথবা ব্যবস্থার অভিপ্রায় জানতেন না, যখন সিনয় পর্বতে মোশির কাছে ব্যবস্থা দত্ত হয়েছিল, যা ঈশ্বরের প্রজাদের সম্পূর্ণ কল্যাণকারী ছিল।

ঈশ্বরের ব্যবস্থা তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের প্রেমের এক অভিব্যক্তি ছিল। সুস্পষ্টভাবে যীশু শাস্ত্রের সেই উদ্দেশ্যের দৃষ্টিভঙ্গী হারান নি। এই অনিবার্য উপাদান সম্পর্কে যীশু তাঁর শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ জানালেন, যিনি তাঁর সেই প্রেম শেখেন, এবং পর্বতের তলদেশে অসংখ্য মানুষের মাঝে ফিরে গিয়ে বিষয়টা কোন দিন ভুলে না যান। যীশু তাঁর শিষ্যদের শেখাচ্ছিলেন, যেন ঈশ্বরের লোকদের জীবনে ঈশ্বরের ব্যবস্থা প্রয়োগ করার উপায় তাঁরা অবশ্যই শেখেন, যদি তাঁরা জগতের দীপ্তি হতে চান।

সম্পর্কিত ধার্মিকতা (২১-৪৮ পদ)

এক শিষ্যের জীবনে শাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে এই উক্তিগুলি বলার পরে তাঁদের সম্পর্কিত মানুষদের জীবনে যীশুর শিক্ষা প্রয়োগ করার উপায় যীশু তাঁর শিষ্যদের দেখালেন। প্রথম সম্পর্কে তাঁদের ভ্রাতা অথবা সতীর্থ শিষ্যদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক রক্ষা সম্বন্ধে তিনি উদ্যোগী হতে বললেন। এ সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষা শোনা বিশেষ প্রয়োজন, কেননা কোন কোন সময় "প্রথমে ঈশ্বর" অগ্রগণ্য নন, কিন্তু "প্রথমে তোমার ভ্রাতা, পরে ঈশ্বর"। এই অগ্রগণ্যতা জোরালো ভাবে আমাদের দেখায় যে আমাদের সহ-বিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের সম্পর্ক বিষয়টাতে যীশু কতখানি মূল্য আরোপ করেন। আমরা বিশ্ব জয় করতে পারি না, যদি আমরা পরস্পরকে হারাই।

বিরোধিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার উপায় যীশু তাঁদের শেখালেন। অত্যন্ত প্রতিযোগিতা মূলক পৃথিবীতে আমরা বাস করি। আমাদের বিরোধী আমাদের প্রতিযোগী বা আমার বিপক্ষ (২৫, ২৬ পদ)। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি কথা বললেন (২৭-৩০ পদ)। (যেহেতু পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন নির্দেশ ছিল না, সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, ঐ সময় পুরুষদের অবসর যাপন চলছিল)। এই শিক্ষা সম্পর্কে অনেকে ভুল বোঝে। তিনি এই শিক্ষা দিলেন না যে ব্যভিচার সম্বন্ধে চিন্তা করা আসলে ব্যভিচার করার মত ভয়ঙ্কর নয়। আমাদের জন্য নির্দেশনা হলো, আমরা যেন প্রলোভনের সংগ্রামে বিজয়ী হই, যখন প্রলোভনের প্রতি আমাদের নজর যায় ও

আমরা চিন্তা করি।

এবারে তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে যীশু কথা বললেন (৩১-৩২ পদ)। তিনি শিক্ষা দিলেন, তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক স্থায়ী হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষায় এই নির্দেশনা সম্পর্কিত করুন। আজকের দিনে ব্যাপক বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ হলো বিশ্বাসঘাতকতা। যখন ব্যাপক বিবাহ-বিচ্ছেদ থাকে, পরিবারগুলি ছন্নছাড়া হয় ও সন্তানরা কষ্ট পায়। "পর্বতের তলভূমিতে" অত্যধিক বেদনা ও যাতনার কারণ হলো প্রলোভনের সংগ্রামে লোকেরা পরাস্ত হচ্ছে, অথচ এর ভয়ংকরতা সম্বন্ধে যীশু উপরোক্ত ২৭-৩০ পদে সতর্ক-বার্তা উচ্চারণ করলেন।

কোন বিষয়ে শপথ না রাখতেও তাঁরা নির্দেশিত হলেন, ফরীশীরা যেমন করছিলেন। শিষ্যদের প্রতি যীশু বললেন, তোমরা যখন "হ্যাঁ" বলো, তোমাদের কাজ তেমনই হোক্, এবং যখন তোমরা "না" বলো, তোমাদের আচরণে তার প্রমাণ থাকুক। তোমরা কেবল বাক্যের (বাইবেলের) লোক নও, কিন্তু তোমাদের কথার অনুরূপ মানুষ হও, যেন কথার খেলাপ না হয় (৩৩-৩৭)।

চরম নীতি (৩৩-৪৮)

যীশু তাঁর নীতিমূলক সকল শিক্ষা থেকে আমাদের উদ্দেশে চরম নীতি জানিয়ে প্রয়োগ করার এই দীর্ঘ পরিচ্ছেদটি শেষ করলেন। যীশুর এই উপসংহার মূলক শিক্ষা যে কোন ধর্মীয় শিক্ষার শীর্ষতম নীতি উপস্থাপন করে। প্রেরিতদের মৃত্যুতে, এবং মণ্ডলী সম্বন্ধীয় ইতিহাস জুড়ে কোটি কোটি শিষ্য দের পক্ষে এই শিষা এক অনিবার্য বিষয় হয়ে রয়েছে। এই পদগুলিও যীশুর দুর্বোধ্য শিষ্য রূপে বিবেচিত। তাঁর অত্যন্ত দুর্বোধ্য উক্তিগুলির দুটি উক্তিতে তিনি বলেছেন, আমাদের প্রতি মন্দ আচরণকারীদের আমরা যেন প্রতিরোধ না করি, এবং আমাদের শত্রুদের প্রেম করি।

মনে রাখবেন, পর্বতের তলভূমিতে মিশ্র জনতার উদ্দেশে যীশু এই নীতিকথা শিক্ষা দেন নি। পর্বত-শিখরে তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতি এই উপদেশ দিলেন। তাঁর শিষ্যেরা এমন মানুষ ছিলেন, যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করতে, এমন কি তাঁর পক্ষে মরতেও তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন (লূক ৯:২৩-২৫; ১৪:২৫-৩৫)। তিনি বিষয়টা তাঁদের প্রতি পরিষ্কারভাবে বললেন, যাঁরা তাঁর শিষ্য রূপে সাক্ষ্য দিলেন, তাঁর অনুসারী হিসেবে তাঁদের নিজ নিজ ক্রুশ বহন করতে হলো। যখন যীশু বলেছিলেন ঃ "মন্দের প্রতিরোধ করিও না", এবং "তোমাদের শত্রুদের প্রেম করিও", তিনি সহজভাবে তাঁদের বলছিলেন কখন্, কীভাবে এবং কেন তিনি তাঁদের মরণ দেখতে চাইলেন।

১২২০ বৎসরের আশপাশে "পবিত্র যুদ্ধ" চলাকালীন অ্যাসিসির ফ্রান্সিস এক তুর্কীর সেবা করছিলেন, যিনি আহত হয়েছিলেন। অশ্বারোহী এক ধর্মযোদ্ধা ফ্রান্সিস ও আহত তুর্কীর প্রতি নজর দিয়ে বললেন "ফ্রান্সিস, যদি এই তুর্কী সুস্থ হয়ে ওঠে, সে তোমাকে হত্যা করবে"। ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন, "ভালই তো, সে তাহলে আমাকে হত্যা করার আগে খ্রীষ্টের প্রেম জানতে পারবে"।

এই পরিচ্ছেদের মধ্যস্থলে যীশু জানতে চাইলেন ঃ "অন্যদের চেয়ে তোমাদের ধর্ম কী ধরনের অধিক?" (৪৭ পদ)। এই উপদেশ জুড়ে যীশু অনিবার্যভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ "এক শিষ্য হিসেবে তোমাকে পার্থক্য দেখাতেই হবে"। যীশুর এই প্রশ্নের একটি অনুবাদে এই ভাবে বলা

হয়েছে ঃ "যারা তোমাকে ভালবাসে, যদি তুমি তাদের ভালবসো, তাহলে তুমি কেমন অনুগ্রহ অনুশীলন করো? যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের ভালবাসলে সেখানে কোন অনুগ্রহ থাকে না"।

নূতন নিয়মের মণ্ডলীতে অনুগ্রহ ছিল, পঞ্চাশত্তমীর দিনে যে অনুগ্রহ তাঁরা পেয়েছিলেন (প্রেরিত ২)। এই অনুগ্রহ নূতন নিয়মের মণ্ডলীর লোকদের নজর কাড়া অন্য প্রকার মানুষ হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছিল। অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আমাদের প্রার্থনা করতেই হবে, যেন আমাদের শত্রুদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ার জন্য যীশুর এই চরম নীতি আমরা প্রয়োগ করতে পারি।

অধ্যায় ৮

জীবন যাপনের তিনটি দৃশ্য

যখন যীশু চমৎকার মনোভাবগুলি শেখালেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে দৃষ্টি দেন, এবং মনস্কতা বিবেচনা করেন, যা তাদের জীবনগুলোকে অনুপ্রাণিত করছিল। পরম সুখের অনুবর্তী দীর্ঘ পরিচ্ছেদে তিনি তাঁদের চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন তাঁরা চারপাশে লক্ষ্য রাখেন, এবং তাঁদের অত্যন্ত আবশ্যকীয় সম্পর্কগুলিতে পরম সুখগুলি প্রয়োগ করেন। পর্বত-শৃঙ্গে আয়োজিত অবসর যাপন সম্মেলনে যোগদানকারী শিষ্যেরা যখন তাঁদের সম্পর্কগুলিতে, বিশেষত তাঁদের শত্রুদের প্রতি তাঁদের সম্পর্কে পরম সুখগুলি প্রয়োগ করার উপায় শুনতে পেলেন, তাঁরা জীবন সম্বন্ধে তৃতীয় দৃশ্যের পক্ষে অধিকতর প্রস্তুত ছিলেন, তাঁদের কাছে যীশু যে বিষয় ব্যক্ত করেছিলেন।

মথি ৬ অধ্যায় পাঠ করার শুরুতে আমরা পড়ি, যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, যেন তাঁরা ঊর্দ্ধে তাকান, আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বিবেচনা করেন এবং এক প্রকৃত শিষ্যের মূল্যায়ন করেন। ("নিয়মানুবর্তিতা" শব্দ ও "শিষ্য" শব্দ একই মূল শব্দ থেকে আসে)। তিনি তাঁদের সঙ্গে তিনটি আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃঙ্খলা আলোচনা করলেন ও শিক্ষা দিলেন যে এই তিনটি নিয়ম-শৃঙ্খলা খাড়াভাবে ও সমান্তরালভাবে অবশ্যই অনুশীলিত হয়।

ফরীশীদের যে ধার্মিকতা ছিল, তা ছিল সমান্তরাল অথবা লোক দেখানো, যেন তাঁরা লোকদের দ্বারা প্রশংসিত ও সমর্থিত হন। এক স্বচ্ছ ধার্মিক জীবন যাপন করতে যীশু তাঁর শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ দিলেন, যা খাড়াভাবে অনুশীলিত হলো, অথবা সেই আচরণ ঈশ্বর সমর্থন করলেন। নিদেনপক্ষে এটি তাঁর বক্তব্যের অংশ, যখন তিনি শিক্ষা দিলেন যে অধ্যাপক এবং ফরীশীদের চেয়ে তাঁর শিষ্যদের ধার্মিকতা বেশি হওয়া আবশ্যক (৫:২০)।

দান করার নিয়ম (১-৪ পদ)

যীশুর শিক্ষা অনুসারে প্রথম আধ্যাত্মিক নিয়মকে আজ আমরা বলি গোমস্তাদির পদ। এই আধ্যাত্মিক নিয়ম অনুসারে আমাদের বিশ্বস্ত দ্বারা আমাদের আত্মিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ অনিবার্যভাবে প্রভাবিত হয়। আমাদের দান যেন ঊর্দ্ধমুখী অথবা ঈশ্বরের সাক্ষাতে হয়, মানুষকে প্রভাবিত করার

জন্য যেন আমরা দান না করি। যদি আমরা ঈশ্বরকে দিই, তাহলে আমাদের দান সম্পর্কে অপরের জানার প্রয়োজন নেই।

প্রার্থনার নিয়ম - ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন (৫-১৫ পদ)

আপনি আপনার শত্রুদের ভালবাসতে, অথবা সমস্যা জর্জরিত লোকদের জীবনে খ্রীষ্টের সমাধানের অংশ হতে পারেন না, যদি প্রার্থনা করার উপায় আপনার জানা না থাকে। আসলে, আপনার নিজের সমস্যাগুলির সমাধান করতেও আপনি অসমর্থ, যদি আপনি প্রার্থনা করতে না জানেন। এই কারণে প্রার্থনা করার নিয়ম তিনি তাঁর শিষ্যদের বোঝালেন ও শেখালেন।

প্রার্থনা সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষার প্রধান বিষয় হলো, প্রার্থনা করার সময় আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছি। যীশু শিক্ষা দিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপনে যদি আমরা নিশ্চিত হতে চাই, যখন আমরা প্রার্থনা করি, তাহলে কোন ঘরে প্রবেশ করে (অথবা যে কোন স্থানে, যেখানে আমরা একলা থাকতে পারি) ঘরের দরজা বন্ধ করতে হবে। যেহেতু সেখানে কেউ থাকে না, তাই ঈশ্বরের মনে আমরা ছাপ ফেলতে পারি। যীশুর শিক্ষা অনুসারে প্রকাশ্যে প্রার্থনার চেয়ে একান্তে প্রার্থনা করা বেশি ভালো। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমাদের ঈশ্বর, যিনি আড়ালে থাকেন, তিনি আমাদের সম্মানিত করবেন এবং আমাদের আন্তরিক গোপন প্রার্থনার উত্তর দেবেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি মহত্তম শিক্ষা দিলেন, প্রার্থনা করার উপায় সম্বন্ধে এই বিশ্ব যা কোন দিন জানতে পারে নি। এই শিক্ষাকে বলা যেতে পারে "শিষ্যদের প্রার্থনা"। এই প্রার্থনায় সাতটি আবেদন রয়েছে। আমাদের স্বর্গস্থ পিতা বলার পরে এতে তিনটি ঐশ্বরিক আবেদন রয়েছে, যথা ঃ তোমার নাম, তোমার রাজ্য ও তোমার ইচ্ছা। তখন আমরা প্রার্থনা করতে পারি "আমাদের দাও"।

এই তিনটি ঐশ্বরিক আবেদনের মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনায় "প্রথমে ঈশ্বর" থাকেন। প্রার্থনা মানে এই নয় যে বাজারের ফর্দ নিয়ে আমরা ঈশ্বরের সামনে আসবো ও তাঁকে কর্মভার দিয়ে পাঠাব। আমরা মুক্ত হৃদয় নিয়ে নিরালায় ঈশ্বরের কাছে আসবো ও জানতে চাইব, তাঁর পক্ষে কর্ম সাধনার্থে তিনি কোথায় আমাদের পাঠাবেন। যখনই আমরা এই অগ্রগণ্যতা দেখাই, তখন ব্যক্তিগত আবেদন জানিয়ে আমরা প্রার্থনা করতে পারি। ব্যক্তিগত আবেদনগুলি হলো ঃ "আমাদের দাও, আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের পরিচালনা দাও এবং আমাদের উদ্ধার করো"।

প্রথম ব্যক্তিগত আবেদন হলো ঃ "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও" (১১ পদ)। খাদ্য আমাদের সর্ববিধ প্রয়োজনের প্রতীক। কেবল "আজকের" জন্য আমরা খাদ্য চাই। এবারে আমাদের প্রার্থনা থাকবে ঃ "আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর" (১২ পদ)। যীশু আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন না যে অন্যদের ক্ষমা করার ভিত্তিতে আমরা ক্ষমা পাই। আমরা ক্ষমা করি, কারণ আমরা ক্ষমা পেয়েছি। আমরা অন্যদের ক্ষমা করতে পারিনা কেন, যখন আমাদের অগুনতি পাপ ক্ষমা করা হয়েছে? কিন্তু আমরা তখনই ক্ষমা বিষয়টা জানতে পারবো, যখন যীশুর মত আমরা ক্ষমা অনুশীলন করবো।

পরবর্তী ব্যক্তিগত আবেদন হলো ঃ "আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না" (১৩ পদ)। এই আবেদনের আসল অর্থ ঃ "পিতা, যদি তুমি আমার পদক্ষেপ স্থির করো, এবং আমি তোমায় অনুসরণ করি, তাহলে আমাকে প্রলোভনের মোকাবিলা করতে হবে না"।

চতুর্থ সত্যিকার আবেদন ঃ "আমাদিগকে মন্দ হইতে রক্ষা কর" (১৩ পদ)।

আমরা যেমন শিখেছি, আমরা যেভাবে প্রার্থনা শুরু করেছিলাম, অনিবার্যভাবে আমরা যেন "প্রথমে ঈশ্বর" সম্বোধন করে প্রার্থনা শেষ করি। প্রার্থনার শেষে সম্মতি ও দৃঢ়তা থাকবে ঃ "ঈশ্বরের পরাক্রমে আমি আমার প্রার্থনার উত্তর পাব; সুতরাং, পরিণাম (রাজ্য) সর্বদা ঈশ্বরের থাকবে ও ঈশ্বর সর্বক্ষণ মহিমান্বিত হবেন"।

উপবাস করার নিয়ম (১৬-১৮ পদ)

দান ও প্রার্থনা করার মত যীশু শিক্ষা দিলেন, যেন উপবাস করার নিয়মও ঊর্ধমুখী হয় (১৬-১৮ পদ)। ঈশ্বর ও আমাদের উদ্দেশে উপবাস অর্থব্যঞ্জক, যেন দৈহিক বিষয় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেশি মূল্যবোধ বিবেচনা করি। যীশুর মতানুসারে উপবাস আমাদের প্রার্থনার সততার প্রমাণ দেয়। অধিক প্রার্থনা ও উপবাস বিনা কোন কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটবে না (মথি ৭:২১)।

ঊর্ধমুখী মূল্যায়নের মিয়ম (১৯-৩৪ পদ)

এবারে স্বর্গীয় মূল্যায়নের নিয়ম সম্বন্ধে যীশু শিক্ষা দিলেন (১৯-৩৪ পদ)। এই পরিচ্ছেদে পর্বতের তলভূমিতে লোকদের কষ্টের অন্য একটি কারণ যীশু উল্লেখ করলেন। লোকেরা কষ্ট পায় কারণ তাদের আত্মিক মূল্যবোধ থাকে না। যেহেতু সমস্যা-জর্জরিত লোকদের পক্ষে তাঁর শিষ্যদের তাঁর সমাধানের এবং উত্তরের অংশ হতে হবে, সুতরাং খ্রীষ্টের স্বর্গীয় ঊর্ধমুখী আধ্যাত্মিক মূল্য তাঁদের জানতেই হবে।

স্বর্গে ও পৃথিবীতে ধনরাশি রয়েছে। তাঁর শিষ্যেরা পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করবেন না, কারণ এখানে কীট ও মর্চা ধনের ক্ষতি করে এবং চোর চুরি করে। তাঁরা স্বর্গে ধন সঞ্চয় করবেন, যেখানে ধন ক্ষয় পায় না ও চুরি হয় না। তিনি খোলামেলা সততা দেখালেন, যখন তাঁদের সত্যিকার মূল্য জানার উপায় তিনি তাঁদের জানালেন। আজ এই শিক্ষার শব্দান্তরিত অর্থ ও সারাংশ এই প্রকার হবে, যথা ঃ "যদি তোমরা তোমাদের মূল্য জানতে চাও, অতীতের পানে তাকাও, এবং লক্ষ্য করো, তোমরা কোথায় অর্থ ব্যয় করেছ, এবং বিগত পাঁচ বছরের পুরোনো ক্যালেণ্ডারে নজর দাও এবং কোথায় তোমাদের সময় ব্যয় করেছ, তা জেনে নাও"।

যেখানে আপনার ধন রেখেছেন, সেখানে আপনার মন রয়েছে, এবং আপনি যদি আপনার ধনের পরিমাণ জানতে চান, নিজের প্রতি এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করুন ঃ "তোমার টাকা ও সময় তুমি কীভাবে খরচ করো? সারা দিন তুমি কী করো? যদি আপনার কাজকর্ম, আপনার উচ্চাভিলাষ ও আপনার উদ্বেগ আপনি মূল্যায়ন করেন, তাহলে আপনার সার্বিক মূল্যে আপনি মনোনিবেশ করবেন।

তাঁর শিষ্যদের প্রতি শিক্ষাদানের ঊর্ধমুখী মূল্য গুলিতে তিনি এই বক্তৃতা শেষ করলেন, অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন, তাঁদের সম্পূর্ণ অগ্রগণ্য মূল্য ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার উদ্দেশে রাখতেই হবে; তাঁর শিক্ষা অনুসারে সেটাই তাঁদের সঠিক চিন্তা-ভাবনা। ধার্মিকতার পক্ষে ক্ষুধিত ও তৃষিত মানুষেরা যদি বিষয়টাকে তাদের অবিচ্ছিন্ন অগ্রগণ্য বিবেচনা করে, তাহলে তাদের সর্ব বিষয়ের প্রয়োজনে ঈশ্বর আশিস দেবেন, কেননা ঈশ্বরকে ও তাঁর রাজ্যকে তারা প্রথমে রাখে।

জীবনের মধ্যে দৃষ্টি দিন (৭:১-৫)

যখন আমরা মথি সাত অধ্যায় পড়ি, আমরা উপলব্ধি করি, ঐ সময় যীশু তাঁর অবসর যাপন অনুষ্ঠান শেষ করতে চাইলেন। শিষ্যেরা যখন নিজেদের জীবন, চারপাশের পরিস্থিতি ও ঊর্ধে দৃষ্টি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানতে পারলেন, যীশু তাঁর শিক্ষায় ইতি টানবার আগে শিষ্যদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, তোমরা কি তোমাদের জীবনের দিকে তাকিয়ে এবং নিজেদের পরীক্ষা করে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেবে? এক হাস্যোদ্দীপক উপমা উল্লেখপূর্বক তিনি শিক্ষা দিলেন, আমরা যেন আমাদের ভ্রাতার চোখের মধ্যে কাঠের গুঁড়ো না দেখি, যখন আমাদের চোখে কড়িকাঠ থাকে। আমাদের জীবনের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই হবে, এবং অন্যদের উদ্দেশে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়ানোর আগে ঈশ্বর যেন আমাদের বিচার করেন। অতএব, অন্য দের প্রতি পরিচর্যা করার অগে আমাদের জীবন দেখতে ও আমাদের চোখ থেকে কড়িকাঠ বের করতে আমরা যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমাদের প্রতি যীশু বলছেন, আমরা যেন সূক্ষ্ম সমালোচকরূপে ভণ্ড না হই।

ঊর্ধে দৃষ্টি দিন (৭:৩-৫)

যীশু তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করার আগে তাদের আমন্ত্রণ জানালেন, যারা এই শিক্ষা শুনলো ও ঊর্ধে দৃষ্টি রাখতে মনস্থ করলো। এক সিদ্ধান্তর আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ও মূল্য সম্পর্কে তিনি শিক্ষা দিলেন, যখন এই শিষ্যদের প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বললেন, তোমরা নিষ্ঠা সহকারে ঊর্ধে তাকাও - অবিরত চাও, অন্বেষণ করো ও দ্বারে আঘাত করো। তিনি তিনটি শপথ দেখালেন ঃ যে কেউ চায়, সে পায়; যে কেউ খোঁজ করে, সে খুঁজে পায়; এবং যে কেউ অবিরত দ্বারে আঘাত করে, অবশেষে এক খোলা দরজার সামনে সে নিজেকে দেখতে পায় (লূক ১১:৯-১৩)।

চারপাশে দৃষ্টি দিন (৭:১২)

তাঁর উপদেশ শ্রবণকারী সকলে যখন গিরিশৃঙ্গ থেকে নেমে যেতে উদ্যত হলেন, যীশু তাঁদের আমন্ত্রণ দিলেন, যেন চারপাশে লক্ষ্য রাখতে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন। এই শিক্ষাকে বলা হয় "উৎকৃষ্ট নিয়ম"। এই একটি ক্ষুদ্র পদ যীশুর নীতিমূলক সম্পর্কিত শিক্ষার ও গোটা বাইবেলের সারাংশ।

এই শিক্ষার অনিবার্য চ্যালেঞ্জ হলো ঃ "যদি এই বিশ্বের অত্যন্ত অভাজনদের জন্য আপনি লবণ ও দীপ্তি হতে চান, তাহলে আপনি যার দেখা পান, তার জন্য নিজেকে রাখুন। এবারে নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন, যদি আপনি সেই অন্য ব্যক্তি হতেন, গিরিশৃঙ্গে করণীয় সম্পর্কে আপনি যা শুনলেন, শ্রবণকারী এক শিষ্যের কাছথেকে আপনি কী চাইতেন? যখন এই প্রশ্নের উত্তর আপনি জেনেছেন, আপনি সেই মত কাজ করুন। মানব-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে এটাই গোটা বাইবেলের শিক্ষা। লোকদের কাছথেকে আপনি যেমন ব্যবহার আশা করেন, তাদের প্রতি আপনি তদ্রূপ ব্যবহার করুন"।

প্রয়োগের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা, ভ্রাতা বা ভগ্নী এবং সহ-বিশ্বাসীদের মাঝে আপনি নিজেকে রাখুন। তাদের প্রতি এই শিক্ষা প্রয়োগ করুন, যাদের জীবন আপনার জীবনে বিচ্ছেদ আনে। যদি আপনি ঐ লোকদের একজন হতেন, আপনার প্রতি আপনি কেমন আচরণ চাইতেন?

এই শিক্ষা তাদের প্রতি অবশ্যই প্রয়োগ করুন, যারা এখনও যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয় নি, যারা পরিত্রাণ বা পরিত্রাণের কোন আশীর্বাদ জানে না। এবারে প্রশ্ন রাখুন, "যদি আমি ঐ ব্যক্তি হতাম, যীশু খ্রীষ্টের এক শিষ্যের কাছথেকে কোন্ কোন্ মনোভাবের আচরণ আপনি আশা করতেন?" যখন আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি জেনেছেন, স্বাভাবিকভাবে আপনি সেই কাজ করুন, কারণ এটাই সুসমাচার প্রচারের উৎকৃষ্ট নিয়ম।

আমন্ত্রণ (৭:১৩-২৭)

যখন যীশু এই অবসর যাপন অনুষ্ঠান শুরু করলেন, আমন্ত্রণ বার্তায় তিনি জানতে চাইলেন ঃ "তোমরা কি সমস্যার অংশ, অথবা সমাধানের অংশরূপে ব্যবহৃত হতে চাও?" শিক্ষা সমাপ্তির সময় যীশু একই চ্যালেঞ্জ রাখলেন, শুরুতে তিনি যেমন রেখেছিলেন - কেবল এই সময় যাঁরা আমন্ত্রণ শুনেছিলেন, তাঁরা ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিলেন, কেননা তাঁরা সমাধানের অংশ হতে চাইলেন। অবসর যাপন সমাপ্তিতে তিনি আমন্ত্রণ দিলেন ঃ "তোমরা কী প্রকার সমাধান হওয়ার সংকল্প নিয়েছ?"

যীশু তাঁর আমন্ত্রণ সংক্ষেপে ও শব্দান্তরিত অর্থে জানিয়ে এই অবসর যাপন অনুষ্ঠান শেষ করলেন, এবং বললেন ঃ "দুই প্রকার শিষ্য রয়েছে, যথা ঃ অনেকে এবং কয়েক জন মেকী এবং খাঁটি, যারা কথা বলে ও যারা কাজ করে। অনেকে মনে করে, সমাধান ও সদুত্তর হওয়ার জন্য সহজ উপায় রয়েছে। এরা কখনও আমার সমাধানের অংশ হয় না। কিন্তু অল্প সংখ্যক শিষ্য উপলব্ধি করে যে পৃথিবীর লবণ ও জগতের দীপ্তি হয়ে তারা সংকীর্ণ দ্বারে প্রবেশ করে, যখন এক নিয়মানুবর্তী, শিষ্যত্বের মুশকিল জীবন অনুসৃত হয়। তুমি কি অনেকের মধ্যে এক জন, অথবা কয়েক জনের মধ্যে এক জন হবে? তুমি কি মেকী শিষ্যদের একজন হবে, অথবা সত্যিকার শিষ্যদের অন্যতম শিষ্য হতে চাও, যেন আমার সমাধানের সত্যি এক অংশ হতে পারেনা? তুমি কি কেবল বাক্যবাগীশদের একজন হবে, অথবা সত্যিকার কর্মীদের অন্যতম কর্মী হবে, যারা এই পর্বতে দত্ত আমার শিক্ষার অনুরূপ কাজ করে"?

মহৎ রূপক উপমা দিয়ে যীশু তাঁর মহত্তম বক্তৃতা শেষ করলেন, যেখানে তিনি দুই প্রকারের শিষ্য সম্বন্ধে জানালেন, যাঁরা পর্বত-শিখর থেকে নেমে যেতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যীশু দুটি ঘরের (জীবনের) চিত্র দেখালেন, একটি ঘর প্রস্তরের উপরে নির্মিত (যীশুর শিক্ষা মালার বাধ্য শিষ্য), এবং বালুকার ওপরে নির্মিত অন্য ঘর (যীশুর শিক্ষামালার অবাধ্য শিষ্য)। এরা দুজনই এই শিক্ষা শুনেছে, কিন্তু একজন অর্থাৎ মুর্খজন তাঁর শ্রবণ অনুযায়ী বাক্য কোন দিন তার জীবনে প্রয়োগ করেনি। অন্য জন শুনলো, এবং এই শিক্ষা জীবনে প্রয়োগ করলো। এই পারক্রমপূর্ণ উপসংহার এ কথা জানায় যে দুই শিষ্য জ্ঞাতসারে যা করে, তার দ্বারা তাদের মধ্যেকার পার্থক্য জানা যায় (মথি ৭:২৪-২৭)।

এই মহৎ শিক্ষা আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সুতরাং যীশুর পক্ষে আপনি কী প্রকার শিষ্য হতে চান? আপনি যা জেনেছেন, সে বিষয় সম্বন্ধে আপনি কী করবেন?

অধ্যায় ৯

"উৎসর্গীকৃতদের প্রতি অর্পিত কর্মভার"

প্রথম খ্রীষ্টীয় অবসর যাপন অনুষ্ঠানে কতজন শিষ্য যোগ দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণা নেই। ইতিমধ্যে আমরা পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পর্বতের ওপরে ভীতিজনক আমন্ত্রণ সহকারে যীশু তাঁর শিক্ষাদান সমাপ্ত করার অল্প কাল পরে তাঁর প্রেরিত হওয়ার জন্য তিনি বারো জন শিষ্যের স্কন্ধে কর্মভার অর্পণ করেন। ঐ অবসর যাপন কালে যীশু স্পষ্টভাবে এই প্রেরিতদের নিযুক্ত করলেন, এবং পরে তাঁর মিশনের কর্মে অংশ নিতে তিনি তাঁদের প্রতি কর্মভার দিলেন - অর্থাৎ পরিত্রাণ-বার্তা নিয়ে সারা বিশ্বে যাওয়ার পক্ষে তাঁর কৌশলের অংশ করলেন, যে উদ্দেশে তিনি এসেছিলেন।

ইতিপূর্বে আমি যেমন প্রশ্ন রেখেছিলাম, যদি আপনি জানতে পারতেন, আপনার আয়ু আর মাত্র তিন বৎসর, এবং এই সময়ের মধ্যে আপনার কাজ শেষ করতে হবে, তাহলে আপনি কী করতেন? যীশু অবশ্যই জানতেন, তাঁর হাতে তিন বছর সময় ছিল; এই কারণে তিনি প্রেরিতদের নিযুক্তি দিলেন, এবং প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর আকাঙ্খা অনুসারে সারা বিশ্বে পরিত্রাণ বার্তা পৌঁছে যায়। তাঁর শিষ্যেরা জীবিতাবস্থায় বিশ্বস্তভাবে শুভ বার্তা ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর দ্বারা তাঁদের প্রতি কর্মভার অর্পণ করার পাঁচ শতাব্দীর পরে রোমীয় সাম্রাজ্যে কেউ চাকুরি পেত না, যদি না সে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিতো। একই ভাবে খ্রীষ্টের পক্ষে বিশ্বস্তভাবে আমাদের পরিমণ্ডলে আমাদের পৌঁছতেই হবে, যেন আমাদের পরিমণ্ডলে আমরা সুসমাচার ঘোষণা করি, যেখানে আমরা বাস করি।

বারোজন প্রেরিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন

এই বারোজন প্রেরিতের প্রতি কর্মভার অর্পণ করার আগে যীশু প্রার্থনায় সারা রাত্রি যাপন করলেন (লূক ৬:১২, ১৩)। মথিতে লিপিবদ্ধ প্রথম চারজন প্রেরিত দুই জোড়া ভ্রাতা ছিলেন, যথা ঃ পিতর ও আন্দ্রিয়, এবং যাকোব ও যোহন। এই চারজন এক সাথে মৎস্যের ব্যবসা করতেন।

ফিলিপ ও বর্থলময়ের নাম এক জায়গায় লেখা আছে, এবং থমাস এবং মথির নামও সেইভাবে রয়েছে। ফিলিপ এক ব্যবসায়ী ছিলেন, যিনি অশ্ব অথবা যানবাহনের ব্যবসা করতেন। আজকের দিনে আমাদের অনেক সংস্কৃতিতে তিনি সম্ভবত অটোমোবাইল ব্যবসাতে যুক্ত ছিলেন। যখন বিভিন্ন সুসমাচারে প্রেরিতদের তালিকা আমরা তুলনা করি, আমাদের সিদ্ধান্তে আসতেই হয় যে বর্থলময় মানুষটি নথনেল নামেও পরিচিত ছিলেন।

বুদ্ধিদীপ্ত থমাসের অনুসন্ধিৎসু মন ছিল। আজকের দিনে এই প্রকার মানুষকে আমরা "সন্দেহবাদী থমাস" বলে থাকি। মথি এক কর-আদায়কারী ছিলেন, যিনি রোমের পক্ষে তাঁর সহ-ইহূদীদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন, যার মানে তাঁর আপন জনদের কাছে তিনি এক বিশ্বাস ঘাতক ছিলেন। আপনি লক্ষ্য করবেন, সুসমাচারে "পাপীরা ও করগ্রাহীরা" উল্লিখিত হয়েছে। এর মানে এই নয় যে করগ্রাহীরা পাপী ছিলেন না। এর মানে করগ্রাহীরা তাঁদের নিজ নিজ শ্রেণীতে পাপী

ছিলেন! ইহুদীরা করগ্রাহীদের পুরোপুরি ঘৃণা করতো। বিষয়টাতে উৎসাহ জাগে যে যীশুর মনোনীত বারো জনের মধ্যে একজন ছিলেন করগ্রাহী।

তালিকার মধ্যে শেষ চার জনের নাম বারো জনের তালিকায় দুই জন। উদাহরণ স্বরূপ, শিমোন পিতর ছাড়া আর একজন শিমোন ছিলেন। এই অন্য শিমোন সম্বন্ধে বলা হলো "কনানীয়" অথবা "উদ্যোগী"। এর মানে হলো, তিনি মথির মত মানুষের বিপরীত মানুষ ছিলেন। তিনি জিলটদের (অতি গোঁড়া) এক জন ছিলেন; এরা গেরিলা-যোদ্ধা ছিল, যারা রোমের বিপক্ষে অবিরাম প্রতিরোধ গড়লো। তবুও ইহূদী লোকেরা রোম দ্বারা পরাজিত হলো। আজ এই শিমোনকে আমরা এক আন্দোলনকারী বলতে পারি। বিদ্বান্‌গণ বিশ্বাস করেন, তিনজন অথবা সম্ভবত চারজন প্রেরিত ছিলেন জিলট।

অনেক সময় আমার বিস্ময় জাগে, উদ্যোগী শিমোন ও করগ্রাহী মথি কি পরস্পর কথা বলতেন! যদি তাঁদের মধ্যে কদাচিৎ কথোপকথন হতো! যখন তাঁরা যীশুর সঙ্গে গালীলে, যিহূদিয়াতে, যিরূশালেমে ও শমরিয়াতে যেতেন! একটা নাটক কল্পনা করুন, যখন করগ্রাহী মথিকে ও উদ্যোগী শিমোনকে যীশু বললেন, তোমরা পরস্পরের চরণ ধুয়ে দাও, এবং এক জন অন্য জনকে প্রেম করো (যোহন ১৩:৩৪, ৩৫)।

বারো জনের তালিকায় অন্য এক যাকোব ছিলেন, যাঁকে বলা হতো "আলফেয়ের পুত্র যাকোব"। এই যাকোব "ছোট যাকোব" নামেও উল্লিখিত হয়েছেন, যার সম্ভাব্য মানে তিনি ছিলেন খর্বকায় বা অল্পবয়স্ক (মার্ক ১৫:৪০)। এ ছাড়া তালিকার মধ্যে দুই জন যিহূদা ছিলেন। এক জন ছিলেন যাকোবের ভ্রাতা যিহূদা, যাঁকে "থদ্দেয়" বা "লেববায়" বলা হতো, এবং আর এক জনের নাম ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, যিনি যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

সুসমাচার প্রচার করা, এবং অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নকার্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রমাণ দেওয়া প্রেরিতদের কাজ ছিল। পীড়িতদের সুস্থ করা, কুষ্ঠীদের শুচি করা, দিয়াবলদের ধমক দিয়ে তাড়ানো এবং মৃতদের উত্থাপিত করা তাঁদের কর্মসূচী ছিল। তাঁরা প্রচার করতেন এবং কোন কিছু লাভ করার প্রত্যাশী না হয়ে বিনামূল্যে সুসমাচার বিতরণ করতেন, এবং নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে ঈশ্বরে আস্থা রাখতেন। তাঁরা বিশ্বাস দ্বারা জীবন ধারণ করলেন।

যীশু প্রেরিতদের সতর্ক-বাণী দিলেন যে তাঁরা ভাল ভাবে গৃহীত হবেন না। তিনি তাঁদের সাবধান করলেন ঃ "দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষ, তেমনি আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি" (১০:১৬)। তিনি অনিবার্যভাবে তাঁদের সতর্ক-বাণী দিলেন ঃ "জগৎ তোমাদের প্রতি শুভেচ্ছা জানাবে না, যখন তোমরা আমার আদেশ মানবে ও আমার কৌশল রূপায়িত করবে"। আজকের দিনেও এটি সম্পূর্ণ সত্য।

এক নির্দিষ্ট কাজ

আপনি আলোকিত ও আশিসধন্য হবেন, যদি বারো জন সম্বন্ধে এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দেন, প্রকাশ্য পরিচর্যার পুরো তিন বছর যাঁদের সঙ্গে যীশু কাটালেন, এবং এই বিশ্বে যাঁদের প্রতি তিনি তাঁর মিশনের দায়িত্ব দিলেন ঃ

তিনি কী করছিলেন, যখন যীশুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো?

বাস্তবে কী ভাবে তিনি পরিবর্তিত হলেন, যেহেতু তিনি যীশুর দেখা পেলেন?

তিনি কোথায় ছিলেন, যখন তিনি মারাগেলেন?

তিনি কী করছিলেন, যখন তিনি মারাগেলেন?

শাস্ত্র ও অন্যান্য উৎস থেকে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি কী বিষয় শিখতে পারেন?

এক প্রেরিত হওয়ার জন্য এই নির্দিষ্ট মানুষকে যীশু পছন্দ করলেন কেন?

অঙ্গীকারবদ্ধতার এক বিস্ময়কর স্তর যীশু দেখতে চাইলেন, যখন গিরিশৃঙ্গে তিনি সেই আমন্ত্রণ দিলেন, কারণ তিনি জানতেন, এই প্রেরিতেরা তাঁর পক্ষে কষ্ট সইবেন ও মরবেন। যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশে অঙ্গীকারবদ্ধতার কোন্ স্তর আপনি রেখেছেন? আপনি কি তাঁর প্রকৃত শিষ্য? আপনি কি সেই অঙ্গীকারের মত যীশুর উদ্দেশে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে চাইছেন, প্রেরিতদের জীবনে যা দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল?

অধ্যায় ১০

মথিতে যীশুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প

মথি তেরো অধ্যায়টি এই সুসমাচারের মহৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের অধ্যায়। "উপদেশ মূলক গল্প" শব্দ (Greek = "para ballo") দুটি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত। "para" শব্দের মানে "কোন কিছুর পাশাপাশি"। "নিক্ষেপ করা" শব্দের গ্রীক শব্দটি "ballo" । এই কারণে অনেক সময় কোন এক উদ্দেশ্যে আমরা একটা "ball" ছুঁড়ে ফেলি। একটি ক্ষুদ্র গল্প হলো এক কাহিনী, অর্থাৎ এক সত্য সম্বন্ধে "পাশাপাশি কিছু ছুঁড়ে ফেলা" হয়, যা কেউ শেখাতে চায়। যীশু ছিলেন ক্ষুদ্র গল্পের সম্পূর্ণ শিক্ষক।

তাঁর পরিচর্যায় একটা সময় ছিল, যখন তিনি কেবল ক্ষুদ্র গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিলেন। একটি যুক্তি ছিল যে ছোট ছোট গল্প বলার কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হলো না, কারণ কর্তৃপক্ষরা সেগুলো বুঝতে পারলেন না। কেবল পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ যাদের তিনি শিক্ষা দিলেন, তাঁরা তাঁর ছোট ছোট গল্প বুঝতে পারলেন। মথি তেরো অধ্যায়টি এই সুসমাচারের মহৎ ছোট গল্প অথবা কাহিনীর অধ্যায়। যেহেতু এটি মথি লিখিত সুসমাচার সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এক ভূমিকা, সুতরাং ছোট ছোট গল্পের ধারণা উপস্থাপন করতে ও যীশুর শেখানো ছোট ছোট গল্পের কয়েকটি উদাহরণ দিতে আমি সামান্য সময় নেব।

বীজবপকের দৃষ্টান্ত দিয়ে যীশু শুরু করলেন। এক কৃষক বাইরে গেল ও তার জমিতে বীজ বপন করলো। কৃষক তার বস্তা থেকে বীজ নিলো ও ছড়িয়ে দিলো। কিছু বীজ পাষাণ ভূমিতে পড়লো, যে পথে মানুষের যাতায়াত ছিল। ঐ বীজগুলো শুধুমাত্র ভূমির ওপরে পড়ে রইল। বীজগুলো

মাটির ভেতরে প্রবেশ করতে পারলো না, এবং পাখীরা এসে বীজগুলো খেয়ে নিলো।

কৃষকের কিছু বীজ নরম মাটিতে পড়লো। বীজগুলো মাটির তলায় শিকড় বিস্তৃত করতে চাইলো; কিন্তু মাটির নীচে পাষাণ ছিল। সুতরাং শিকড় গুলো পাষাণে ধাক্কা খেলো ও ফিরে এলো। অঙ্কুরিত বীজ সূর্যালোকে ঝলসে গেল ও কোন ফল ফলাতে পারলো না।

আরও কিছু বীজ যেখানে পড়লো, সেখানে জমি ছিল ভালো, গভীর, জলসিক্ত এবং বীজ থেকে শিকড় গঠিত হলো। কিন্তু যখন বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পেলো, ছোট গাছগুলোকে আগাছা ঘিরে ধরলো। আগাছার দ্বারা চারাগাছ গুলো চাপা পড়লো, এবং চারাগাছে কোন ফল ফললো না।

কৃষকের শেষ বীজগুলো উত্তম ভূমিতে পড়লো। মাটির নীচে বা ওপরে কোন সমস্যা ছিল না। এই বীজ থেকে ফল উৎপন্ন হলো। চারাগাছগুলো থেকে কোথাও ত্রিশ গুণ, অন্যত্র ষাট গুণ এবং অন্য কোনখানে একশো গুণ ফল উৎপন্ন হলো।

যখন প্রথমে আমরা এই ছোট গল্প পড়ি, আমরা সম্মত হই যে এই ছোট গল্পকে "বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত" বলা যেতে পারে। পক্ষান্তরে, যখন আমরা যত্ন সহকারে এই ছোট গল্প অধ্যয়ন করি, আমরা ভাবতে পারি, এই গল্পকে "কয়েকটি বীজের দৃষ্টান্ত" বলা যেতে পারে। যেহেতু "বীজ হলো বাক্য", সুতরাং এই ছোট গল্প ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে এক গভীর শিক্ষা দেয়, এবং এর কোন ঘটনায় আমরা জড়িত থাকি, যখন ঈশ্বরের বাক্য শেখানো বা প্রচারিত হয়। ঈশ্বরের বাক্য "শ্রবণ অনুযায়ী মনোযোগী হওয়া" একমাত্র উপায়, এই ছোট গল্পের যে মানে লূক প্রয়োগ করলেন (লূক ৮:১৮)।

যীশু এই ছোট গল্প শেখানোর পরে যখন প্রেরিতদের সঙ্গে তিনি একলা ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে ছোট গল্পের মানে তাঁরা জানতে চাইলেন, এবং তাঁদের জন্য তিনি এটি তর্জমা করলেন। তিনি তাঁদের বললেন, কৃষক যে বীজ বপন করলেন, সেটি ঈশ্বরের বাক্য, এবং চার প্রকার মাটি চার প্রকার মানুষের প্রতীক, যারা ঈশ্বরের বাক্যে সাড়া দেয়।

এই ছোট গল্পের সম্পর্কে যখন আমরা প্রভুর তর্জমা পড়ি, আমরা উপলব্ধি করি, এই ছোট গল্পের পক্ষে ভালো শিরোনাম হতো "কয়েক প্রকার মাটির দৃষ্টান্ত"। আমরা যখন ঘটনাতে প্রতিফলন রাখি, অর্থাৎ দৃষ্টান্তটির জোরালো আবেদন যখন ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণকারী মানুষের সাড়াদানে প্রতিষ্ঠিত, আমরা উপলব্ধি করি - "ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণের চারটি উপায়" সেরা শিরোনাম হবে, কারণ এই দৃষ্টান্তটি ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণকারী মানুষের চার প্রকার সাড়া দানের উপায় আমাদের জানায়, যখন বাক্য শেখানো বা প্রচারিত হয়।

যখন বাক্য উপস্থাপিত হয়, প্রথমজন বাক্য বুঝতে পারে না; তার মন বা বোধশক্তি অভেদ্য, যার মধ্য দিয়ে যাওয়া যায় না, এবং তার জীবনে কোন ফল ফলে না।

দ্বিতীয় জন বাক্য বুঝতে পারে। তার মধ্যে বাক্য প্রবেশ করে, কিন্তু পাষাণময় মাটি বীজকে প্রতিরোধ করে, গভীরে শিকড় ছড়াতে দেয় না, যে বিষয়কে যীশু অন্যত্র "কঠিন হৃদয়" বলেছেন। বিষয়টি আমাদের জানায় যে এই প্রকারের মানুষ সহজ-বোধগম্য নয়, এবং তার অঙ্গীকার অগভীর। এরা বাক্য বিশ্বাস করে, এবং যখন ক্লেশ বা তাড়না আসে এরা অচিরে পতিত হয় বা সরে যায়, এবং কোন ফল উৎপন্ন করে না।

তৃতীয় জন তার জীবনের তলানিতে বা জীবনের মধ্যে পরাজিত হয় না, তার মনের বোধগম্যে অথবা ইচ্ছার সংকল্পে সে স্থির থাকে। মাটির ওপরের শক্তিগুলির মত সে তার জীবনের বহিরাগত শক্তিগুলির দ্বারা পরাজিত হয়। এগুলি ধনবানদের প্রবঞ্চনা, এবং তাদের বিলাসিতায় সঙ্গী হওয়ার ফল। এ ছাড়া, "এই পৃথিবীর চিন্তা-ভাবনার" দ্বারা অথবা প্রচুর ধন-সম্পদ থাকা বা না থাকার দুশ্চিন্তার দ্বারা সে পরাজিত হয়। দৃষ্টান্তে এই বাধাগুলি হলো আগাছা, যেগুলি চারা গাছ গুলিকে চেপে দেয়; একই ভাবে সাংসারিক ভাবনা-চিন্তার দাপটে তার জীবনে বাক্যের চারাগাছ অঙ্কুরিত হলেও শক্ত হয়ে বৃদ্ধির আগে চাপা পড়ে যায়। এই তৃতীয় ব্যক্তিও নিষ্ফল।

আমরা বলতে পারি, প্রথম জন তার মাথায় এক আধ্যাত্মিক "শক্ত টুপি" লাগিয়ে থাকে। দ্বিতীয় জনের কঠিন হৃদয় থাকে, এবং জটিল মনোনয়ন দ্বারা তৃতীয় জন হতবুদ্ধি থাকে।

চতুর্থ মাটির যে ছবি আমরা দেখি, যীশু চান, যেন আমরা সকলে সেই প্রকার গ্রহণেচ্ছু হৃদয় থেকে সাড়া প্রদান করি, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য শুনি। মাটির নীচে বা ওপরে এমন কিছু থাকে না যা আমাদের বৃদ্ধি বা ফলবন্ত জীবনে বাধা দিতে পারে। এই চিত্রটি সেই মানুষের, যে সংকল্প নিয়েছে, তার জীবনের মধ্যে কোন কিছু অর্থাৎ তার বোধগম্যতা অথবা শক্তগ্রীবতা তার ফলবন্ত সত্তাকে স্তব্ধ করতে পারবে না। এছাড়া সে মনস্থ করে যে এই পৃথিবীতে বহিরাগত কোন শক্তির দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি সফল করার পথে বাধা দিতে পারবে না, যে সফলতা সে ঈশ্বরের বাক্য থেকে জেনেছে।

এই ব্যক্তি সম্পর্কে লূক বর্ণনা দিলেন ঃ "যাহা উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহা এমন লোক, যাহারা সৎ ও উত্তম হৃদয়ে বাক্য শুনিয়া ধরিয়া রাখে, এবং ধৈর্য্য সহকারে ফল উৎপন্ন করে" (লূক ৮:১৫)। এই গভীর দৃষ্টান্ত সম্পর্কে অনিবার্য উপাদানে লূক বর্ণনা দিলেন ঃ "অতওব দেখিও, তোমরা কিরূপে শুন" (লূক ৮:১৮)।

যে কোন জনের কাছে এই গভীর দৃষ্টান্তের সত্য-তত্ত্ব সুস্পষ্ট, যাঁরা ঈশ্বরের বাক্য শেখান ও প্রচার করেন। যখন ঈশ্বরের বাক্য শেখানো বা প্রচারিত হয়, সেখানে এই চার ধরনের মানুষ থাকে, এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন প্রচারক বা শিক্ষক আপনার কাছে চারটি তত্ত্ব রাখেন।

যারা শাস্ত্রীয় বচন শোনেন ও শেখান, এই দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে তাঁদের অনেক চিন্তা-ভাবনা করা উচিত, যখন তাঁরা ঈশ্বরের বাক্য শোনেন ও শেখান। প্রথমে আমাদের নিজ নিজ হৃদয়-ভূমিতে নজর দিতে হবে। আমাদের হৃদয়গুলিতে কোন্ ধরনের মাটি ঈশ্বরের বীজ খুঁজে পায়? ফল উৎপন্ন করতে আমরা কি ঈশ্বরের বাক্যকে অনুমোদন করি? আমরা কি অত্যন্ত (১০০%) ফলবন্ত? অথবা সামান্য (৩০%) ফলবন্ত? দ্বিতীয়ত, যাঁরা শিক্ষা দেন, কঠিন বাস্তব সম্পর্কে তাঁদের বিচক্ষণতাপূর্ণ সচেতনতা থাকা উচিত, কেননা বাক্য সম্বন্ধে শিক্ষা বা প্রচার ফলহীন হবে, যদি শেখানো বাক্যের অর্থ তাঁরা বুঝতে না পারেন।

এ ছাড়া আমাদের উপলব্ধি থাকা উচিত যে আমার শিক্ষাদান ও প্রচার ফলহীন হবে, যদি না শিক্ষণীয় বিষয়ের ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। অতএব, আমরা যখন শেখাই, যথেষ্ট সহজভাবে শেখাতে হবে, যেন শ্রোতারা হৃদয়ে বুঝতে পারে। প্রার্থনা সহকারে আমাদের শিক্ষাদান ও প্রচারের রায় প্রাকাশ করতে হবে, যেন তাদের ইচ্ছার মধ্যে পবিত্র আত্মা প্রবেশ করেন, যারা আমাদের শিক্ষা ও প্রচার শোনে।

"বাইবেলে পারদর্শীদের" উৎপন্ন করতে এই মহৎ দৃষ্টান্তে আমাদের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয় নি, যাঁরা বাইবেল জানবেন, কিন্তু প্রভুর জন্য নিবেদিত শিষ্যদের আমরা তৈরি করছি, যাঁরা বাক্য অনুশীলন করেন, যে বাক্য তাঁদের বোধগম্যে ও ইচ্ছায় প্রবেশ করেছে। অতএব আমরা যেন সরলভাবে বাক্য শুনি, শেখাই ও প্রচার করি, যেন পবিত্র আত্মা তাদের আত্মিক চোখ খুলে দেন, যারা আমাদের কথা শোনে, তারা যেন ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারে ও পালন করে। আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, যেন তিনি আমাদের প্রতি ও আমাদের কথা শ্রবণকারী সকলকে 'বিশ্বাস' রূপ দান প্রদান করেন, এবং "বাক্যের কার্যকারী" তৈরি করেন, যেন বাক্য ফল উৎপন্ন করে (যোহন ৭:১৭; ফিলিপীয় ২:১৩)।

ক্ষমতা লাভ করার জন্য ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভরসা রাখতেই হবে, এবং আমাদের কথা শ্রবণকারী সকলে যেন এই পৃথিবীর সকল শক্তির ওপরে বিজয়ী হয়, যারা নিজেদের শক্তিতে নির্ভর করে, তারা যেন বুঝতে পারে, আমাদের কথা শ্রবণ, শিক্ষা গ্রহণ ও বাক্য প্রচার তাদের জীবন ফলহীন রাখছে। কেবল ঈশ্বর মানুষকে ফলবন্ত রাখতে পারেন। এই কারণে যখন আমরা অধ্যয়ন করি, শেখাই বা বাক্যের পরিচর্যা করি, আমরা যেন বলতে পারি ঃ "আমরা প্রার্থনায় ও বাক্যের পরিচর্যায় নিবিষ্ট থাকিব" (প্রেরিত ৬:৪)। দুটো বিষয় যেন সহগামী হয়।

গোম ও শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্ত (মথি ১৩:২৪-৩০; ৩৬-৪২)

এই সুগভীর ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত, এর নিজস্ব তর্জমা সহকারে যীশুর এক অতি আবশ্যকীয় শিক্ষা, কারণ এটি একটি প্রশ্ন সম্বন্ধে যীশুর উত্তর, যা ঈশতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের কাছে বিরক্তি উদ্রেক করলো, কেননা দীর্ঘ কাল যাবৎ ঈশতত্ত্ব ও দর্শনের নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে। প্রশ্ন হলো ঃ "মন্দ কোথা হতে এলো"? অথবা অন্য কথায়, পৃথিবীতে আমরা কেমন করে মন্দ মানুষের উপস্থিতির হিসাব রাখবো, প্রেমময় ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দ্বারা যারা সৃষ্ট ও সমর্থিত?

যীশুর উপদেশ মূলক উত্তর এই প্রকার, যথা ঃ "আমার কিছু শত্রু প্রবেশ করেছে, যখন মানুষ নিদ্রিত ছিল"। মন্দের মৌলিকতা "আমার কিছু শত্রুর প্রতি" ও মানুষের অবহেলায় আরোপিত হয়েছে। যীশুর এই ব্যাখ্যা হয়তো তাদের অনুপ্রাণিত করলো, যারা লিখলো ঃ "উত্তমের ওপরে বিজয়ী হওয়া মন্দের পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজন, কারণ উত্তম মানুষদের করার কিছু নেই"।

এই দৃষ্টান্তে বীজ গুলো ঈশ্বরের বাক্য নয়, যেগুলো মানব-জীবনের মাটিতে পড়লো, কিন্তু এখানে ঈশ্বরের রাজ্যের পুত্রদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যারা এই পৃথিবীর মাটিতে রোপিত। আমরা হয়তো বুঝতে পারি না, কিন্তু মন্দের বাস্তবতা যখনই আমরা গ্রহণ করি, চ্যালেঞ্জ শুরু হয় ঃ এই সমস্যা সম্বন্ধে আমরা কী করবো? যীশুর কথা অনুসারে "জগতটাই ক্ষেত্র"। বিষয়টা এক বোঝা সম্বন্ধে আমাদের ভাবায়, যা তিনি প্রায়শই ব্যক্ত করলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন, তোমরা প্রার্থনা করো, যেন ঈশ্বর এই ক্ষেত্রে অনেক কর্মী পাঠিয়ে দেন, কারণ এখন পাকা ফসল তুলে আনার সময় হয়েছে, অথচ কর্মীরা সংখ্যায় কম (মথি ৯:৩৭, ৩৮)।

জন ওয়েসলি বুঝেছিলেন, এবং খ্রীষ্টের এই দৃশ্যপট তুলে ধরলেন, যখন তিনি ঘোষণা করলেন ঃ "পৃথিবীটাই আমার প্যারিশ"! বাস্তবতার দৃষ্টি আমরা যেন কখনও না হারাই, অর্থাৎ "ক্ষেত্র হলো পৃথিবী", এবং এটা সেই ক্ষেত্রের মধ্যে কেবল আমাদের এক খণ্ড জমি নয়। আমাদের সর্বদা বিশ্ব-দর্শন থাকা আবশ্যক যখন আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করি যে আমাদের পৃথিবীতে ভালো ও

মন্দ একত্রে অবস্থান করে।

সরিষা-দানা ও তাড়ীর দৃষ্টান্ত (মথি ১৩:৩১-৩৩)

মণ্ডলীর ইতিহাস জুড়ে এই দুটি ছোট দৃষ্টান্ত সফল হয়েছে। এই ছোট দৃষ্টান্তগুলি শিক্ষা দেয়, যীশু যে রাজ্য সম্বন্ধে প্রায়শই কথা বললেন, সেই রাজ্য ছোট আকারে শুরু হয়, যেমন একটি ক্ষুদ্র সরিষা-দানা থেকে বৃহৎ বৃক্ষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এবং ময়দার তালে কিঞ্চিৎ তাড়ী দিলেও যখন রুটি বা লুচি বানানো হয়, এই খাদ্যে তাড়ীর প্রভাব থাকে, এবং খাদ্যের আকার বৃদ্ধি পায়।

পক্ষান্তরে, এই দুটি দৃষ্টান্তে যীশু আগাম সংবাদ দেন যে সরিষা দানার মতো এই রাজ্য অসাধারণ বৃদ্ধি হবে, এবং রুটিতে তাড়ীর প্রভাবের মত রাজ্য বিস্ময়কর প্রভাবিত হবে। দুই হাজার বছর পরে এই পৃথিবীর অধিকাংশ ইতিহাসের তারিখ যীশু নামে এই মানুষের জীবন ও প্রভাবের আগে ও পরে স্থিরীকৃত হয়।

আজকের দিনেও তাড়ী ও সরিষা-দানার নীতি কাজ করে। যখন আমরা মণ্ডলীর বৃদ্ধি বিবেচনা করি, এমন কি যেসকল স্থানে মণ্ডলী তাড়িত হয়েছে, এই দুটি ছোট দৃষ্টান্তের সাফল্য আমাদের চোখে পড়েছে।

বীজবাপকের দৃষ্টান্তের মত যে পাখীরা এসে এই গাছে বাসা বাঁধে, ওরা নেতিবাচক প্রতীক, যাদের ছবি এখানে ঐ মিশ্র জনতার মত, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ নয়, কিন্তু এই রাজ্যের অংশ রূপে নিজেদের দেখায়। আমার বিশ্বাস অনুসারে এই শিক্ষার প্রধান প্রেরণা রাজ্যের বৃদ্ধি ও অন্তিম বিজয়, এবং রাজ্যের পুত্র-কন্যাদের প্রভাব।

যদিও শাস্ত্রের মধ্যে অন্যত্র তাড়ীকে সচরাচর মন্দের প্রতীক রূপে দেখানো হয়েছে, তথাপি এখানে এই দৃষ্টান্তে এটি মন্দের প্রতীক নয়, কিন্তু এই পৃথিবীতে তাড়ী ঈশ্বরের রাজ্যের উপস্থিতি ও প্রভাব জানায়। যদি এখানে এটি মন্দের প্রতীক হয়, তাহলে দৃষ্টান্তটি রাজ্যের পূর্ণ বিকৃতি শিক্ষা দেয়, যা শাস্ত্রে উল্লিখিত মন্দের ওপরে উত্তমের অন্তিম জয় সম্বন্ধে জোরালো আবেদনের সঙ্গে মানানসই নয়। অথচ শাস্ত্রানুসারে শয়তানের ওপরে ঈশ্বর বিজয়ী, এবং রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু রূপে খ্রীষ্ট বিজয়ী।

গুপ্ত ধন ও উত্তম মুক্তার দৃষ্টান্ত (মথি ১৩:৪৪-৪৬)

এই দুটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত, যেগুলি আসলে এক জোড়া, সেগুলি রাজা ও তাঁর রাজ্যের প্রতি আনন্দময়, পূর্ণ সমর্পণের এক চমৎকার চিত্র। এগুলি আমাদের বলে ঃ "যদি তোমাদের কাছে যীশু খ্রীষ্ট কোন কিছু হন, তাহলে যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের কাছে সব কিছু, কারণ যতক্ষণ না তোমাদের তরে যীশু খ্রীষ্ট সব কিছু হন, তাহলে তোমাদের তরে যীশু খ্রীষ্ট আসলে কোন কিছু নন"।

আসলে আমরা ঈশ্বরের রাজ্য দেখি নি, যে রাজ্য সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা যতক্ষণ না আমাদের চোখের সামনে ভাসে যে এই রাজ্য মহত্তম বিষয়, যা আমরা কখনও দেখি নি। স্বর্গরাজ্য আমাদের আনন্দময়, সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন পাওয়ার যোগ্য। এই দৃষ্টান্তগুলি শিক্ষা দেয় যে এই রাজ্যকে আসলে আমরা কখনও বুঝতে পারবো না, অথবা প্রশংসিত করবো না, যতক্ষণ না আমাদের যাবতীয়

সম্পত্তি আনন্দ সহকারে আমরা বিক্রয় করতে চাইব, এবং রাজার কাছে নিজেদের সমর্পণ করবো, যিনি এই রাজ্যে আমাদের নিয়ে যান।

ক্ষমাশীলতা সম্বন্ধে এক দৃষ্টান্ত (মথি ১৮:১৫-৩৫)

এই গভীর দৃষ্টান্তমূলক প্রসঙ্গটি আমাদের ভ্রাতাকে ক্ষমা করা সম্পর্কে নির্দেশ। পিতর শুধালেন, আমার ভ্রাতাকে আমি কত বার ক্ষমা করবো, যে আমার বিপক্ষে অপরাধ করে? ঐ সময়ের পরম্পরা অনুসারে ভ্রাতাকে সাত বার ক্ষমা করা যেত; হয়তো সেই কারণে পিতর সাত সংখ্যা উল্লেখ করলেন। যীশুর শিক্ষা অনুসারে ভ্রাতাকে অশুনতি বার ক্ষমা করতে হবে। এর আসল মানে "সাতগুণ সত্তর বার, অর্থাৎ প্রতিদিন অসংখ্য বার ক্ষমা করতে হবে। এ সম্পর্কে মৌলিক যুক্তি পরবর্তী দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

বড় আকারের যে দেনা ক্ষমা করা হয়েছিল, সেটা আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করার প্রতীক, যখন আমরা প্রথমবার পরিত্রাণ জানতে পারি। আমাদের পরিত্রাণে আমাদের রাশি রাশি "দেনা" বাতিল হয়, অথবা আমাদের কৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়।

এই দৃষ্টান্তটি শিষ্যের প্রার্থনার পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম। যীশু আমাদের শিক্ষা দিলেন, যেন আমরা সমস্ত দেনা মুকুবের আশায় আমরা অনুনয় করি, যেমন আমাদের দেনাগ্রস্তদের আমরা ক্ষমা করি। এছাড়া ভীতিজনক মন্তব্য সহকারে তিনিও সেই প্রার্থনার নির্দেশ মানলেন, অর্থাৎ আমাদের বিপক্ষে যারা অপরাধ করে, আমরা যদি তাদের ক্ষমা না করি, তাহলে আমাদের পিতা আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

একই মন্তব্য সহকারে এই দৃষ্টান্ত বলা শেষ হলো। পরিত্রাণের সুসমাচার ঘোষণা করে ঃ "যখন যীশু ক্রুশে মরলেন, তিনি দেনাগ্রস্ত না হয়েও দেনা শোধ করলেন, কারণ আমাদের দেনা আমরা মেটাতে পারি নি"। আমরা ক্ষমা পাই না, যেহেতু আমরা ক্ষমা করি। আমরা দেখাই, যেহেতু আমরা সত্যি বিশ্বাস করি যে আমরা ক্ষমা পেয়েছি, কারণ আমরা অন্যদের ক্ষমা করছি। আমরা অবশ্যই অন্যদের ক্ষমা করবো, কেননা ঈশ্বর খ্রীষ্টের পক্ষে আমাদের ক্ষমা করেছেন (ইফিষীয় ৪:৩২; কলসীয় ৩:১২, ১৩)।

বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে এক দৃষ্টান্ত (মথি ২১:২৩, ২৮-৩১)

যীশুর অত্যন্ত মুগ্ধকর দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে এটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। যখন ঈশ্বর এক মানুষ হলেন ও পৃথিবীতে এলেন, যেখানে পরিচিতি থাকার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে, সেখানে পরিচিতি বিনা তিনি মানুষ হলেন, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ দেখালেন। যীশু ও ফরীশীদের মধ্যেকার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি তাঁর ভূমিকায় যথেষ্ট মূল্য দেখালেন, এবং নিজের পরিচয়ে যৎসামান্য মূল্য দেখালেন। তাঁদের বিপরীত অগ্রগণ্যতা ছিল। এই ছোট দৃষ্টান্তের অন্তঃস্থলে বৈপরিত্য দেখানো হলো।

এই দৃষ্টান্তে দুই পুত্রের একই বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওরা বিপরীত কাজ করলো। অতএব, তাদের সাক্ষ্য অর্থহীন ছিল, এবং তাদের ভূমিকায় তারা চূড়ান্ত পরিচয় দিল। ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগটি ছিল সুস্পষ্ট, অর্থাৎ ঐ সময় ধর্মীয় জগৎ যে ধরনের পরিচিতি সমর্থন

করতো যীশু ও যোহন বাপ্তাইজকের সেই প্রকার কোন পরিচয় ছিল না। তাঁদের কর্ম সম্পর্কে বলা যায়, ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ঈশ্বরের কর্মীর পুত্র রূপে তাঁরা তাঁদের পরিচয় দেন নি। কিন্তু তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে বলা যায়, বিষয়টা স্পষ্ট যে যীশু ও যোহন বাপ্তাইজক উভয়েই দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ছিলেন এবং তাঁরা পিতার কর্ম করছিলেন।

অন্য দিকে, ধর্মীয় নেতারা ছিলেন বাক্‌পটু এবং তাঁদের কোন ভূমিকা ছিল না। তাঁদের পোশাক, কথার ফাঁদ ও ধর্মীয় মর্যাদায় ছাপ ছিল যে তাঁরা ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ঈশ্বরের পুত্ররূপে কর্মরত ছিলেন। পক্ষান্তরে, তাঁদের ভূমিকার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁরা পিতার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ছিলেন না এবং পিতার কর্মে জড়িত ছিলেন না।

যখন যীশুর পরিচয় জানতে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, তিনি গভীর ভঙ্গীতে জবাব দিলেন। তাঁর ভূমিকা ছিল তাঁর পরিচয়, এবং আমরা নিজেদের প্রবঞ্চনা করছি, যদি না উপলব্ধি করি যে নিজেদের সাফাই গাইবার বদলে অবশেষে আমাদের ভূমিকা আমাদের আসল পরিচয়। পরিসংখ্যান অনুসারে আজকের দুনিয়ায় কুড়ি লক্ষ পালক আছেন, এবং একশো হাজারের চেয়ে কিছু কম সংখ্যক পালকের সেমিনারি উপাধি রয়েছে। এর মানে হলো, আজ পৃথিবীতে অধিকাংশ পালকের যীশুর মুখনিঃসৃত এই দৃষ্টান্ত শ্রবণ করা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত ঘটনা এই গভীর দৃষ্টান্ত-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যার মত।

এক নিঃসঙ্গ জীবন

"তিনি এক নগণ্য গ্রামে এক গ্রাম্য মহিলার সন্তান ছিলেন। ত্রিশ বৎসর অবধি তিনি এক ছুতার মিস্ত্রীর দোকানে কাজ করলেন, এবং পরে তিন বৎসর যাবৎ দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করলেন, লাকদের সঙ্গে আলাপ করতে বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘক্ষণ থামলেন, তাদের কথা শুনলেন ও যথাসাধ্য তাঁর সাহায্যের হাত বাড়ালেন।

"তিনি কোন দিন বই লেখেন নি, সাড়া জাগানো রেকর্ড বের করেন নি, প্রকাশ্যে কাজ করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করেন নি, তাঁর পরিবার বা নিজস্য আবাস ছিল না। তিনি এমন কোন কাজ করেন নি যাতে মহত্বের ছোঁয়া আছে। নিজস্ব অস্তিত্ব ছাড়া তাঁর কোন পরিচয় ছিল না।

"যখন তাঁর কেবল তেত্রিশ বৎসর বয়স ছিল, জনস্রোত তাঁর বিরোধিতা করলো ও তাঁর বন্ধুরা তাঁকে অগ্রাহ্য করলো। যখন তাঁকে ধরা হলো, অল্প সংখ্যক মানুষ তাঁর পক্ষে কিছু করতে চাইলো। প্রহসন যুক্ত বিচারের পরে প্রাদেশিক সরকার দাগী দস্যুদের সঙ্গে তাঁকে দণ্ড দিলো। কেবল এক উদার বন্ধু তার নিজস্ব সমাধি-ক্ষেত্র উৎসর্গ করলো, যেখানে যীশুকে কবরস্থ করা হলো।

"এই সকল ঘটনা কুড়ি শতাব্দী আগে ঘটলো; তথাপি আজও তিনি মানব-জাতির নেতৃ-স্থানে রয়েছেন এবং তিনিই প্রেমের চূড়ান্ত আদর্শ। একথা বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে সমস্ত সেনা-বাহিনী যারা মিছিল করেছে, যে সকল নাবিক জাহাজ চালিয়েছে, যে সমস্ত প্রশাসক শাসন করেছে, যে রাজারা এই পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে তারা সকলে মিলে এই এক নিঃসঙ্গ মানুষের মত পৃথিবীর মানুষের জীবন প্রভাবিত করতে পারে নি" (ফ্রেড বক্)।

খর্জুর-পত্র রবিবারের দৃষ্টান্ত (মথি ২১:৩৩-৪৬)

অসংখ্য মানুষ জানে যে প্রথম খর্জুর-পত্র রবিবারে যীশু এক ক্ষুদ্র গর্দভের পিঠে চেপে যিরূশালেমে গিয়েছিলেন। আপনি কি কখনও পড়েছেন গর্দভের পিঠ থেকে নেমে যীশু কী করেছিলেন? এক ডুমুর বৃক্ষকে অভিশাপ দিয়ে ও মন্দির পরিষ্কার করে যীশু এই ভীতিজনক পরাক্রমী দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করলেন। যীশু ও এই ধর্মীয় নেতাদের পারস্পরিক কথোপকথন দ্বারা চরম বৈরিতা শুরু হলো।

দৃষ্টান্তটির বিষয়বস্তু যেন এক চিত্র, যেখানে ঈশ্বর তাঁর ভাববাদিদের (দাসদের) পাঠাচ্ছেন, যেন তাঁরা তাঁর রাজ্যের ফসল সংগ্রহ করেন। যখন এই দাসদের প্রতি লজ্জাজনক আচরণ করা হলো, তখন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিকের পুত্রকে পাঠানো হলো, যেন তিনি তাঁর পিতার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফসল তোলেন। দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিকের বিশ্বাস ছিল কৃষকেরা তাঁর পুত্রকে সম্মান জানাবে; কিন্তু তাঁকে সম্মানিত করার পরিবর্তে তারা তাঁকে হত্যা করলো। এই দৃষ্টান্তে স্বাভাবিক ভাবে যীশু সেই পুত্র, এবং এই ধর্মীয় নেতারা সেই মুহূর্তে তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করছিলেন।

এই দীর্ঘ অধ্যায়ের শেষাংশে যীশু কথিত কিছু রূঢ় কথা পাওয়া যায়, যেখানে যীশু ভীতিজনক উপমা কাজে লাগালেন, যেন ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশে এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা যায়। তিনি এই উপমা দিলেন, যেন প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় নেতাদের ভালভাবে জানানো হয়, যেহেতু তাঁরা রাজ্যের ফসল তুলে আনছেন না, সুতরাং তাদের কাছ থেকে এই রাজ্য নিয়ে অন্যদের দেওয়া হবে, যারা সেই রাজ্যের ফসল তুলে আনবে।

আমরা দেখতে পাই, প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তকে আক্ষরিকভাবে সেই ঘটনা ঘটলো। যখন ঈশ্বরের মনোনীত লোকেরা মণ্ডলীতে পরিণত হলো (প্রেরিত ১০, ১১)। উপরোক্ত উপমা থেকে এই দৃষ্টান্ত শিক্ষা দেয়, যখন খ্রীষ্টের উদ্দেশে নিবেদিত পাষাণে ঈশ্বরের লোকেরা পতিত হতে পারে না, এবং তাঁর প্রতি, তাঁর ইচ্ছায় ও তাঁর কাজে ব্যর্থ হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন সেই পাষাণ কার্যত তাদের ওপরে হবে ও তাদের চূর্ণ বিচূর্ণ করবে।

শাস্ত্রে উল্লিখিত ডুমুর বৃক্ষ ইস্রায়েলের প্রতীক। এই অধ্যায়ের শেষে ডুমুর বৃক্ষের প্রতি তাঁর অভিশাপ সম্পর্কে যখন আমরা উপমাটি সম্পর্কিত করি, আমরা উপলব্ধি করি, ইস্রায়েলের নেতাদের উদ্দেশে যীশু বলছেন যে তাঁর মাধ্যমে তাঁর পিতা ঈশ্বর একই কাজ করছেন, প্রান্তরে ইহুদী লোকেদের প্রতি তিনি যে কাজ করেছিলেন। এই সংযত দৃষ্টান্তের সঙ্গে গণনাপুস্তকের ভীতিজনক চৌদ্দ অধ্যায় সম্পর্কিত হওয়া উচিত। প্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানদের উদ্দেশে ঈশ্বর দশবার অলৌকিক কর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করলেন। এবারে তিনি ঘোষণা করলেন যে প্রান্তরে তিনি তাদের বিনষ্ট করবেন, কেননা তারা তাঁকে বিশ্বাস করে নি, কনান আক্রমণ করলো না, এবং প্রতিজ্ঞাত দেশ লাভ করার দাবি জানালো না।

এক অর্থে বলা যায়, ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের প্রতি যীশু ক্রোধোন্মত্ত হয়েছিলেন, যখন প্রথম খর্জুর-পত্র রবিবারে তিনি তাঁদের কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিলেন। মণ্ডলীর ইতিহাস জুড়ে এই খর্জুর-পত্র রবিবার দৃষ্টান্তটি কয়েক বার সফল হয়েছে। পৃথিবীর নির্দিষ্ট অংশের মণ্ডলী থেকে "তিনি তাঁর প্রধান কার্যালয় সরালেন, যেখানে ঈশ্বরের রাজ্যের ফসল আর ফললো না; এই কার্যালয় অন্যত্র স্থাপিত হলো, যেখানে এই রাজ্যের পক্ষে মণ্ডলী ফসল উৎপন্ন করলো"।

যীশুর দৃষ্টান্তগুলি উপস্থাপন করার উপায়

সংক্ষিপ্ত তিনিটি সুসমাচারে সাতচল্লিশটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। মথি লিখিত সুসমাচারে যীশুর শিক্ষার এই আবশ্যকীয় আয়তন দেখানোর উদ্দেশে আমি কেবল কয়েকটি নমুনা মনোনীত করেছি। যীশু কথিত দৃষ্টান্তগুলি বিশেষভাবে ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে আমি আপনাকে উৎসাহিত করছি। আপনি যখন অধ্যয়ন করবেন, এই দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরার উপায় সম্বন্ধে কিছু চিন্তা আমি আপনাকে জানাতে চাই।

মনে রাখবেন, দৃষ্টান্ত হলো এক কাহিনী, কোন সত্য তত্ত্বের পাশাপাশি শিক্ষকেরা যা শেখাতে চান। শিক্ষাদান সম্পর্কে যীশু এই উপস্থাপনার সম্পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। যীশুর শেখানো প্রত্যেক দৃষ্টান্তের প্রধান সত্যে আমাদের নজর দিতে হবে, কারণ তাঁর প্রত্যেক দৃষ্টান্ত একটি প্রাথমিক সত্যের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে।

যীশু প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলি তর্জমা করতে প্রয়াসী হলে প্রত্যেক দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গ বুঝে নেওয়া বড় প্রয়োজন। অতএব, যীশু প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলি যখন আপনি অধ্যয়ন করবেন, নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি আপনি নিজেকে শুধাবেন, যথাঃ কোন্ প্রসঙ্গ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো? এই দৃষ্টান্ত কোথায় দেওয়া হলো? এই দৃষ্টান্ত কখন্ বলা হলো? কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে, সক্রিয়তায় অথবা মানুষের সঙ্গে কথোপকথনে এই দৃষ্টান্ত সহযোগে শিক্ষা দিতে হলো? কাদের উদ্দেশে এই দৃষ্টান্ত বলতে হলো? আপনার মতানুসারে এই দৃষ্টান্ত শেখানোর পক্ষে যীশুর কী উদ্দেশ্য ছিল? প্রাথমিক কোন্ সত্যের পাশাপাশি যীশু এই কাহিনী বললেন? যীশুর দ্বারা যদি তর্জমা দেওয়া হলো, তাহলে এই তর্জমা গ্রহণ করুন। যদি তা না হয়, তাহলে আপনার তর্জমায় আপনি বিনম্র থাকুন। একটি দৃষ্টান্তে এক সঠিক তর্জমা থাকতে পারে, কিন্তু অনেক ভাবে প্রয়োগ করুন। অতএব, সর্বদা নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমার জীবনে, আমার পরিবারে ও আমার মণ্ডলীতে ঈশ্বর কী ভাবে এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে চান?

অধ্যায় ১১

"সঞ্চিত ধন সম্পর্কে মথিতে উল্লিখিত যীশুর শিক্ষা"

আর একটি মহৎ আমন্ত্রণ

"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকসকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু" (মথি ১১:২৮-৩০)।

আমরা দেখতে পাই, যীশু তাঁর মহত্তম বক্তৃতার শেষে এক আমন্ত্রণ দ্বারা তাঁর শিক্ষাদানের রায় জানতে চাইলেন। এটি তাঁর মহত্তম আমন্ত্রণগুলির অন্যতম আমন্ত্রণ। তাদের সকলের উদ্দেশে

এটি নিবেদিত, যাদের ভারী বোঝা রয়েছে, যারা নিজেদের শক্তিতে ভারী বোঝা বইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়েছে। বোঝাগুলো আরও বড় হয়ে উঠেছে, যা সহ্যাতীত হয়েছে। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তারা খ্রীষ্টের কাছে আসবে, ভারী বোঝা থেকে মুক্তি পাবে, তাদের চিত্তে বিশ্রাম মিলবে, সহজ জীবন আবিষ্কার করতে পারবে ও তাদের বোঝা হাল্কা মনে হবে।

প্রথমে এটা মনে হতে পারে, আমরা তাঁর কাছে আসবো এবং তিনি আমাদের বোঝা লাঘব করবেন। কিন্তু যখন আরও নিবিড়ভাবে আমরা এই আমন্ত্রণ বিবেচনা করি, তখন উপলব্ধি করি যে তাঁর কাছে আসতে ও শিখতে তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তাঁর বোঝা, তাঁর হৃদয়, তাঁর যোঁয়ালি সম্বন্ধে শিখবার জন্য আমরা আমন্ত্রিত।

এই পৃথিবীতে যীশু যে বোঝা বহন করলেন, তার চেয়ে বেশি বোঝা কোন মানুষ কখনও বহন করে নি। তবুও তিনি বলেছেন ঃ "আমার ভার লঘু"! যদি আমাদের চিত্তের পক্ষে আমরা বিশ্রাম চাই, এবং বোঝামুক্ত হতে চাই, তাহলে যিনি আমাদের শেখালেন, যারা মৃদুশীল, তারা আশিসধন্য হবে, তিনি আমাদের আমন্ত্রণ দিচ্ছেন, যেন তাঁর বিনম্রতা ও মৃদুশীল হৃদয় সম্বন্ধে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি।

এবারে তিনি তাঁর যোঁয়ালি সম্বন্ধে শিখতে আমাদের আমন্ত্রণ দিলেন। যীশু খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃঙ্খলা গ্রহণ করতে এবং খ্রীষ্টের শিষ্য রূপে তাঁর যোঁয়ালীর অংশী হওয়ার জন্য আমরা আমন্ত্রিত। এই আমন্ত্রণ বুঝবার চাবি হলো এর তাৎপর্য বিবেচনা করা, যখন তিনি আমাদের আমন্ত্রণ দিলেন, তোমাদের জীবনে তোমরা আমার "যোঁয়ালি" তুলে নাও।

যোঁয়ালি এক বোঝা নয়, কিন্তু এক অবলম্বন, যার সাহায্যে বোঝা বহন করা সম্ভব হয়। একটি গরুর গাড়ী সম্বন্ধে চিন্তা করুন, যার ওপরে জাহাজের পর্যাপ্ত মাল চাপানো হয়েছে। এবারে আপনি অনুমান করুন, একটি গরু লাগিয়ে আপনি সেই গাড়ী চালাতে চান। পরে একটা যোঁয়ালির উদ্দেশ্য হয়তো আপনি উপলব্ধি করবেন। একটি গরুর এমন বুদ্ধি বা নিয়মানুবর্তিতা নেই, যার দ্বারা সে গাড়ীটাকে সোজা সামনের দিকে টানতে পারে, কিন্তু গরুর স্কন্ধে যোঁয়ালি দিলে সে বোঝাপূর্ণ গাড়ী টানতে পারে। যোঁয়ালি একটা যন্ত্র, যা একটি গরুকে অসম্ভব কাজ করার যোগ্যতা দেয় এবং তার পক্ষে গরুর গাড়ী টানা সম্ভব হয়।

একই ভাবে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক নিয়ম এক "যোঁয়ালি", জীবনের ভারী বোঝাগুলি বহন করতে এই শিক্ষা ও নিয়ম আমাদের পক্ষে সম্ভাবনা এনে দেয়। যীশু এটাই বলতে চাইলেন, যখন আমাদের উদ্দেশে তিনি শপথ রাখলেন যে তাঁর যোঁয়ালি গ্রহণ করলে আমাদের জীবন সহজ ও আমাদের বোঝা হাল্কা হবে, কেননা আমরা তাঁর সঙ্গে একত্রে যোঁয়ালি দ্বারা আবদ্ধ।

এই মহৎ আমন্ত্রণ পেয়ে খ্রীষ্টের কাছে আসতে হবে। মণ্ডলীতে, বাইবেল অধ্যয়নে, সাহায্যকারী দলে, এক সভাতে অথবা মণ্ডলীর অনেক কর্মকাণ্ডের একটিতে আসার জন্য তিনি আমাদের আমন্ত্রণ দিচ্ছেন না, যেগুলোর দ্বারা খ্রীষ্টের কাছে আসবার কথা। আমন্ত্রণ অনুসারে খ্রীষ্টের কাছে আসতে হবে। তাঁর কাছে আসতে ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে তিনি আমাদের আমন্ত্রণ দিচ্ছেন। এছাড়া জীবনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমাদের প্রতি তাঁর আমন্ত্রণ রয়েছে, যেমন তিনি জীবনের মোকাবিলা করলেন। যদি তাঁর মূল্য ও আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে আমরা জীবনের দিকে

তাকাই, তাহলে আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞা আছে যে আমাদের চিত্তের জন্য আমরা বিশ্রাম পাব, আমাদের ভারী বোঝা লাঘব হবে এবং আমাদের জীবন হবে অনায়াস ও সহজ, কেননা তাঁর সঙ্গে এক সম্পর্কে আমরা যোঁয়ালিতে আবদ্ধ থাকি।

রাজ্য এক মণ্ডলীতে পরিণত হয় (মথি ১৬:১৩-২৩)

সুসমাচার গুলিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ, কারণ যীশু এই প্রথমবার "মণ্ডলী" শব্দ উল্লেখ করলেন। তিনি এবং যোহন বাপ্তাইজক ঈশ্বরের রাজ্য-সম্বন্ধীয় শুভ বার্তা প্রচারে তাঁদের প্রকাশ্য পরিচর্যা শুরু করলেন। পর্বত-শিখরে এবং তাঁর দৃষ্টান্ত গুলিতে তিনি স্বর্গরাজ্য অথবা ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ঘোষণা করলেন। এই সময় যীশু ঘোষণা করলেন যে তিনি তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করবেন এবং নরকের দ্বারগুলি তাঁর মণ্ডলী নির্মাণ থামাতে পারবে না। এছাড়া তিনি ঘোষণা করলেন, প্রেরিত পিতরের ওপরে তিনি তাঁর মণ্ডলী নির্মাণ করবেন।

এই ঘোষণা প্রসঙ্গে যীশু তাঁর প্রেরিতদের শুধালেন ঃ "তোমরা কি বল, আমি কে?" পিতর উত্তর দিলেন ঃ "আপনি সেই খ্রীষ্ট জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"! পিতরের এই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তির প্রত্যুত্তরে যীশুর কথা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দান্তরে ও সংক্ষিপ্তবচনে এই সাড়াদানে যীশু যেন বলছেন ঃ "শিমোন, তুমি সবজান্তা নও। আমার পিতা তোমার কাছে বিষয়টা প্রকাশ করলেন! এই আশ্চর্যজনক বিষয়ের ওপরে আমি আমার মণ্ডলী গঠন করবো, যেন তোমার মত মানুষজন এই প্রকার আশ্চর্য কথা বলতে পারে। পিতর, সাধারণ লোকেরা অসাধারণ কাজ করবে, কেননা তাদের জীবনে পবিত্র আত্মা বাস করেন। পিতর, এই মণ্ডলীর বিপক্ষে নরকের পরাক্রম সকল প্রবল হবে না, কেননা আমার মণ্ডলীর মধ্যে ও পেছনে পবিত্র আত্মার পরাক্রম থাকবে"।

যদিও এটি আলাদা বক্তব্য, তবুও এই বক্তব্যকে আমরা বিরোধী রূপে দেখবো না। যীশু কি এক রাজ্য অথবা এক মণ্ডলী গঠন করছিলেন? কোনটাই নয়, অথবা দুটোই। রাজ্য হলো পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছার এক অভিব্যক্তি, যেমন স্বর্গে রয়েছে। মণ্ডলী এই রকমই হবে, যখন এটি সত্যি তাঁর মণ্ডলী হবে, অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা সম্পন্ন হবে।

এই পরিচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য, কারণ যীশু যখন তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে এক মিশন-উক্তি রাখছিলেন, পিতর তাঁর প্রভুর প্রতি মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। তখন যীশু পিতরের দিকে মুখ ফেরালেন, যিনি অতি সম্প্রতি এক পাত্র হলেন, যাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর কথা বললেন, তাঁকে যীশু "শয়তান" সম্বোধন করলেন। এই মানুষকে যীশু জানালেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার পথে তুমি দাঁড়িয়ে আছো, ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিরোধ করছো, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত না করে শয়তানের ইচ্ছা ব্যক্ত করছো।

পিতর ও যীশুর মধ্যে এই বিস্ময়কর বাক্য বিনিময় সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয়, আমরা সাধারণ পুরুষ বা মহিলা হলেও আমাদের মাধ্যমে অসাধারণ কর্মকাণ্ড ঘটে, কারণ পবিত্র আত্মা আছেন। এই প্রাণবন্ত বাক্য বিনিময় ভীতিজনক বিপরীত বিষয়ও শিক্ষা দেয়। আমরা সেই পাত্র হতে পারি, যাদের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা রুদ্ধ হয় এবং পৃথিবীতে শয়তানের ইচ্ছা সাধিত হয়। কেবলমাত্র কয়েক মিনিটে একই ব্যক্তির মাধ্যমে এই দুটি সম্ভাবনা ব্যক্ত হতে পারে!

যীশু সম্বন্ধে আমরা কী বলি?

ঘটনাটি এই প্রকার ঃ যীশু মধ্য রাত্রে এক ঈশতাত্ত্বিক শিক্ষায়তনের দ্বারে ফিরে এলেন। যীশু ঘন্টা বাজালেন, এবং শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষ যখন সাড়া দিলেন, যীশু তাঁকে শুধালেন, "তুমি কী বলো, আমি কে"? শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষ উত্তর দিলেন ঃ "কেন, আপনি আমাদের সত্তার অস্তিত্বসম্পন্ন মূল। আপনি এমন এক আধার, যার দ্বারা আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক স্থির করি"! যীশু বললেন, "কী?" এটি সমালোচনামূলক আবশ্যকীয় বিষয় যে প্রেরিতদের প্রতি যীশুর এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের জানা আছে। আমাদের জানা প্রয়োজন যে তিনি যীশু খ্রীষ্ট, মশীহ, প্রতিজ্ঞাত উদ্ধারকর্তা ও জগতের ত্রাণকর্তা।

যীশুর নেতৃত্বকারী দর্শন (মথি ২৩:১-১২)

এই পরিচ্ছেদটি যীশুর আন্দোলনমূলক নেতৃত্বকারী দর্শন উপস্থাপন করে। এই শিক্ষা তাঁর আগেকার শিক্ষা-বিষয়ের যথেষ্ট সমরূপ, যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, তোমরা পরস্পর সেবা করো, যেমন আমি নিষ্ঠা সহকারে তোমাদের সেবা করলাম (মথি ২০:২০-২৮)। এই একই সত্য তিনি তাঁদের দেখালেন ও শেখালেন, যখন ওপরের কুঠরীতে তিনি তাঁদের চরণ ধুয়ে দিলেন (যোহন ১৩:১-১৭)। এই সময় তিনি তাঁর রাজ্যের (মণ্ডলী) পক্ষে নেতৃত্বকারী কাঠামো বলার সময় অধিকতর মনস্ক ছিলেন, যা সেবা ও বিনম্রতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

যদি আজকের দিনে আমাদের মণ্ডলীগুলিতে নেতৃত্বকারী এই দর্শন বাস্তবায়িত করতে আমরা প্রয়াসী হই তাহলে উপলব্ধি করবো, সারা বিশ্বে মণ্ডলীর মত কোন কিছু নেই। এই শিক্ষা অনুসারে, এবং মথি কুড়ি অধ্যায় অনুযায়ী মণ্ডলী এক বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক সমাজ হওয়া উচিত, যেখানে পৃথিবীর নিয়মানুসারে কোন "উচ্চ-নীচ" ব্যবস্থা থাকবে না।

এখানে যীশু তিনটি নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ উল্লেখ করলেন। তাঁর নেতৃত্বকারী দর্শন উপস্থাপনায় তিনি অধ্যাপক ও ফরীশীদের আচরণ জানালেন, যেন তিনটি নিষেধ-বাণী শোনার জন্য প্রেরিতগণ প্রস্তুত হন। যীশু তাঁর নেতৃত্বকারী দর্শন সম্বন্ধে যা বিশ্বাস করতেন ও শেখাতেন, অধ্যাপক ও ফরীশীরা সেগুলির বিরোধী ছিলেন। "উচ্চ-নীচ" বিষয়টাতে জোরালো আবেদন রাখতে তাঁরা ভালবাসতেন, নিজেদের উচ্চ স্থানে ও অন্যদের নিম্ন স্থানে রাখতেন। ভোজ-গৃহে বড় টেবিল তাঁদের পছন্দ ছিল, এবং প্রকাশ্য স্থানে "রব্বি", "শিক্ষক", এবং "পিতা" নামে সম্বোধিত হতে ভালবাসতেন।

এই ধর্মীয় নেতাদের পেছনে রেখে যীশু তাঁর মণ্ডলীর নেতৃত্বকারী কাঠামোতে তিনটি নিষিদ্ধ-শব্দ জানালেন। যীশু আমাদের বলেছেন, তোমরা কেউ "রব্বি", "গুরু" বা "শিক্ষক" নামে সম্ভাষিত হইও না। কারণ আমাদের একজন রব্বি আছেন, তিনি খ্রীষ্ট এবং ভ্রাতা হিসেবে আমাদের সকলের পর্যায় একই! একই প্রসঙ্গে যীশু আমাদের বলেছেন, কেউ যেন "পিতা" অথবা "শিক্ষক" নামে তোমাদের সম্বোধন না করে। কোন কোন অনুবাদে এই শিক্ষককে "নেতা" বলা হয়েছে। এই নির্দেশনার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি হলো, তোমাদের পিতা হলেন ঈশ্বর, এবং তোমাদের শিক্ষক বা নেতা হলেন খ্রীষ্ট, এবং ভ্রাতা হিসেবে তোমরা সকলে একই পর্যায়ভুক্ত।

আজকের দিনে আমাদের মণ্ডলীগুলির নেতৃত্বকারী কাঠামোতে যীশুর এই নেতৃত্বকারী

দর্শন আমরা কীভাবে প্রয়োগ করি? বর্তমানে মণ্ডলীর কোন কোন অংশে "উচ্চ-নীচ" সম্পর্কে জোরালো ভাব আমার পক্ষে বুঝে ওঠা ভীষণ মুশকিল। সর্ব প্রকার ফাঁদ এবং বাহ্যিক উজ্জ্বল প্রতীকগুলির সঙ্গে "মর্যাদার বুদ্ধিদীপ্ত" জগৎও কথা বলে, অন্যের চেয়ে এই মানুষ ভাল, অথবা অন্যের চেয়ে এর যোগ্যতা বেশি; এটি বর্তমান সময়ের প্রতিষ্ঠানগত মণ্ডলীর কোন কোন বিভাগে অতি প্রচলিত বিষয়, যেমন সামরিক বিভাগে দেখা যায়। যীশু শিক্ষা দেন যে মণ্ডলীর নেতৃত্বকারী কাঠামো ভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত (মথি ২৩:১১, ১২; যাকোব ২:১-৯)।

জৈতুন পর্বতে প্রদত্ত উপদেশ (মথি ২৪, ২৫)

এটি যীশুর দ্বিতীয় আগমন ও পৃথিবীর শেষ দশা সম্বন্ধে যীশুর উপদেশ। ওপরের কুঠরীতে তাঁর উপদেশের মত সংলাপ ও পরে আরো সংলাপ দিয়ে এই উপদেশ শুরু হলো। তিনি ও প্রেরিতগণ শলোমনের মন্দিরে গেলেন এবং মন্দিরের নয়নাভিরাম কারুকার্য সম্বন্ধে প্রেরিতগণ কিছু মন্তব্য করলেন। প্রত্যুত্তরে যীশু ঘোষণা করলেন, সময় আসছে, যখন এই বিখ্যাত মন্দিরের পাথরগুলো পরস্পরের সঙ্গে থাকবে না।

প্রেরিতগণ যীশুর কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন, যথা ঃ "এই ঘটনা কখন্ ঘটবে? আপনার আগমনের চিহ্ন কেমন হবে? পৃথিবী সমাপ্তির চিহ্নই বা কী?" যখন আপনি যীশুর এই উপদেশ অধ্যয়ন করবেন, তখন প্রেরিতগণের এই তিনটি প্রশ্ন ও এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে যীশুর উত্তর আপনার জন্য এই গভীর উপদেশ যেন রূপরেখা বানিয়ে দেয়।

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন একটি ঘটনা নয়, কিন্তু এতে অনেক ঘটনা সারিবদ্ধ ভাবে রয়েছে। বাইবেল-সম্মত সকল ভাববাণী অনুসারে প্রত্যেক ঘটনাকে আলাদা করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেহেতু সমস্ত ঘটনা থেকে আসন্ন ভবিষ্যতের সম্পর্কযুক্ত ঘটনাগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা দূরবর্তী ভবিষ্যতের জন্য আগাম সংবাদ। এই উপদেশ প্রদানের চল্লিশ বৎসর পরে রোমীয়েরা এই মন্দির পুরোপুরি ধ্বংস করলো। একটি পাথরও অন্য পাথরের ওপরে রইল না। সেই মহা বিপর্যয়ের ঘটনা নিশ্চিতরূপে এই উপদেশে বলা হলো।

প্রেরিতদের প্রশ্ন "এই ঘটনাগুলি" এবং যীশুর উত্তর মন্দির ধ্বংসের সঙ্গে সম্পর্কিত। "এক জনকে লওয়া যাইবে, এবং অন্য জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে" বিষয়টা মণ্ডলীর উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা, যা প্রেরিত পৌল শিক্ষা দিলেন, যেমন মথি তাঁর সুসমাচারে উল্লেখ করেছিলেন (মথি ২৪:৪০; ১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-১৭)। প্রকাশিত বাক্যে একই ভাবে মহাক্লেশ উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে মুদ্রাংকিত বিচার, তূরীধ্বনি ও মহাক্লেশ সম্বন্ধে সুগভীর ভাববাণী রয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ৬-১৯)।

প্রেরিতেরা এই তিনটি ঘটনার চিহ্ন জানতে চাইলেন। যীশু শিক্ষা দিলেন, এই সকল ঘটনা কখন্ ঘটবে তা কেউ জানে না। কিন্তু আগত মন্দ আবহাওয়ার চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ে; তাঁর আগমন ও পৃথিবী শেষ হওয়ার বিভিন্ন চিহ্ন নজরে আসবে। কতকগুলো চিহ্ন হলো ঃ যুদ্ধ, যুদ্ধের জনরব (আমরা বলি যুদ্ধের উড়ো খবর, "শীতল যুদ্ধ")। জাতি ও রাজ্যগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে উঠবে (এই বিবাদগুলিকে আমরা বিশ্বযুদ্ধ বলি)। দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও স্বপক্ষ ত্যাগও চিহ্ন। অতএব, এই তিনটি ঘটনা আমরা যেন মন দিয়ে গ্রহণ করি।

তিনি ভাববাণী দিলেন, তাঁর আগমন দর্শনীয় হবে, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেমন বিদ্যুৎ খেলে যায়, এবং সমস্ত চিহ্ন সফল হবে ও তিনি এমন সময় আসবেন যখন তাঁর আগমন সম্বন্ধে আমরা অচিন্তনীয় থাকবো। সে যাই হোক্, তাঁর চ্যালেঞ্জ অনুসারে আমাদের জাগ্রত ও নিশ্চিত থাকতে হবে, যেন তিনি যখনই আসেন আমাদের বিশ্বস্ত দাস দেখতে পান।

পঁচিশ অধ্যায়ে তিনটি দৃষ্টান্তের আকারে এই উপদেশে তাঁর প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথম দৃষ্টান্ত এ বিষয় জানায় যে তাঁর আগমন প্রত্যেক শূন্য পাত্রের বিচার করবে। বাইবেলে তৈলকে পবিত্র আত্মার প্রতীক বলা হয়েছে। মূর্খ কুমারীরা, যাদের পাত্রে তেল ছিল না; এই চিত্রের মত অনেকে মণ্ডলীতে থাকে, কিন্তু প্রভুর প্রত্যাবর্তনের সময় এদের আধ্যাত্মিক মানুষ বলা যাবে না। প্রথম দৃষ্টান্তের চ্যালেঞ্জ হলো, যখন বর (যীশু) পুনরায় আসবেন, যাদের (বিশ্বাসীরা) কাছে তেল থাকবে, তাদের কাছ থেকে তেল না পেয়ে অন্য জায়গা থেকে তেল জোগাড় করতে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রেরণা হলো, তাঁর আগমনে তৈলহীন প্রত্যেক জনের ওপরে বিচার আরোপিত হবে। বিভিন্ন প্রতিভা সম্বন্ধে এটি পরিচিত দৃষ্টান্ত। সেই প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, একদা ঈশ্বর যেমন মোশিকে শুধালেন ঃ "তোমার হস্তে ওখানি কী?" শাস্ত্রের অন্য স্থানে আমাদের জানায়, খ্রীষ্ট তাঁর আগমনের পরে বিচারাসনে বসবেন (১ করিন্থীয় ৩:১৩-১৫; ২ করিন্থীয় ৫:১০)। এই দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা দেয়, আমাদের এমন দাস হতে হবে, যারা বিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষের পরিচয় বহন করবে, ঈশ্বর যে দায়িত্বভার তাদের দিয়েছেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত এই মহৎ উপদেশের শিক্ষা প্রয়োগ করে যে প্রত্যেক শূন্য হৃদয়ে তাঁর দ্বিতীয় আগমন বিচার কার্যকর করবে, তৃষিত, ক্ষুধিত, বস্ত্রহীন, পীড়িত ও কারাবন্দীদের প্রতি যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। যাদের প্রতি যীশু "আমার ভ্রাতারা" সম্বোধন করেছেন, যারা এই দুর্ভাগ্য সইছে, তারা তাঁর শিষ্য, যারা মহৎ মিশনে কর্মরত থাকাকালীন নানা প্রকার দুঃখ, কষ্ট সয়েছে, খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীতে যাদের উৎসর্গ করেছেন।

অধ্যায় ১২

যীশু খ্রীষ্টের মহত্তম সংকট (মথি ২৬-২৮)

এই তিনটি অধ্যায়ে যেমন যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান লিপিবদ্ধ আছে, তেমনি যীশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও আদর্শ অধ্যায়গুলি থেকে আমরা জানতে পারি। এ প্রসঙ্গে যীশু নিস্তার পর্বের মূল ইহুদী আরাধনার আকৃতিকে মণ্ডলীর মূল আরাধনার আকারে পরিণত করলেন, যাকে বলা হয় ''The Eucharist'', "প্রভুর মেজ", অথবা "প্রভুর ভোজ" (প্রভুর সঙ্গে কথোপকথন)। এ ছাড়া তাঁর সর্বাধিক সংকটে তাঁর প্রার্থনা আমাদের কানে আসে, অর্থাৎ গেৎশিমানী উদ্যানে যীশু প্রার্থনা করলেন, যাকে বলা হয় "প্রভুর প্রার্থনা"।

যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে প্রেরিতদের ও অনেক শিষ্যদের উদ্দেশে মহৎ আদেশ দিলেন। অতএব, যখন আপনি এই অধ্যায়গুলি পড়েন, যেখানে তাঁর সর্বাধিক সংকট বর্ণিত হয়েছে, মণ্ডলীর

মূল আরাধনার আকৃতি, যীশুর আদর্শ প্রার্থনা ও যীশুর মহৎ আদেশ যত্ন সহকারে বিবেচনা করুন।

প্রভুর মেজ (মথি ২৬:১৭-৩৫)

যখন কোন এক স্বামীকে ও পিতাকে দীর্ঘ কালের জন্য তাঁর পরিবার থেকে দূরে থাকতেই হয়, তিনি তাঁর ফটো তোলান ও সেই ছবি তাঁর পরিবারকে দেন। পরিবারের কাছে এই ছবি অত্যন্ত আবশ্যকীয় হয়, যখন তাঁরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকেন। যখন তিনি সফর থেকে ফিরে আসেন, এবং পরিবারের সকলে তাঁদের প্রেমের আবর্তনে পুনরায় তাঁকে ফিরে পান, তাদের আর ঐ ছবি রাখার প্রয়োজন হয় না।

এক অর্থে এই তাৎপর্য যীশু বোঝাতে চাইলেন, যখন তিনি এই আরাধনার আকার দেখালেন। তিনি জানতেন, দীর্ঘ কালের জন্য তিনি চলে যাচ্ছিলেন। অতএব, তাঁর মণ্ডলীর উদ্দেশে তিনি তাঁর "ছবি" দিলেন, এবং অনেক কথায় তিনি আমাদের বললেন "যখন আমি দূরে থাকি, আমি চাই, এই ছবিতে চোখ রেখে তোমরা আমাকে স্মরণ করবে"। যখন তিনি পুনরায় ফিরে আসবেন, তখন আর এই ছবি রাখার প্রয়োজন হবে না; কিন্তু যতক্ষণ তিনি না আসেন, তিনি এই নির্দিষ্ট উপায় রেখেছেন, যেন এই উপায় অবলম্বন দ্বারা আমরা তাঁকে স্মরণ করি।

যখন যীশু ওপরের কুঠরীতে তাঁর প্রেরিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি জানতেন, তাঁদের কয়েকজন বাক্যরূপ ছবি থেকে তাঁকে স্মরণ করবেন, যাঁরা চারটি সুসমাচার লিখেছিলেন। তিনি জানতেন, শিষ্যেরা তাঁকে বিভিন্ন ভাবে স্মরণ করবেন, যেমন যীশুর দ্বারা মৃতকে উত্থাপন, পীড়িতকে সুস্থকরণ, ঝড় থামানো, পাপীর প্রতি প্রেম, শিক্ষা দান ও তাঁর প্রেরিতদের পাঠানো। এই সকল ছবি তিনি তাঁদের দিলেন, এবং অনিবার্যভাবে বললেন ঃ "এই ভাবে আমি স্মরণীয় হতে চাই! কেননা তোমরা যত বার এই রুটি ভোজন কর, এবং এই পান পাত্র থেকে পান কর, ততবার আমার মৃত্যু স্মরণ কর, যে পর্যন্ত না আমি পুনরায় ফিরে আসি"! (মথি ২৬:২৬-২৯; ১ করিন্থীয় ১১:২৬)। প্রভুর মেজ হলো প্রভুর "ছবি", যা তিনি তাঁর মণ্ডলীকে দিলেন, এবং এটাই একমাত্র নির্দেশনা, আরাধনা সম্পর্কে যীশু তাঁর মণ্ডলীকে জানালেন।

প্রভুর প্রার্থনা (মথি ২৬:৩৮, ৩৯)

যেহেতু যীশু যে প্রার্থনা তাঁর শিষ্যদের শেখালেন, তিনি কখনও যে প্রার্থনা উচ্চারণ করেন নি, তবুও এই প্রার্থনাকে বলা যেতে পারে "প্রভুর প্রার্থনা"। এই প্রার্থনাকে আমাদের জন্য এক আদর্শ প্রার্থনা বলা উচিত। মূল শব্দমালা ঃ "আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্!" শিষ্যদের প্রার্থনার মাঝখানে একই সত্য রয়েছে। এই প্রার্থনা আমাদের এটাও শিক্ষা দেয় যে এক বিশ্বাসীর ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছার মাঝে প্রার্থনা অনিবার্যভাবে এক সমতা রাখে - এর দ্বারা ঈশ্বরের উপস্থিতি জানা যায়, যা তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করে, এবং তাঁর বিবিধ ইচ্ছা অনুসারে আমাদের পরিপক্ক করে (রোমীয় ৮:২৬-২৮)।

যীশুর এই প্রার্থনার প্রথম অংশটি নির্দেশনামূলক ও দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ "পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পান পাত্র আমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও"। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে এই ভাবে প্রার্থনা করার অধিকার সর্বদা আমাদের আছে। যদি আপনাকে বলা হয়, আপনার জীবনে, অথবা আপনি যাদের

ভালবাসেন, তাদের মধ্যে দৃঢ়মূল বিদ্বেষ আছে, এইভাবে প্রার্থনা করার অধিকার ও দায়িত্ব আপনার রয়েছে। অন্য কথায়, সুস্থতার প্রার্থনা করতে আপনার অধিকার আছে। কিন্তু যীশুর মত এই আদর্শ প্রার্থনা করতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই এই ভাবে প্রার্থনা শেষ করতে হবে, যেমন একটি অনুবাদে বলা হয়েছে ঃ "তথাপি আমার ইচ্ছা মত নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্"।

অনেকে বিশ্বাস করে, সুস্থতার জন্য আবেদনে বিশ্বাসের অভাব থাকে বলে বাক্য হয়, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়"। আমি বুঝতে পারি না, লোকেরা এ কথা বলে কেন, যখন স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র তাঁর সর্বাধিক সংকটে এই ভাবে প্রর্থনা করলেন! যদি তিনি ক্রুশ সম্বন্ধে এই ভাবে প্রার্থনা না করতেন, তাহলে আমাদের জন্য পরিত্রাণ সাধিত হতো না! পরিত্রাণ প্রাপ্ত সকলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, কেননা যীশুর এই আদর্শ প্রার্থনার ফলে ঈশ্বর পিতার ইচ্ছা ও ঈশ্বর পুত্রের ইচ্ছার মাঝে এক সমতা ছিল, যার ফলে আমরা পরিত্রাণ পেলাম!

যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু (মথি ২৭:১১-৩৪)

যখন প্রথম তিনটি সুসমাচার আসলে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর বর্ণনা দেয়, তখনও অনেক বক্তব্য তাঁরা বলতে পারেন না। ক্রুশারোপণ সম্বন্ধে ভীতিজনক বর্ণনা তাঁরা আমাদের দেন না। তাঁরা কেবল কয়েকটি শব্দে সেই ভয়ানক ঘটনার বর্ণনা দেন, যথা ঃ "তারা তাঁকে ক্রুশে দিল"। যীশুর মৃত্যুর অর্থ সম্বন্ধে আমরা অন্তর্দৃষ্টি পাব, যদি শব্দগুলিকে আলাদাভাবে আমরা বিবেচনা করি।

"তারা তাঁকে ক্রুশে দিল!"

রোমীয় প্রাণদণ্ডে ক্রুশারোপণ এক নির্মম, অথচ প্রচলিত প্রথা ছিল। ক্রুশে বলিকৃত কারও মৃত্যুর জন্য পাঁচ দিন থেকে সাত দিন অবধি সময় যেতো। রোমীয় কোন নাগরিককে ক্রুশে দেওয়া হতো না, কারণ এই চূড়ান্ত দণ্ডে পর্যাপ্ত যন্ত্রণা সইতে হতো। এটি অমানবিক শাস্তি ছিল, এবং যেহেতু বিবস্ত্র অবস্থায় ক্রুশে বলি দেওয়া হতো, তাই এই মরণ ছিল লজ্জাময় ও অবমাননাকর (মথি ২৭:৩৫; ফিলিপীয় ২:৮)।

বাইবেল অনুযায়ী বলা যায়, জানবার বিষয় হলো, যীশু যেভাবে মারাগেলেন, সেই ঘটনার দ্বারা ভাববাণী পূর্ণ হলো। যিশাইয় ৫৩ ও গীতসংহিতা ২২ অধ্যায়ে যীশুর মৃত্যু সম্বন্ধীয় ভাববাণী বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ যীশুর মৃত্যুতে ভাববাণী যথাযথ ভাবে সফল হলো। পক্ষান্তরে, উপরোক্ত কয়েকটি পরিচ্ছেদ, এবং অন্যত্র উল্লিখিত অন্যান্য পরিচ্ছেদ অনুসারে এটা ছিল খ্রীষ্টের চিত্তে আত্মিক কষ্ট, এবং দুঃসহ যন্ত্রনা বা বেদনা, যা আমাদের পরিত্রাণ সম্পন্ন করলো। যখন তিনি আমাদের পক্ষে পাপের প্রতিভূ হলেন, তিনি তারস্বরে বলেছিলেন ঃ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ"? ভাববাদী ও প্রেরিতদের মতানুসারে ত্রাণকর্তার চিত্তে যখন এই আত্মিক কষ্ট বাস্তবায়িত হলো, আমাদের শান্তি প্রদানকারী শাসন তাঁর ওপরে বর্তালো। ঐ সময় তিনি আমাদের পরিত্রাণ সাধন করলেন। এই কারণে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন ঃ "সমাপ্ত হইল"! এবং "পিতা, তোমার হস্তে আমি আমার আত্মা সমর্পণ করি"। যখন তাঁর কষ্ট অবসান হলো, তিনি তাঁর রক্ত দিয়ে আমাদের ক্ষমা মুদ্রাংকিত করলেন (যিশাইয় ৫৩; ২ করিন্থীয় ৫:২১; ১ পিতর ২:২১-২৫; যোহন ১৯:৩০; লূক ২৩:৪৬)। এটাই ঘটনার তাৎপর্য যে তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল।

"তারা তাঁকে ক্রুশে দিল!"

খ্রীষ্টের মৃত্যুর সত্যিকার মানের দিকে আমরা ঘনিষ্ঠ হতে পারি, যখন উপরোক্ত শেষ শব্দগুলিতে জোরালো আবেদন রাখি। রোমীয় প্রশাসন হাজার হাজার মানুষকে ক্রুশে দিয়েছিল, যারা তাদের ক্রুশে দীর্ঘতর সময় ঝুলে রইল, এবং যীশুর চেয়ে অধিকতর দৈহিক যাতনা ভোগ করলো। পক্ষান্তরে, হাজার হাজার মানুষের মর্মভেদী যন্ত্রণা, এমন কি খ্রীষ্টের পক্ষে এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাস রেখে যারা মরলো, তাদের কোন মরণ পৃথিবীর পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত শুরু করতে পারলো না।

বিষয়টাতে আমাদের জোর দিতেই হবে যে এটা যীশুর দৈহিক কষ্টের নিছক কোন ঘটনা ছিল না, যা তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে তাৎপর্য রাখলো। অন্তিম বিশ্লেষণে বলি, যিনি ক্রুশে কষ্টভোগ করলেন, এটা ছিল খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ, যা আমাদের পরিত্রাণের বুনিয়াদ।

যখন তিনি ক্রুশে মরলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় যদি তিনি ঈশ্বরের পুত্র না হতেন, তাহলে দুই হাজার বছর পরে আমাদের পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত সাধনার্থে তাঁর মৃত্যু সম্ভাব্য কোন কিছু করতে পারতো না। ঘটনা সম্পর্কে এটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল! (মথি ২৭:২২, ২৩; ১ করিন্থীয় ১:২৩-২:২)।

"তারা তাঁকে ক্রুশে দিল!"

অবশেষে; যদি এই শব্দগুলির প্রথম শব্দে আমরা জোরালো ভাব রাখি, তাহলে খ্রীষ্টের সর্বাধিক সংকট সম্বন্ধে আমাদের এক প্রশ্ন জাগে, যীশু খ্রীষ্টকে কারা হত্যা করলো? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর হলো, স্বাভাবিকভাবে রোমীয় প্রশাসন যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করলো। পক্ষান্তরে, যদিও রোমীয় এক সৈন্য যীশুর হাতে পায়ে পেরেক গাঁথলো ও তড়িঘড়ি যীশুর কুক্ষিদেশে অস্ত্রাঘাত করলো, তবুও লিপিবদ্ধ ঘটনা যত্ন সহকারে পাঠ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবো যে ইহুদীরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করলো (মথি ২৭:২৫)।

এই প্রশ্নের বাইবেল অনুযায়ী উত্তর হলো, ঈশ্বর পৃথিবীর সর্ব পাপের পক্ষে তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করলেন! আসুন, কয়েকটি নমুনার দিকে আমরা চোখ মেলে তাকাই ঃ মশীহ সম্বন্ধীয় সেই মহৎ ভাববাণী সূচক অধ্যায়ে, অর্থাৎ যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে আমরা পড়ি ঃ "তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্ত করিলেন" (যিশাইয় ৫৩:১০)। নূতন নিয়মে বিষয়টাকে এই ভাবে বলা হয়েছে ঃ "যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি (ঈশ্বর) আমাদের পক্ষে পাপ স্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা-স্বরূপ হই" (২ করিন্থীয় ৫:২১)।

ঘটনাটি আমাদের স্মরণ করা উচিত, যখন আমরা বিবেচনা করি "তারা তাঁকে ক্রুশে দিল"!

যীশুর পুনরুত্থান (মথি ২৮:১-১৫)

যীশু খ্রীষ্টের সকল প্রেরিত ও শিষ্যের পরিবর্তন দ্বারা তাঁর পুনরুত্থান প্রমাণিত হতে পারে। পিতরের প্রতি আমরা অত্যধিক রূঢ় হবো না, কারণ যীশুকে যখন ধরা হলো, লেখা আছে ঃ "তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন" (মথি ২৬:৫৬)। যখন যীশু তাঁর জীবনে চরমতম সংকটের মুখোমুখি হলেন, তিনি তাঁর একজন অনুগামীকেও সঙ্গে পেলেন না। ঐ সময় মণ্ডলীর

সদস্যদের সংখ্যা ছিল শূন্য!

কোন্ ঘটনার দ্বারা তাঁর মণ্ডলী "সম্বিৎ" ফিরে পেলো? ঘটনাটি হলো যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান। এটা আংশিক কারণ ছিল, যেহেতু তিনি তাঁদের বলেছিলেন, এবং অন্যদের প্রতিও তাঁর বক্তব্য তাঁদের কানে গিয়েছিল যে তিনি তাঁর ঈশ্বরত্ব ও বৈধ যুক্তির প্রমাণ দেবেন, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পরে মৃতদের মধ্যে থেকে তিনি উঠবেন, এবং এ সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় দাবি প্রমাণিত হবে। এ সম্পর্কে লেখা আছে ঃ "অতএব যখন তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যদিগের মনে পড়িল যে, তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন; আর তাঁহারা শাস্ত্রে এবং যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করিলেন" (যোহন ২:২২)।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর তাঁর মহৎ উপদেশ ইঙ্গিত দিলেন, পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রীয় বচন যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছে (প্রেরিত ২:৩০-৩২; গীতসংহিতা ১৬)। পিতর স্পষ্টভাবে জানালেন যে পঞ্চাশত্তমীর দিনে সকল চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ পুনরুত্থিত ও জীবিত খ্রীষ্ট সম্পন্ন করলেন (প্রেরিত ২:৩৩)। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান প্রমাণ দেয় যে তাঁর মৃত্যু আমাদের সকল পাপের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত সাধন করলো, এবং বর্তমান মণ্ডলীর পক্ষে চিরস্থায়ী আশা এনে দিল (১ করিন্থীয় ১৫)।

মহৎ দায়িত্ব (মথি ২৮:১৮-২০)

এত দিনে আমি কয়েকবার লক্ষ্য করেছি, প্রেরিত ও শিষ্যদের মাধ্যমে সারা বিশ্বে পৌঁছে যাওয়া যীশুর কৌশল ছিল। মথি লিখিত সুসমাচারের উপসংহার যেভাবে শেষ করা হয়েছে, তার দ্বারা এটি সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়। যীশু প্রতিনিধিত্ব ও তদারকি করলেন, যখন তিনি তাঁর প্রেরিতদের কাজ শেখালেন। এবারে তিন বছর শিক্ষায়তনের সমাবর্তন উৎসবে তিনি তাঁদের উদ্দেশে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন, তাঁরা স্নাতক হলেন, এবং তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন, তোমরা সারা বিশ্বে যাও, এবং সকল জাতির প্রত্যেক জনকে আমার পক্ষে শিষ্য তৈরি করো।

মহৎ দায়িত্বে একটি আদেশ রয়েছে, যা তিনটি গুণে খানিকটা রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি আদেশ দিলেন ঃ "শিষ্য করো"। গুণগুলি এই প্রকার, যথা ঃ যাওয়া, বাপ্তিস্ম দেওয়া ও শেখানো। "যখন আপনি যাচ্ছেন, যখন আপনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন এবং যখন আপনি শেখাচ্ছেন", এমন সক্রিয়তাই এই দায়িত্ব বহনের সঠিক ভাষান্তর হবে। এই জগতে সুসমাচার ঘোষণা করার সময় মানুষের উদ্দেশে এ কথা বলা যেন উদ্দেশ্য না হয়, যথা ঃ "কিছু না দিয়ে কোন কিছু পাওয়া যায়। বিশ্বাস দ্বারা আপনারা পরিত্রাণ পাবেন, এবং পরে আপনাদের মতানুসারে জীবন যাপন করবেন"। যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে শিষ্য তৈরি করা আমাদের কর্তব্য।

ডক্টর রবার্ট এস, গ্লোভার নামে এক অসাধারণ মিশনারি রাজদূত লিখলেন ঃ "মহৎ দায়িত্ব হলো মণ্ডলীর বিশেষ অধিকার। যে কোন সংস্থার মত মণ্ডলীকে তার বিশেষ অধিকারের শর্তগুলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে, অথবা মণ্ডলী যেন থেমে যায়, এবং নিষ্ক্রিয় হয়"।

বিদ্বান্‌গণ আমাদের বলেন, চারটি সুসমাচারে যীশু খ্রীষ্টের পাঁচশো শিক্ষা রয়েছে। সুসমাচারগুলির এই পরিচিতিতে এবং মথির সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা অনুসারে যীশুর শিক্ষাগুলির

মাত্র কয়েকটি শিক্ষা আমি উল্লেখ করেছি। যখন যত্ন সহকারে আমরা মহৎ দায়িত্ব পরীক্ষা করি, আমরা জানতে পারি যে শিষ্য তৈরি করতে চাইলে নতুন শিষ্যদের সেই সমস্ত বিষয় শেখাতে হবে, যীশু তাঁর শিষ্যদের যেগুলি শিখিয়েছিলেন।

যখন মণ্ডলী এক মাধ্যমের ভূমিকা পালন করলো, মণ্ডলী শুধুমাত্র শিষ্য তৈরি করলো না, কিন্তু সেই শিষ্যদের শিক্ষা দিল, এই ভাবে মণ্ডলী নতুন সদস্যদের জন্ম দিয়ে মহৎ দায়িত্ব পালন করলো। এই একই দায়িত্ব পালন করার জন্য পেন্টিকস্ট্ বাস্তবায়িত হওয়ার আবশ্যকতা ছিল, কারণ মণ্ডলীকে ক্ষমতায় বিভূষিত করা পেন্টিকস্টের উদ্দেশ্য ছিল, এবং আছে, যেন মণ্ডলী তার বিশেষ অধিকারের শর্তগুলি পূরণ করতে পারে। পৃথিবীতে মণ্ডলী একমাত্র সংস্থা, যা সদস্য-বহির্ভূত লোকদের উপকার সাধনার্থে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

আমাদের পরবর্তী পুস্তিকায় সুসমাচার গুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা চালিয়ে যাব, এবং আপনার সম্পর্কে আমার ভরসা রয়েছে, যীশু খ্রীষ্টের এই চমকপ্রদ জীবনচরিত আপনি অধ্যয়ন করতে থাকবেন। উপসংহারে আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে শুধাতে চাই ঃ আপনি কী খ্রীষ্ট, মশীহ, প্রতিজ্ঞাত একজন রূপে যীশুকে জানতে অগ্রসর হয়েছেন? আপনার পাপের দেনা শোধের পক্ষে আপনি কি যীশুর মৃত্যুতে আস্থা রেখেছেন? আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আপনি এক শিষ্য অথবা খ্রীষ্টের এক অনুগামী হবেন? আপনি যা শিখেছেন, সেই শিক্ষা অনুসারে আপনি কী করবেন?

আমার প্রার্থনা, বেদ পাঠশালা যেন আপনাকে ঈশ্বরের বাক্যে মনোনিবেশ করতে সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখে, এবং আপনার অন্তরে ঈশ্বরের বাক্য গ্রথিত হয়।

Introduction to the Gospels and A Survey of Mathew
Booklet - 10
Bengali

Cover Credit : Cynthia Kingston
Printed by : Canaan Press, Chennai

For additional Booklets write to

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk,
Chennai - 600 010
Ph. : 6425166 Fax : 6428298
E-mail : ibl.maa@iblchennai.org.

Introduction to the Gospels and A Survey of Mathew
Booklet - 10
Bengali

India Bible Literature
67, Beracah Road, Kilpauk
Chennai - 600 010

(For Private Circulation only)

ICM/Ben-10/2004